বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE
BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২২৪ সংখ্যা। ভাদ্র ১২৯০—সেপ্টেম্বর ১৮৮৩। ৩য় কল্প ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আগামী শীতকালে কলিকাতায় যে আশ্চর্য্য প্রদর্শনী হইবে, তাহার জন্য খুব ধুমধাম হইতেছে। এ সম্বন্ধে একখানি সরকারী রিপোর্ট আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা আপনাপন অধীনস্থ স্থান সকলে যাহা যাহা ভাল জিনিষ দেখাইবার, তাহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিতেছেন। বৈদেশিকেরা গড়ের মাঠের প্রায় দেড় লক্ষ বর্গ ফুট ভূমি ঘেরিয়া লইয়াছেন—ইংলণ্ড ৫০ হাজার, ইউরোপের অন্যান্য দেশ ২০ হাজার, অষ্ট্রেলিয়া ২৯ হাজার, আমেরিকা ২ হাজার, চিন ও জাপান ১ হাজার বর্গ ফুট। সর্ব্বপ্রকার আশ্চর্য্য বস্তু, ইতর জন্তু এবং মহারাণীর রাজ্যস্থ আদিম নিবাসী অসভ্যগণও প্রদর্শিত হইবে। এই উপলক্ষে কলিকাতায় পৃথিবীর সর্ব্বদেশীয় লোক এবং অনেক রাজারাজড়ার সমাগম হইবে। জাহাজ রেলওয়ে প্রভৃতির ভাড়ার সুবিধা করা হইবে। আমাদিগের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর মেলার কৃতকার্য্যতার জন্য বিশেষ উৎসাহ দান করিতেছেন।

আমরা শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, গতবারে যে হিন্দু বিধবা-বিবাহটীর সংবাদ দেওয়া যায়, তাহাতে পাত্রের প্রথম পক্ষের স্ত্রী বর্ত্তমান আছেন। বিধবাবিবাহে * আইনের

দুই একটা ধারা সংযোজিত হওয়া আবশ্যক। আমরা বরাবর দেখিতেছি, প্রাচীন হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে বিধবাবিবাহ বিড়ম্বনা মাত্র এবং হিন্দু সমাজে সেরূপ বিবাহিত ব্যক্তিদিগের দুর্দ্দশার সীমা নাই, এই জন্য বিধবাবিবাহ প্রচলনের ব্যাঘাত হইতেছে। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে নূতন বিধির জন্য মান্দ্রাজবাসীরা প্রার্থী হইয়াছেন, বঙ্গবাসীদের এ সময় নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়।

গত লোকসংখ্যা গণনায় প্রকাশ পাইয়াছে, ভারতবর্ষের অধিবাসী-সংখ্যা সাড়ে পঁচিশ কোটী। ইহার মধ্যে বিধবাসংখ্যা কত পাঠিকা বলিতে পারেন? ৩০ বৎসরের ঊর্দ্ধ না ধরিলে ৩৩,৪২,৯৭১; ইহার মধ্যে ১০ বৎসরের ন্যূন ৬৩ হাজার; ১০ হইতে ১৫ বৎসরের ১,৭৫,৫২৪; ১৫ হইতে ২৫ বৎসরে ১৪,৩১,২৭২ এবং ২৫ হইতে ৩০ বৎসরের ১৫,৭২,১৪৫ জন। সম্ভবতঃ ইহঁাদিগের অধিকাংশই বাল্যকালে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়া চিরদিনের মত জীবনের সুখে বঞ্চিত হইয়াছেন। সহযোগী সঞ্জীবনী যথার্থই বলিয়াছেনঃ—"আফ্রিকার দাসদিগের দুঃখ দূর করিতে ইংরেজ প্রাণ কাঁদিল, আমরা আর্য্য (!), সহোদরার দুঃখেও আমাদের প্রাণ টলে না!"

পণ্ডিতা রমা বাই খৃষ্টানদিগের আশ্রয়ে বিলাত যাওয়াতে কেহ কেহ মনে করিয়াছেন তিনি খৃষ্টান হইবেন, কেহ কেহ মনে করিয়াছেন তিনি বিবাহ করিবেন। কিন্তু আমরা তাঁহার এক পত্র পাঠে অবগত হইলাম তাঁহার এরূপ কোন অভিপ্রায় নাই। তিনি নিজ ব্যয়ে ইংলণ্ডে গিয়াছেন এবং তথায় এম ডি উপাধি পাইয়া ডাক্তার হইবার জন্য ইংরাজী শিক্ষা করিতেছেন। দুই মাসের চেষ্টায় ইংরাজী কথা কহিতে ও বুঝিতে পারেন, দুই বৎসরের মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবেন। এখন প্রত্যহ ১২ ঘণ্টা অধ্যয়ন করিতেছেন। তিনি সেণ্ট মেরীর মঠে আছেন, সেখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। মঠের ভগ্নীদিগকে মারহাট্টী ভাষা শিখান এবং তাঁহারা তাঁহার আহারাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করেন।

সার্লিব নাম্নী যে রমণী লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম বি, বি এস উপাধি ও মেডাল পুরস্কার পাইয়াছেন, তিনি একজন মান্দ্রাজ ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী এবং শীঘ্র মান্দ্রাজে আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসা খুলিবেন। ইনি সম্প্রতি ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহাতে মহারাণী তাঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া ভারতের নারীগণ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছেন এবং তাঁহাকে বলিয়াছেন ভারতের নারীগণ যেন জানেন যে তাঁহাদের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য মহারাণী

স্বর্গান্তঃকরণে কামনা করিয়া থাকেন। দুঃখিনী ভারতাঙ্গনাদিগের পক্ষে এতদপেক্ষা সান্ত্বনাপ্রদ বাক্য আর কি আছে?

লণ্ডনে যে মেছুনীদিগের মেলা হয়, তাহাতে প্রিন্সেস অব ওয়েলস্ প্রভৃতি আমাদিগের রাজপরিবারের রমণীগণও জিনিষ বেচিতে বসেন। ইহাঁদিগের উদ্যোগে মেলা হইতে এত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা জর্ম্মণিতে একটী ইংলণ্ডীয় মতানুসারী গিরজা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সভ্য দেশেও অদ্ভুত কুসংস্কার! ইংরাজেরা মামাতো, খুড়তুতো, পিসতুতো ভগিনী অনায়াসে বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু মৃত স্ত্রীর ভগিনীর পাণিগ্রহণ মহাপাপ মনে করেন। শ্যালিকার সহিত বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তন জন্য কয়েক বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করা হইতেছে, কিন্তু পার্লেমেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করিতেছেন। ইংলণ্ডে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীন মত (vote) দিবার স্বত্বও এইরূপ বার বার অগ্রাহ্য হইতেছে।

বিলাতে প্রসিদ্ধ বৃহৎ কাচের ঘরে সম্প্রতি বালক বালিকাদিগকে একত্র করিয়া পারিতোষিক বিতরণ করা হয়, শিক্ষাবিভাগীয় মন্ত্রী মে মণ্ডেলা সভাপতির কার্য্য করেন। দেখা গিয়াছে ইংলণ্ডে গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা মিসন স্কুলের ছাত্রসংখ্যা অনেক অধিক। আবার ইংলণ্ডীয় চর্চ্চ সম্প্রতি প্রায় ১২ লক্ষ টাকা তুলিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের মতানুসারে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য মধ্যশ্রেণীর সন্তানদিগকে লইয়া নূতন স্কুল সকল খোলা হইবে। আমাদের দেশেও খৃষ্টান মিসনরীদিগের ন্যায় আর কোন সম্প্রদায় বা সভাকে বিদ্যালয় স্থাপনে সেরূপ উদ্যোগী দেখা যায় না। ইহাঁদিগের সাধু দৃষ্টান্ত সকলের গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

মিসরে ভয়ানক ওলাউঠা হয়, এখন কিছু কমিয়াছে। পরিষ্কার জল পান ও পরিচ্ছন্নভাবে বাস করিয়া তত্রত্য ইংরাজেরা অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন। স্বাস্থ্যের নিয়ম ভালরূপে পালন করিলে এই ভয়ানক রোগও দমন হইতে পারে।

ইংলণ্ডে সিস্থিটার কৃষি কলেজের পরীক্ষায় এবারও আর এক জন বাঙ্গালী সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন। উইলউইচের রয়াল মিলিটারী আকাডেমী অর্থাৎ রাজকীয় সৈনিক বিদ্যালয়ে ৫০ জন পরীক্ষোত্তীর্ণের মধ্যে ডাক্তার গুডিব চক্রবর্ত্তীর এক পুত্র সর্ব্বপ্রথম হইয়াছেন।

গত ২১এ জুলাই ভূমধ্যস্থ সাগর পার হইবার নিমিত্ত জেবিস নামে এক জন বিখ্যাত ফরাসী বেলুনযাত্রী ব্যোমযান অরোহণ করেন। বায়ুর প্রাবল্য হেতু

বেলুন প্রথমে কর্সিকা দ্বীপে পড়ে, পরে তাহা হইতে ভারী জিনিষ সকল নামাইয়া ফেলিলে বেলুন ৯০০০ ফিট উচ্চে উঠিয়া বায়ুবেগে প্রতি ঘণ্টায় ৯০ মাইল চলিয়া ইটালীতে আসিয়া পড়ে। আরোহীরা নির্ব্বিঘ্নে নামিয়াছেন, বেলুন ১২০০ মাইল পথ চলিয়াছে, কিন্তু এ যাত্রা সাগর পার হওয়া হইল না।

—

সাধারণ লোকদিগের জ্ঞানোন্নতি জন্য ইংলণ্ডে অনেক চেষ্টা হইতেছে। ডোবর নগরে ইহার জন্য একটী উদ্যান খোলা হইয়াছে। যে আরমষ্ট্রং সাহেবের বৃহৎ কামান কলিকাতার কেল্লার ব্রহ্মাস্ত্র, তিনি লণ্ডনের নিকট একটী বাড়ী তৈয়ার করিয়া দিয়াছেন, তথায় নিম্ন শ্রেণীর লোকে নানাবিধ নির্দ্দোষ আমোদ সম্ভোগ করিবে, তদ্ভিন্ন শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষা লাভে সমর্থ হইবে।

—

গত ৪ঠা আগষ্ট সিটিকলেজ গৃহে বঙ্গমহিলা-সমাজের চতুর্থ জন্মোৎসব হয়। সভ্যগণ ও তাঁহাদিগের অনেকগুলি পুরুষ আত্মীয় উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে বালিকারা একটী নীতিগর্ভ ক্ষুদ্র নাটিকা অভিনয় করে, তদ্দর্শনে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। উৎসবের বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

—

বামাবোধিনীর বিংশ জন্মোৎসব।

বঙ্গ বামাগণ, প্রাণের ভগিনী,
তোমাদেরি তরে এ বামাবোধিনী
বিংশ বর্ষ কাল ধরিল জীবন,
আজি শুভ দিনে, এসো শুভক্ষণে
মিলি প্রাণে প্রাণে শুভ সম্মিলনে,
করি সবে বিভু গুণানুকীর্ত্তন।
অন্ধকার নিশা হয়েছে প্রভাত,
উজলিছে দিক্ বহিছে সুবাত,
সুস্বরে বিহঙ্গ করিছে কূজন:
ভারত রমণী, জনম-দুখিনী,
মোহশয্যাগত, কারার বন্দিনী,
কত কাল আর রবে অকারণ?
দুঃখ অন্তে সুখ বিধির বিধান,
দেখ তাঁর কৃপা বহিছে উজান,
সময়ের স্রোত কে করে বারণ?
তাই ভাইগণ করিছে প্রচার—
'রমণী উদ্ধারে ভারত উদ্ধার,'
চারিদিকে তাই এত আয়োজন।
সভা বিদ্যালয় রমণী কারণ,
পুরস্কারোপাধি পদ বিতরণ,
কার্য্যক্ষেত্র দ্বার হয় উদ্‌ঘাটন।
দশকোটী নারী, কুড়ীকোটী করে

সাহায্য করিলে দশ কোটী নরে,
না হইবে কোন্ অসাধ্য সাধন?
আবার রমণী হবে বিদ্যাবতী,
ধর্ম্মের অধীনে স্বাধীন-প্রকৃতি,
শৌর্য্যবীর্য্যপূর্ণা অসুর-দলনী;
ঈশ্বরের ইচ্ছা হইবে সফল,
নর নারী মিলে ভারত মঙ্গল
সাধিবে—গাহিবে করি জয়ধ্বনি

১২৭০ সালের ভাদ্র মাসে বামাবোধিনীর জন্ম হয়, আজি ১২৯০ সালের ভাদ্র। বামাবোধিনী বিংশতি বর্ষ বয়স পূর্ণ করিয়া একবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন, আমাদিগের নিকট ইহা যেরূপ আনন্দের, সেইরূপ আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া বোধ হইতেছে। বামাবোধিনীর যখন জন্ম হয়, তখন ইহা এতকাল স্থায়ী হইবে এবং ইহার একবিংশ বর্ষারম্ভের জন্য আমরা আনন্দোল্লাস করিতে পাইব, ইহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আজি বামাবোধিনীর এই শুভ বর্ষ বৃদ্ধি হেতু আমরা সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমপিতার চরণে কৃতজ্ঞহৃদয়ে প্রণাম করি।

বামাবোধিনীর জন্ম দিন স্মরণ করিয়া আমাদিগের মনে কত প্রকার ভাবের উদয় হইতেছে, আমরা তাহার কিছু কিছু ব্যক্ত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি না।

২০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের অনেক গ্রাহিকা জন্মগ্রহণ করেন নাই। যাঁহারা সুকুমার হস্তে প্রথম প্রকাশিত বামাবোধিনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কতজন মাতা ও প্রৌঢ়া গৃহিনী হইয়াছেন এবং ইহা আপনাদিগের কন্যাগণের কোমল কর-লগ্ন দেখিয়া কত আনন্দ অনুভব করিতেছেন! বামাবোধিনীর তৎকালের প্রৌঢ়া গ্রাহিকারা এখন বর্ষীয়সী হইয়া পুরাতন বন্ধু বলিয়া ইহার কত কল্যাণ কামনা করিতেছেন। এক সময় কত কুলবধূ এই পত্রিকা পাঠের অপরাধ হেতু হয়ত গুরুলোকের তাড়না ও গঞ্জনা সহ্য করিয়াছেন, এখন তাঁহারা গৃহের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া স্বয়ং ইহা পাঠ করিতেছেন এবং বধূ ও কন্যাগণকে পাঠ করিবার উপদেশ দিতেছেন। এই বিশ বৎসরে আমাদিগের এই ক্ষুদ্র পত্রিকা কত সহস্র সহস্র ভগিনীর হস্তে আদর ও স্নেহ লাভ করিয়া ভ্রমণ করিয়াছে, ইহা ভাবিতে আমাদের হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

২০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা অতি হীন ছিল। তখন বেথুন এবং আরও কয়েকটী বালিকাবিদ্যালয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে ৮।১০ বৎসরের বালিকারাই পড়িত এবং তাহাদিগের শিক্ষার সীমা চারুপাঠ ও বোধোদয়। তখন একটী বালিকাও বালকদিগের সহিত প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দানে অগ্রসর হয় নাই।

এখন কতদূর উন্নতি হইয়াছে, শত শত স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, ২০।২২ বৎসরের যুবতীগণও অসঙ্কোচে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন এবং ছাত্রদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া ছাত্রীগণ নিম্ন ছাত্রবৃত্তি হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পর্য্যন্ত লাভে সমর্থ হইতেছেন। এত শীঘ্র স্ত্রীশিক্ষার এরূপ সুন্দর ফলোদয় হইবে, কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল? পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগের ব্যাবসায়িক শিক্ষার কোন উপায়ই ছিল না। ইতিমধ্যে ধাত্রীবিদ্যা ও চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার উপায় হইয়াছে এবং স্ত্রীলোক ইনস্পেক্‌ট্রেস, শিক্ষয়িত্রী, ধাত্রী, গ্রন্থকর্ত্রী হইয়া অর্থোপার্জ্জন ও লোকসমাজে খ্যাতি লাভে সমর্থ হইতেছেন।

২০ বৎসর পূর্ব্বে অন্তঃপুরদেশ যথার্থই নিবিড়তম অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তন্মধ্যে জ্ঞানের এক আধটী রশ্মি প্রবেশেরও পথ পাওয়া দুর্ঘট হইত। অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্য কোন সমাজ বা সভা ছিল না, তখন কোন কোন সভায় স্ত্রীশিক্ষার ঔচিত্য অনৌচিত্য লইয়া কেবল প্রবন্ধ পাঠ ও তর্ক বিতর্ক হইত। উত্তরপাড়া হিতকরী সভা, যদ্দ্বারা অন্তঃপুরিকাদিগের শিক্ষোন্নতির একটী নূতন যুগের পত্তন হইয়াছে, তৎকালে তাহা সবে মাত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। এই সভার দৃষ্টান্তে এখন জেলায় জেলায় স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিসাধক কতগুলি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদিগের সাহায্যে কত শত,শত কুলনারী জ্ঞানোন্নতি সাধনে উৎসাহিত হইতেছেন। খৃষ্টান জেনানা মিসন সকলও সুপ্রণালীক্রমে এদেশের অন্তঃপুরিকাগণকে শিক্ষিত করিবার জন্য উদ্‌যুক্ত হইয়াছেন। এখন অন্তঃপুরে কত পত্র ও পত্রিকা এবং সুপাঠ্য গ্রন্থ সকলও প্রবেশ লাভ করিয়া জ্ঞানালোক বিস্তারে সমর্থ হইতেছে। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক অভাব থাকিলেও তাহার যতটুকু উন্নতি হইয়াছে, তদ্দর্শনে কে না উল্লসিত হইবেন?

২০ বৎসরের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকদিগের নিজের একটীও সভা বিদ্যমান ছিল না, তাঁহারা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পুরুষদিগের মুখাপেক্ষী ছিলেন। এখন তাঁহারা আপনারা সভাস্থাপন করিয়া আপনাদিগের উন্নতি এবং হিতসাধন জন্য দৃঢ়-ব্রত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আশাজনক আর কি হইতে পারে? নারীগণ প্রবন্ধ লিখিতেছেন, তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়া নারীগণকে, এবং কোন কোন সময় পুরুষমণ্ডলীকেও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন, এ দৃশ্য পূর্ব্বে কে কল্পনা করিতে পারিত? স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি যত দিন পুরুষদিগের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছিল, ততদিন তাহার স্থায়িত্বের বড় আশা ছিল না, এখন তাঁহারা আপনাদের অভাব আপনারা বুঝিয়া স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন, এখন তাঁহাদিগের পথ রোধ করে কাহার সাধ্য?

২০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসিগণের সহিত ইংলণ্ডবাসিগণের তত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। যে কয় জন ভারতবাসী ইংলণ্ড দর্শন করিয়াছিলেন, অঙ্গুলির অগ্রে তাহাদিগেকে গণনা করা যাইত, একটীও দেশীয় মহিলা বিলাতী মৃত্তিকায় পদার্পণ করেন নাই। ব্যবসায় কার্য্য এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচার ভিন্ন অন্য উদ্দেশেও ইংলণ্ডীয় নর নারী এদেশে আসিতে প্রবর্ত্তিত হন নাই। ইতিমধ্যে ভারতের কত পুত্র ও কন্যা ইংলণ্ডকে তীর্থভূমি করিয়াছেন এবং ইংলণ্ডেরও কত পুত্র ও কন্যা ভারতবাসীদিগের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া এদেশ ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। ইহার ফল এই হইয়াছে ভারতের নারীগণের উন্নতি জন্য ইংরাজ পুরুষ ও রমণীগণও উদ্যুক্ত হইয়াছেন এবং স্বয়ং মহারাণী দুঃখিনী ভারত-কন্যাগণের সংবাদ লইতেছেন।

বঙ্গদেশের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনশীল অবস্থায় ২০ বৎসর সামান্য ঘটনাপূর্ণ সময় নয়। ২০ বৎসরে এক পুরুষের পর্য্যায় হইতে দ্বিতীয় পুরুষের পর্য্যায় উপস্থিত হইয়া থাকে, সুতরাং অনেক বিষয়ে যে যুগান্তর উপস্থিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। গত বিশ বৎসর বঙ্গদেশের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, রুচি ও প্রবৃত্তি সম্বন্ধে যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা বহুদর্শী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। প্রাচীন কুসংস্কারাপন্ন সম্প্রদায়ের স্থান এখন নব্য সম্প্রদায় অধিকার করিয়াছেন সুতরাং প্রাচীন মত ও সমাজ-শাসন নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তৎকালে স্ত্রীজাতির উন্নতির সপক্ষ লোক পাওয়া ভার ছিল, বিপক্ষদলের সংখ্যা গণনা করিয়া শেষ করা যাইত না। এখন তাহার কি বিপর্য্যয়! বিপক্ষদল হীনবল হইয়া লজ্জায় মস্তক লুক্কায়িত করিয়াছেন; সপক্ষদল দিগ্বিজয়ীর ন্যায় জয়পতাকা হস্তে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছেন তখন স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা ও স্বত্বাধিকারের কথা মুখে আনা লজ্জাকর ছিল, এখন তাহা কত গৌরবের বিষয়! এইরূপ জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিদেশভ্রমণ ও সমুদ্রযাত্রা নিষেধ প্রভৃতি দূষণীয় দেশাচার ও কুসংস্কার সম্বন্ধে মতগত ও রুচিগত যে ঘোরতর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সমাজচিত্রের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেই অনুভূত হয়। তখন পুরুষগণ যে কর্ম্ম সাধনে ভয় করিতেন, এখন নারীগণ তাহা অনায়াসে সম্পন্ন করিতেছেন। বাবু মধুসূদন গুপ্ত কুসংস্কারের মস্তকে পদার্পণ করিয়া কলিকাতা মেডিকাল কলেজে সর্ব্বপ্রথম শবচ্ছেদ করেন, এজন্য কেল্লা হইতে তোপধ্বনি হইয়াছিল। এখন অবরোধরুদ্ধ স্ত্রীলোকগণ জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষার্থ এবং অভিজ্ঞতা লাভার্থ কত সংসাহসের পরিচয় দিতেছেন, ইহা শত শত তোপধ্বনি দ্বারা ঘোষিত হওয়া বিধেয়। পুরাতন কুসংস্কারের দুর্গ ক্ষীণভিত্তি

হইয়া পড়িয়াছে, অচিরে ভূমিসাৎ হইবে সন্দেহ নাই। এখন তদুপরি সত্য, ন্যায় ও সদাচারের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সকলেরই সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক।

বামাবোধিনীর জন্মোৎসবের আনন্দোচ্ছ্বাসের সহিত অনেক দুঃখের তরঙ্গও আমাদিগের হৃদয়ে খেলিতেছে। বামাবোধিনীর সর্ব্বপ্রথম উৎসাহদাতা পরলোকগত।* আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত শুনিয়াছি ইহার সর্ব্বপ্রথম গ্রাহিকাও কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। গত ২০ বৎসরের মধ্যে বামাবোধিনীর কত গ্রাহক গ্রাহিকা, লেখক লেখিকা মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিয়াছেন! আমরা সকলেই মর্ত্ত্যজীব, মরিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছি; আজি হউক কালি হউক, সকলই ইহাঁদিগের পথের অনুবর্ত্তী হইব। কিন্তু বামাবোধিনীর লেখক লেখিকা ও পাঠক পাঠিকা যে পবিত্র ও মঙ্গলময় সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ, তাহা কখনও বিনষ্ট হইবার নহে, কেন না তাহা অমৃতময় ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত সংযুক্ত। জগদীশ্বর করুন, আমরা যত দিন জীবন ধারণ করিয়া আছি, তাঁহার ইচ্ছা প্রাণের সহিত অবলম্বন করিয়া থাকি, তাহাতেই আমাদিগের মৃত্যুভয় দূর হইবে—অমরত্ব লাভ হইবে।

সৌন্দর্য্যতত্ত্ব।

মানব-প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইহা প্রধানতঃ বুদ্ধি এবং কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া গঠিত হইয়াছে। অল্প চিন্তা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে শোভানুভাবকতা বা সৌন্দর্য্যবোধ ইহাদের মধ্যে অন্যতম একটী প্রধান প্রবৃত্তি। মনুষ্যসমাজের প্রথমাবস্থা হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সকল দেশে, সকল সময়ে, সকল অবস্থায় নর নারীর মধ্যে এই প্রবৃত্তির অল্লাধিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবশ্য ইহাও স্বীকার্য্য যে স্থান, কাল ও অবস্থাভেদে সৌন্দর্য্যের আদর্শ অত্যন্ত বিসদৃশ—এমন কি পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীতভাবাপন্ন হইয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া শোভানুভাবকতা বৃত্তির আদৌ অসদ্ভাব হইতেছে এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত

---

* ইনি যশোহরনিবাসী বাবু বসন্তকুমার ঘোষ, স্ত্রীলোকদিগের জন্য এই পত্রিকাখানি প্রচারে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথম উত্তেজিত করেন। বামাবোধিনীর সর্ব্বপ্রথম গ্রাহিকা শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী বসু। বামাবোধিনী প্রকাশের সংবাদ পাইয়াই ইনি প্রথম চাঁদা পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করেন। ইহাদের নাম বামাবোধিনীর বিশেষ স্মরণীয়। ঈশ্বর ইহাঁদের আত্মার কল্যাণ করুন।

নহে। মানিলাম একদেশের লোক যাহাকে সুন্দর বলিতেছে, অপর দেশের লোক তাহাকে সুন্দর না বলিয়া তদ্বিপরীতকে সুন্দর নামে অভিহিত করিতেছে—যেমন, ছোট পা, ছোট চোক, চেপটা মুখ, কাল দাঁত, রেখামাত্র ভ্রূ ইত্যাদি চীনদেশীয় রূপসীর লক্ষণ; অপরন্তু অপরাপর দেশে উক্ত গুণান্বিতা নারী "সুন্দরী" নামে অভিহিত হওয়া দূরে থাকুক, "কুৎসিত" বলিয়া সকলেরই নিকট ঘৃণার্হ হইবেন। কিন্তু সেই হেতু মনুষ্যের সৌন্দর্য্যবোধ শক্তির অভাব হইতেছে একথা কেহই বলিতে সাহসী হইবেন না। আমাদের দেশে সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্যজাতিদিগের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারা আপনাদিগকে সুশ্রী দেখাইবার জন্য শরীর ও পরিচ্ছদের নানাবিধ পারিপাট্য সাধনে যত্ন করে। তাহারা আপনাদিগের বাসগৃহ নানারঙ্গে চিত্রিত করে, কেশ বিন্যাস করিয়া বিহঙ্গের চিত্রবিচিত্র পুচ্ছ তাহাতে সংলগ্ন করিয়া দেয়, বনলতা ও বনকুসুমাবলী তাহাদের অলঙ্কারের কার্য্য সাধন করে। এই অসভ্যজাতি হইতে সভ্যসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে সেখানে নরনারী কেবল সৌন্দর্য্যের জন্য নিয়ত লালায়িত হইতেছে। কত চিত্র বিচিত্র হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইল, তাজমহলের সুদৃশ্য চূড়া গগন স্পর্শ করিল, কত দেশ হইতে কত শিল্পী আসিয়া বহুমূল্য প্রস্তর ও হীরকখণ্ডে তাহার শোভা সম্পাদন করিল, কত রমণীয় উদ্যান মনুষ্যের যত্ন ও বুদ্ধিবলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল, মর্ত্ত্যের অমরাবতী-সদৃশ পারিস নগরে পরিচ্ছদের কত পারিপাট্য সাধিত হইল, ঢাকানগরীতে কত চিক্কণ বসন ও কাশ্মীরে জগদ্বিখ্যাত শাল প্রস্তুত হইল, কামিনী শরীরের শোভা সম্পাদনার্থ স্বর্ণকারগণ কত সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার গঠন করিল, গমনাগমনের সুবিধার জন্য কত আশ্চর্য্য ও বিচিত্র যান নির্ম্মিত হইল, প্রকৃতির মোহন দৃশ্য স্থায়ী করিবার জন্য র‍্যাফেলের হস্তে কত শত সুচারু চিত্র অঙ্কিত হইল, কল্পনার চক্ষে স্বর্গের শোভা প্রদর্শন করিবার জন্য কবি ও চিত্রকর উভয়ে উভয়ের যত্ন, বর্ণ ও তুলিকা চালিত করিল—ভারতে কন্দর্প ও রতি, গ্রীসে ভিনস, কিউপিড, সাইকী প্রভৃতি অতুলিত সৌন্দর্য্যের আদর্শ পুরুষ ও স্ত্রীরত্ন সৃষ্ট হইল, ভাস্করগণ প্রস্তরখণ্ডসকলকে জীবন্ত মূর্ত্তিতে পরিণত করিল—তবুও মানবমন অমৃতসম সৌন্দর্য্যরস পান করিয়া পরিতৃপ্ত নহে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে সকলেই সৌন্দর্য্যের প্রয়াসী। সামান্য শিশুর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে সে প্রফুল্ল কুসুম বা পূর্ণিমার শশধর দর্শন করতঃ আকৃষ্ট হইয়া জননীর বক্ষ হইতে ঊর্দ্ধে হস্ত প্রসারণ করে, আনন্দের লক্ষণ তাহার নয়নে ও সমগ্র বদনমণ্ডলে

প্রকাশ পায়। শিশু যে সকল দ্রব্য লইয়া ক্রীড়া করে, তাহা নানা বর্ণে চিত্রিত হয়; কেন না যাহা কিছু সুন্দর, তাহার প্রতি তাহার মন স্বতঃই আসক্ত হয়। আবার বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার যে সকল বস্তুর প্রয়োজন হয়, সে সকল কেবল মাত্র কার্য্য-সাধক হইলে চলিবে না, তাহা সুন্দর হওয়া চাই।—সে যে পুস্তক পাঠ করিবে, তাহার বাঁধনী উৎকৃষ্ট হওয়া চাই; সে যে পাদুকা পরিধান করিবে, তাহা কেবল অধিক দিন স্থায়ী হইলে চলিবে না, তাহা দেখিতেও সুঠাম হওয়া চাই; সে যে বসন পরিধান করিবে, তাহা কেবল শরীরের আচ্ছাদক মাত্র হইলে চলিবে না, তাহা সুদৃশ্য হওয়া চাই; যে ছত্র তাহার মস্তককে রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবে তাহাও সুচারুরূপে গঠিত হওয়া চাই—এইরূপে সকল বিষয়ে সৌন্দর্য্য-স্পৃহার আভাস পাওয়া যায়। বাস্তবিক ক্ষুদ্র শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই সৌন্দর্য্যের দাস। কে জানে বিধাতা সৌন্দর্য্যের সহিত মানবমনকে কেমন বাঁধিয়া রাখিয়াছেন! তাহারা আমার কেহ নয়, আমার পরিচিত বা আত্মীয় কেহই নয়, তাহাদিগকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, অথচ সেই সুন্দর বালক বালিকা পথ দিয়া যাইতেছে দেখিয়া কেন ইচ্ছা হয় তাহাদিগকে কাছে বসাইয়া তাহারা কে অবগত হই? অপরন্ত আরত কত বালক বালিকা রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে আমার দৃষ্টি ত আকৃষ্ট হয় না! ঐ যে বিকসিত কুসুম চারি দিকে শোভা ও সৌরভ বিস্তার করিয়া পবন ভরে হেলিতেছে দুলিতেছে, কেন আমার প্রাণ তাহা দেখিয়া ব্যাকুল হইল?—ঐ যে ফলবান্ বৃক্ষ ফলভরে অবনত হইয়া ভূমিকে চুম্বন করিতেছে,—ঐ যে সুদূরব্যাপী শ্যামল শস্যক্ষেত্র মৃদুমন্দ সমীরণে তরঙ্গের আকার ধারণ করিয়াছে,—ঐ যে প্রশান্ত স্বচ্ছ সরোবরবক্ষে পার্শ্বস্থ বৃক্ষের ছায়া ও প্রফুল্ল পদ্ম ঈষৎ কম্পিত হইতেছে,—ঐ যে অভ্রভেদী অচল ঊর্দ্ধশিরে দণ্ডায়মান,—ঐ যে স্রোতস্বতী বসুধার মেখলার ন্যায় শোভমান,—ঐ যে নির্ঝরিণী ঝর্ ঝর্ শব্দে জলোদ্গীরণ করিতেছে,—ঐ যে বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট সুচারু বিহঙ্গের সুস্বরলহরীতে দিগন্ত নিনাদিত,—ঐ যে তমস্বিনী রজনীতে অসংখ্য হীরকখণ্ড সদৃশ তারকাবলী উদয় হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে,—ঐ যে নীলগগনে সূর্য্য সঞ্চরণশীল হৈম থালের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভায় উদয়াস্ত হইতেছে,—ঐ যে সপ্তবর্ণ ইন্দ্রধনু সুন্দর রঙ্গে শোভা পাইতেছে,—ঐ যে ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধরণী নানাবিধ মনোহর পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছে,—এই সকল অনিমেষ নয়নে দেখিবার জন্য কেন্ আমার মন প্রয়াসী? ইহাদিগকে না দেখিলে আমার বাঁচিবার কি কোন ব্যাঘাত হয়? না, তাহা নয়, তবে

কেন আমার প্রাণ সে সৌন্দর্য্যের অনুসরণ করে? অপর দিকে কেন আমি কুৎসিত দৃশ্য দেখিতে ইচ্ছা না করি?— কেন আমি শুষ্কবৃন্ত সৌরভবিহীন ম্লান পত্র ও কুসুম, ফলহীন বৃক্ষ, পদ্মহীন সরোবর, শস্যহীন ক্ষেত্র, সূর্য্য ও চন্দ্রমা-বিহীন গগন, ইত্যাকার পদার্থনিচয় দেখিতে না চাই? ইহার কারণ কি এই নহে যে সেই সকল পদার্থ সৌন্দর্য্য-রত্নহারা হইয়াছে, তাই তাহারা নয়নানন্দকর নহে, তাই তাহারা আমার প্রাণকে আকর্ষণ করিতে পারে না।

এই পর্য্যন্ত যে সৌন্দর্য্যের কথা বলা হইল তাহা বাহ্য স্থূল সৌন্দর্য্য, যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর, যাহা জগতের সমস্ত নরনারী অল্পাধিক পরিমাণে ভোগ করিতে পারে। কিন্তু আর এক প্রকার সৌন্দর্য্য আছে যাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সে সৌন্দর্য্য সূক্ষ্ম নিগূঢ় ও অতীন্দ্রিয়, অতি সূক্ষ্মদর্শী সুশিক্ষিত হৃদয়বান লোক ভিন্ন অন্য কেহ সে সৌন্দর্য্যসুখ ভোগ করিতে সমর্থ নহে। সাধারণের চক্ষু যেখানে কেবল শূন্য দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, সে স্থল তিনি শোভাপূর্ণ দেখিয়া ভাব রাশিতে নিমগ্ন হন। সাধারণের চক্ষু যেখানে কিছু দেখিতে পাইয়াও তাহার বাহ্য গঠনাদি দেখিয়া ক্ষান্ত হয়, তিনি সেই বস্তুর বাহ্যাবয়ব ভেদ করিয়া তন্নিহিত অভ্যন্তরীণ নিগূঢ় সৌন্দর্য্য রাশিতে ডুবিয়া যান, কিম্বা সেই বস্তুকে উপলক্ষ করিয়া অন্য শত শত চিন্তার প্রগাঢ়রূপে মনোনিবেশ করেন। এই সকল দেখিয়া বোধ হয় তাঁহার চক্ষু যেন সাধারণ চক্ষু হইতে স্বতন্ত্র ভাবে জগৎ দর্শন করিয়া থাকে। বাস্তবিক যাহারা সতত নিম্নভূমিতে বিচরণ করিতে ভাল বাসে, তাহারা কেমন করিয়া স্বর্গের দুর্লভ শোভা দেখিতে পাইবে? যে চক্ষু প্রকৃতির বহিরাবরণ ভেদ করিতে সক্ষম হইল না, তাহার পক্ষে জগতের অর্দ্ধেকের অধিক সুখভাণ্ডার রুদ্ধ রহিল। যে চক্ষু সম্মুখে অভিনীত ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিগূঢ়ভাব মনে উদ্দীপিত করিতে সমর্থ না হইল, সে চক্ষু স্থূলদর্শী ভিন্ন আর কিছুই নহে। অশিক্ষিত চিন্তা-বিহীনদিগের সমক্ষে এই সুচারু শৃঙ্খলা-পূর্ণ জগৎ বিসদৃশ শৃঙ্খলাবিহীন পদার্থ পুঞ্জের সমাবেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু প্রকৃত ভাবুক যিনি, তিনি এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থ ও ঘটনার মধ্যে এক নিগূঢ় শক্তি অবিরোধে সুন্দর ভাবে কার্য্য করিতেছে দেখিয়া আশ্চর্য্যে পুলকিত হন। তিনি সকল বস্তু ও ঘটনার মধ্যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পান। মানবের প্রকৃতি, চরিত্র, হৃদয়, মন আত্মার অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া যান। তিনি উহা-দিগের ভিতর এমন সৌন্দর্য্য দেখিতে পান যাহা কবিকল্পনার অগোচর, যাহা কোন চিত্রকর অঙ্কিত করিতে সমর্থ নহে, যাহা সকল প্রকার পার্থিব ভৌতিক

সৌন্দর্য্যকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করে এবং যাহার কারণ অলৌকিক বলিয়া কেবল অনুভববাচক, কিন্তু বর্ণনীয় নহে। (ক্রমশঃ)

দুই পক্ষেরই ভুল।

অবিনাশ বাবু কোন গ্রামের জমীদার। বিদ্যায় খ্যাতিও তাঁহার কম ছিল না। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে বিদ্বান্ সুবুদ্ধি ও ধার্ম্মিক বলিয়া শ্রদ্ধা করিত। তিনি প্রজাদিগের প্রতি সদ্ভাব দেখাইতে ত্রুটি করিতেন না।

শরৎকালে নির্ম্মল সুনীলাকাশে দুই একটী তারা দেখা দিতেছে, সুস্নিগ্ধ সন্ধ্যাসমীরণ পুষ্প-সৌরভে আমোদিত, এমন সময় গ্রামের মধ্যে মহাকোলাহল উঠিল—রাস্তার ধারে লোকের ভিড়; ছাদে, জানালায় স্ত্রীলোকেরা শশব্যস্তে মুখ বাড়াইতেছে—কি, না "কনের" মুখ দেখিবে। অবিনাশ বাবু বিবাহের পর সস্ত্রীক বাড়ী আসিতেছেন, তাই তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যে আজ এত উৎসাহ। কেহ মাথা নোয়াইয়া,বৃদ্ধেরা হস্ত তুলিয়া, শিশুরা সরল হাস্যে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল ও দেখিতে দেখিতে তাঁহার সুন্দর বাম উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিল। দর্শকদিগের মধ্যে তখন মহা গোলমাল—বুড়ী ধোপানি বলিল"আহা কনেটী কি সোন্দর, যেন লক্ষ্মী, আগের বৌমার চেয়ে দেখ্তে ভাল।" পাঁচুর মা অনেক কাল সে গ্রামে বাস করে সে বলিল "আহা নতুন-বৌর কি চোখ্ দুটী, পালকীর দরজার কাছেই আমি দাঁড়িয়েছিলাম, আমার খোকার দিকে বৌ কেমন করে যে এক বার চাহিল, তা বল্‌তে পারিনে।" মেনকা-ঠাকরুণ গ্রামবাসী একঘর ব্রাহ্মণের ধাড়ীর পাচিকা সে বলিতে লাগিল "তাও নাকি আবার হয়; যে গিন্নী গিয়েছে তেমন আর হবে না, নিরুর মার মত আর কারো হতে হয়না। সে কত বড় ঘরের মেয়ে ছিল, আর এ তো গরিবের ঝি।" নবার মা তাহাতে যোগ দিয়া বলিয়া উঠিল "নিরুর মার মত মেয়ে দেখিনি, কখন দেখ্‌বো না। কি দয়ার শরীরই ছিল, কাকেও কখন বঞ্চনা করেননি।" এই বলিয়া সে চক্ষু মুছিতে লাগিল। "দিদি! তুমি যদি দেখতে ত বুঝতে বড় বৌ কি মানুষ ছিল। আজ দু বৎসর জমীদারদের বাড়ী যাইনি, আর যাবও না। গরীবের মেয়ে বড় মানুষের হাতে পড়েছে, হয়ত আমরা গেলে কথা কবে না, কে বাপু অপমান হতে যাবে। পালকীতে বসে আছে যেন কাটখানা। ঘোম্‌টার ভিতর দিয়া কেবল 'কনের' নাক দেখতে পেলাম—দেখিই বোধ হল অলক্ষণে!" এইরূপ সকলে নববধূর

সম্বন্ধে একটা না একটা মতামত প্রকাশ করিয়া গৃহে গেল।

অবিনাশ বাবুর সুন্দর অট্টালিকা আলোকমালায় সজ্জিত, ভৃত্যেরা অভিবাদন করিয়া প্রভু ও প্রভু-পত্নীর অভ্যর্থনা করিল, এক মাত্র বিধবা ভগিনী বিমর্ষভাবে ভ্রাতৃজায়াকে বাটীর ভিতর লইয়া গেলেন। অল্পক্ষণ আলাপের পর তিনিও বধূকে রাখিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া অন্য গৃহে গমন করিলেন। অবিনাশ বাবুর প্রথম সংসারে এক মাত্র কন্যা সন্তান। অন্যান্য পরিবারের মধ্যে কেবল ঘরে এক বিধবা ভগিনী। স্ব-সম্পর্কীয় সকলেই প্রায় সম্পন্ন ও বিদেশবাসী। দাস দাসী অনেক গুলি। ভগিনীই গৃহিণী ভাবে থাকিয়া সব দেখা শুনা করেন। কন্যা নীরবালার ভার তাঁহারই উপর। মাতৃহীন কন্যা পিসিমার আদরে বর্দ্ধিত। চারি বৎসর বয়সের সময় শিশু মাতৃহীন হয়, তদবধি সে পিসিমা ছাড়া আর কাহাকে জানে না। পিতা স্বর্ণপ্রতিমা তনয়াকে সর্ব্বদাই সঙ্গে রাখেন, তাহাকে নিজের কাছে বসাইয়া খাওয়ান, পাঠের সময় কাছে থাকিয়া সব দেখেন, সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখেন। গ্রামের লোক বলিত বাপে ছেলেকেও ত এত আদর করে না। ক্রমে শিশু বড় হইয়া উঠিল। ধনের অপ্রতুল নাই, কন্যার ইচ্ছা মাত্র অলঙ্কার বস্ত্র খেলার সামগ্রী সকলই ...াস দাসী কন্যার হুকুম আগে শুনে। মাতৃহীন বলিয়া পিসিমা কিছু বলেন না, পিতাও অযথা আদরে তাহার সন্তোষ বৃদ্ধি করিতে উৎসুক। এইরূপে বালিকা যখন দশ বৎসরে উপনীত, তখন তাহার পিতা দূরস্থ পল্লীর কোন সামান্য গৃহস্থের কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহে আনেন। কেহ বলিত কন্যার সৌন্দর্য্যই অবিনাশ বাবুর বিবাহের কারণ; কেহ আবার বলিত না অবিনাশ বাবু সে প্রকার লোক নহেন, কন্যার সদ্‌গুণে মুগ্ধ হইয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কন্যার পিতা পরম ধার্ম্মিক, মাতা সুগৃহিণী বলিয়া বিশেষ খ্যাতি ছিল, কেহ কেহ মাঝে মাঝে সে কথাও উত্থাপন করিতে ভুলিত না।

নীরবালা সবে দশ বৎসরের, কিন্তু যখন শুনিল "বাবা" বিবাহ করিতে গিয়াছেন, যখন দেখিল পিসিমা চক্ষের জল মুছিয়া 'বাছা' বলিয়া তাহাকে কোলে বসাইলেন, বুড় ঝি "আর কি নিরু তোর আদর গেল" বলিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাসে মনের অসন্তোষ দেখাইল, তখন বালিকা অবাক্, এক বার পিসিমার মুখ দেখে, আবার ঝির দিকে তাকায়। "তোর আদর গেল" আর কিছু বুঝুক না বুঝুক ঐ কথাটীতে তার মনে বড় কষ্ট হইল। সে বলিল বুড় ঝি, আমার আদর যাবে কেন? বাবা বলিয়াছেন মা আসিলে আমাকে খুব ভালবাসিবেন। বাবা আরও বলিয়াছেন মা আমার জন্য কত কি খেলেনা এবং এক জোড়া মাকড়ী

আনিবেন। মা কবে আসিবেন ঝি ?” নিরুর এ কথাগুলি বুড় ঝির ভাল লাগিল না। সে নির্ব্বোধের ন্যায় বলিল “নিরু তুই ছেলেমানুষ কি বুঝবি, বাপের যদি স্নেহ মমতাই থাকবে ত আবার বিয়ে করবে কেন, এত বড় জমীদার হয়ে কিনা গরিবের মেয়ে আনৃতে গেলেন।” বুড় ঝি এইরূপে অনেক কথা বলিতে লাগিল। সরল শিশু অবাক্ হইয়া সব শুনিল। তাহার মনে পড়িল পিসিমাও কয়েক দিন হইতে ঐরূপ কথা বলিতেছেন। পাড়ার মেয়েরা, বাড়ীর দাসদাসী সবাই বলাবলি করে “মেয়েটার কি পোড়া কপাল, এত আদরের পর কি না সৎমার গঞ্জনা সইবে।” নিরু বালসুলভ চপলতা বশতঃ কিছু দোষ করিলে পিসিমা অমনি বলিয়া উঠেন, যত পার করিয়া লও, সৎমা আসিলে আর কিছু খাটিবে না, তখন জুজু হয়ে থাকতে হবে। দাসী কথায় কথায় ভয় দেখায় নূতন বৌঠাকরুণ এলে এটা পাবেনা, ওটা পাবেনা।

বালিকা বাবার নিকট শুনিয়াছিল মা তাহাকে ভালবাসিবেন, কত কি জিনিস দিবেন, এদিকে বাড়ীর সবাই বলিতেছে তাহার সব গেল, মা আসিলে সে সব জিনিস হইতে বঞ্চিত হইবে। বাবা তাহাকে ভালবাসেন না নতুবা বিবাহ করিবেন কেন ? এই সব ভাবিয়া ক্রমে শিশুর মনে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইল—ভাবিল বাবা বড় অন্যায় কাজ করিতেছেন, এ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রহিল না। সে মনে মনে স্থির করিল মা আমাকে এত কষ্ট দিবেন, আমি তাঁহার সঙ্গে কথা কহিব না। বাবা আমায় ভালবাসেন না আর বাবার কাছেও যাব না। তবু শিশু ভাবিতে লাগিল যাই পিসিমাকে বলি তিনি যা বলিবেন তাই করিব, কারণ মাতৃহীন শিশু যথার্থ সরল ভালবাসায় পিসিমার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ছিল। অবিনাশ বাবুর আসিবার কিছু পূর্ব্বে পিসিমাকে বলিল সত্যই কি মা আমাকে দেখিতে পারিবেন না ? শিশুর উচ্চারিত বাক্যে নির্ব্বোধ বিধবা চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন “সৎমা কি আর ভাল হয় ? তবে কি করিবে বাছা যাহার যে কপাল, তা না হলে বড় বৌই বা যাবে কেন ?” হায় একটা অবিবেচনার কথা কি বিষময় ফল উৎপাদন করে ! বালিকার এখন দৃঢ় বিশ্বাস হইল তাহার মত কষ্ট আর কাহারও হয় না, তাহাকে কষ্ট দিবার জন্যই মা আসিতেছেন। সে মুখ ভার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শয়নগৃহে গেল, রাগে অভিমানে বালিকা সে দিন আর ঘরের বাহির হইল না। অবিনাশ বাবু আসিয়াই নিরুর অন্বেষণে ব্যস্ত, ভগিনীর মুখে স্বীয় তনয়ার অসুখের কথা শুনিয়া অধিকতর উৎকণ্ঠার সহিত তাহার নিকট গেলেন। দেখেন বালিকা নিদ্রিত, কোন উদ্বেগের বিষয় নাই বুঝিয়া বাহিরে আ[illegible]

সে দিন আর কন্যার সহিত মাতার পরিচয় হইল না। পর দিন তনয়াকে ডাকিয়া পিতা যত্নে মাতার সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন, মাতাও অতি আদরে সপত্নীতনয়ার মুখ চুম্বন করিয়া তাহার সন্তোষের জন্য কতকগুলি খেলেনা হাতে দিলেন। বালিকাও মাতার সস্নেহ ভাব, সেই শান্ত সুন্দর আকৃতিতে মুগ্ধ হইয়া গত রাত্রির প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইল। পিতার ভালবাসা পাইয়া ভাবিল না, বুড় ঝির কথা মিথ্যা, বাবা আমাকে ভালবাসেন। বালিকা সানন্দে মাতার প্রদত্ত খেলেনা লইয়া সবাইকে দেখাইতে গেল। যাকে দেখে বলে মা আমাকে কত কি সুন্দর জিনিষ দিয়াছেন,আর বুড় ঝি তুই কিনা বলেছিলি মা আমাকে কিছু দেবেন না, এই দেখ্ মা আমাকে কত বড় ছুটা খাকড়ী দিয়াছেন আর এই কাপড় খানাও মা আমার জন্য আনিয়াছেন, এই বলিয়া স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র দেখাইয়া দিল।

এই রূপে কিছু দিন যায়, বাড়ীর দাসদাসী পাড়ার লোক সকলেই জমীদার হইয়া অবিনাশ বাবু গরিবের মেয়ে আনিয়াছেন একথা ভুলিতে পারে নাই। গৃহস্থের কন্যা পরিমিতব্যয়ী, জনক জননীর যত্নে পালিত, অপব্যয় না করিয়া ন্যায়মত ব্যয় করেন, তাহাদের তাহা সহ্য হয় না। ক্রমে রাষ্ট্র হইল নূতন বৌ বড় কৃপণ। নীরবালার ভয়ানক জরবিকার হয়, অনেক চেষ্টা ও যত্নের পর আরোগ্য হইল। বলা বাহুল্য মাতাও তদপেক্ষা অধিক যত্নে সন্তানের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন না, এত যত্নে সৎমা সপত্নীতনয়ার সেবা করিলেন, কিন্তু হায় এসব কে দেখে? বালিকা পীড়িত হইল সে দোষও যেন সৎমার। পিসিমা নিরুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "যেদিন হইতে বৌ আসিয়াছে, মেয়েটা যেন গলে গেল।" সে কথা বালিকার কাণে গেল। নিরুর দাসীও বলে "দিদি ঠাকরুন মেয়েকে নিয়ে তুমি ও পাড়ার বাগানবাড়ীতে চল। কে জানে লোকে বলে সৎমায়া অবুধ করে, তা যে দিন পা দিয়েছেন সে দিন থেকেত আর মেয়ের মুখে হাসি নাই।" বালিকার সম্মুখে, আড়ালে, শিয়রে বসিয়া কেবল ঐ আলাপ। অবিনাশ বাবু বিবাহ করিয়াছেন এ লইয়া সকলের বড় মাথা ব্যথা। ধার্ম্মিকা উন্নতহৃদয়া রমণী কেবল নির্জ্জনে চক্ষের জল ফেলেন। স্বামীকেও স্বীয় দুঃখের কথা বলেন না। কেবল বাটীর সকলের সেবায় নিযুক্ত, অনুচিত আদরে বর্দ্ধিত সপত্নীতনয়াকে সৎপথে আনিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বালিকা মাতার সঙ্গে বড় কথা কহে না, ভাবে মা আসাই আমার পীড়ার কারণ। পিতা বুদ্ধিমান, বুঝিলেন কন্যা ও মাতার পরস্পরে কি ভাব। নিরুর সৎমা কিছু অধিক সলজ্জা, আর নীরবালা তদ্বিপরীত। সে এক একবার রাগিয়া মাতাকে দশ কথা শুনাইয়া দেয়, সৎমা তখন কিছু বলেন

না, পরে নির্জ্জন পাইলে নিরুকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন তাঁহার কি দোষ। এক দিন পিসিমা শুনিলেন মাতা কন্যায় কি কথা হইতেছে—কি কথা সব পরিষ্কার শুনেন নাই। ক্ষণেক পরে দেখেন না মাতা কন্যা উভয়েই হাস্যমুখে বাহিরে আসিলেন। সে দিন প্রাতে এক জন ব্রাহ্মণকে দান দিবেন বলিয়া নিরুর পিসি ভ্রাতৃজায়ার নিকট হইতে একটী টাকা লয়েন। বৌর অপরাধ সে বলিয়াছিল "ঠাকুরঝি তুমি যাকে টাকা দিবে ভাবিয়াছ সে বড় দুষ্ট ও অলস, তাহাকে না দিয়া যদি অমুক ব্রাহ্মণ সন্তানকে এই দান কর,বেশী পুণ্য হইবে, সে এখনই ঐ টাকা পাইলে সিদ্ধি প্রভৃতিতে উড়াইয়া দিবে। ও অনেক বার মার কাছে গিয়াছে কিন্তু মা কখনও উহাকে কিছু দেন না। যদি দিতে হয়ত উহার ছেলের হাতে দেন।" ননন্দার একথা গুলি বিষতুল্য বোধ হইল। গরিবের মেয়ে, দানের কি জানে, আমরা জমীদার,কত দান ধ্যান করি, একটাকার যায়গায় দশ টাকা দি বলিয়া বধূকে অনেক কথা শুনাইলেন। সকলের দুর্ব্যবহারে নিরুর মৎমা জ্বালাতন, তবু মুখ তুলিয়া কথা বলেন না এই সম্বন্ধে কেহ কেহ সময়ে সময়ে যাএকটু সুখ্যাতি করিত, কিন্তু ননন্দা ভাবিতেন গরিবের মেয়ে তাই ভয়ে চুপ করে থাকে। প্রাতের সেই কথা ভুলেন নাই, সারাদিন রাগে গিয়াছে, তাহার উপর আবার নিরু কিনা সৎমার সঙ্গে হাসিতেছে, তাঁহার অসহ্য হইল—বলিলেন নিরু,সৎমার সঙ্গে আবার আমোদ কিসের? জান না আজ দুমাস ও তোমাকে ভাল জিনিষ খেতে দেয় না। এত দুধ ঘি মাছের মুড়া কেলা যায়, তবু বলেনা নিরুর জন্য রাখি, আর দাদারও বৌয়ের মতে মত। দুজনেই বলেন ডাক্তার না বলিলে হইবেনা। আমরা কি আর কখনও ছেলে মানুষ করিনি, সৎমারত কথাই নাই, বিয়ে করে বাপেরও মায়া মমতা থাকে না।

নির্ব্বুদ্ধি আত্মীয়া বুঝিল না,নিরু বুঝিল না মা বাবা আজ দুই মাস কেন ভাল জিনিষ দেয় না। তাহার একবার মনে হইল না সে কিরূপ পীড়ায় রক্ষা পাইয়াছে, পিসিও রাগের বশবর্ত্তী হইয়া মাতা কন্যার মধ্যে অধিকতর অশান্তির বীজ বপন করিলেন। হায় হতভাগ্য মানুষ যদি বিবেচনা করিয়া কথা বলিতে জানে, পরিবারের অর্দ্ধেক দুঃখ চলিয়া যায়, মনুষ্যসমাজের বিবাদবিসম্বাদ এত অধিক হইয়া মনঃপীড়ার কারণ হয় না কিন্তু কৈ আমাদের সে চেষ্টা নাই। দশটী কথাকে একটী করিতে কে পারে, কিন্তু একটীকে ষোলটী করিতে আমরা বিশেষ পটু এই বড় দুঃখ।

(ক্রমশঃ)

ঐতিহাসিক গল্প—রোমরহস্য।

সুকুমারমতি পাঠিকা! শুনিয়া থাকিবে লোকে ইতিহাসের নাম করিতে, সচরাচর ভারতের ইতিহাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস, গ্রীশের ইতিহাস ও রোমের ইতিহাস, এই চারিটীর নাম করিয়া থাকে। তবে বল দেখি রোম কি?—একটী দেশ, না মহাদেশ, না আর কিছু? তোমার যদি ভাল রকম ভূগোল পড়া শুনা না থাকে, তুমি বা বলিয়া ফেলিবে "রোম বুঝি একটা দেশ হবে; দেশটা খুব বড়, হয়ত বা আমাদের ভারতবর্ষের চাইতেও বড়। বাস্তবিক তাহা নহে; রোম দেশ নয়, ইতালীর অন্তর্গত একটী নগর মাত্র। এক্ষণে তুমি প্রশ্ন করিতে পার রোম যদি কলিকাতা, কাবুল ও পেকিনের ন্যায় একটী নগর বই নহে, তবে উহার নামটা এত জাঁকালো কেন? আমাদের বাড়ীর কাছে এত বড় বড় দেশ মহাদেশ থাকিতে, আমরা সেই কোন্ রাজ্যের একটা তুচ্ছ নগরের এরূপ মর্য্যাদা করি কেন?' এ প্রশ্নের উত্তর দিবার আগে, আমি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। তুমি হয়ত তোমার এক গাঁয়ের অনেক ভদ্র মহিলার নাম জান না; এক্ষণে বল দেখি, সেই সাত সমুদ্র তের নদীর পর-পারবাসিনী ব্রীটনেশ্বরী বিক্টোরিয়ার নামটী কিরূপে জানিলে? তুমি বলিবে, তোমার জানিবার বিশিষ্ট কারণ রহিয়াছে, তাই তুমি জানিয়াছ। ঠিক্ বটে; বিক্টোরিয়া আমাদের সম্রাজ্ঞী; দেশের হর্ত্রী, কর্ত্রী, বিধাত্রী; তাঁহাকে না জানিবে ত আর কাহাকে জানিবে? সেইরূপ রোমকে জানিবারও এক বিশেষ হেতু আছে। একদা রোম নগরী সসাগরা সদ্বীপা বসুন্ধরার একমাত্র হর্ত্রী, কর্ত্রী, বিধাত্রী ছিল। ইংলণ্ড বল, আর ফ্রান্স বল, সকলেই রোমের থর নামে থর থর কম্পিত হইত। সকলেই রোমের মুখাপেক্ষী, উচ্ছিষ্টভোজী, পদানত দাস ছিল। কিন্তু হায়! রোমের সেই ভৈরব হুঙ্কার, দুর্জ্জয় প্রতাপ ও বিপুল ঐশ্বর্য্য আজি কোথায়? অথবা রোম বল আর ইন্দ্রের অমরাবতীই বল, কাহারও, কালস্রোতের কুটিল আবর্ত্তন অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই। মিসরীয় পিরামিড হউক, আর হিমাদ্রির অটল শৃঙ্গ হউক, কেহই অক্ষয় অবিনশ্বর নহে। সকলই ধ্বংসশীল; কিছুই চিরদিন থাকিবে না। কেবল থাকিবার মধ্যে থাকিবে ঐ নামটী। সম্প্রতি রোমেরও নামটী মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।

ইয়ুরোপের মানচিত্রে, দক্ষিণ দিকে ঠিক্ বুট জুতার আকৃতি যে একটী উপদ্বীপ দেখিতে পাও, ইহারই নাম ইতালী। রোম নগর ইহারই অন্তর্গত পেলেটাইন শৈলের অধিত্যকায় টাইবর

নদীর তীরবর্ত্তী। প্রাচীন রোমীয় ইতিহাসবেত্তৃগণ উল্লেখ করিয়াছেন খৃষ্টের জন্মের ৭৫৩ বৎসর পূর্ব্বে মার্স দেবের পুত্র মহাবীর রমুলাস এই নগর সংস্থাপন করেন। রমুলাসের জীবনী সম্বন্ধীয় অলৌকিক ইতিহাস বিবৃত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এল্‌বা নগরাধিপ প্রোকাস নামা নৃপতির দুই পুত্র ছিল। প্রোকাস মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠ পুত্র নিউমিটারকে রাজ্যেশ্বর এবং কনিষ্ঠ পুত্র এমুলিয়াসকে স্বীয় ঐশ্বর্য্যের অধিপতি নির্দ্দেশ করিয়া যান। নিউমিটার রাজা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় শুদ্ধ শান্ত ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। দুর্ব্বৃত্ত খল-চরিত্র স্বার্থপিশাচ এমুলিয়াস মনে ভাবিল 'আমিত ধন-কুবের; ধনে, মনুষ্য কোন ছার, দেবতা পর্য্যন্ত লুব্ধ হয়েন। আমি স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রভাবে রাজ্যের সৈন্য সামন্ত বশ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সিংহাসন চ্যুত করিব এবং স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইব।' পাষণ্ড তাহাই করিল। জ্যেষ্ঠ নিউমিটারকে উপেক্ষা করিয়া আপনি সিংহাসনে অধিরোহণ করিল। নিউমিটারের একটী পুত্র ছিল। স্নেহময় পিতৃব্য একদা মৃগয়া ছলে নিবিড় অরণ্য মধ্যে ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রাণ সংহার করিয়া স্বীয় স্নেহ গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল! তাহার পাপ প্রবৃত্তি ইহাতেও পরিতৃপ্ত হইল না। ভ্রাতুষ্পুত্রী রিয়া সিলভিয়ার সন্তান জন্মিলে পাছে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যভোগে কণ্টক পড়ে, এই আশঙ্কায় পাপাত্মা আদেশ প্রচার করিল যে সিলভিয়া সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মার্স দেবের মন্দিরে চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিবে। কথিত আছে মার্স-দেব সিলভিয়ার অনুপম রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। সিলভিয়া যথাকালে তাঁহার ঔরসে দুই জমজ কুমার প্রসব করিলে, এমুলিয়াস রোষ-পরায়ণ হইয়া তাঁহার প্রাণবধ করিল এবং সদ্য প্রসূত সন্তান দুটীকে ভেলকে করিয়া টাইবার নদী জলে ভাসাইয়া দিল। জড় পদার্থ ভেলক, সপ্তদ্বীপা বসুমতির একাধিশ্বরী রোম-নগরীর ভাবী অধিষ্ঠাতা সেই অপগণ্ড শিশু দুইটীকে বক্ষে ধারণ করিয়া ভাসিতে ভাসিতে পেলেটাইন শৈলের পাদমূলে সংলগ্ন হইল। সহসা জোয়ার অপসৃত হইয়া ভাঁটা উপস্থিত হইলে, নদীর জল নামিয়া পড়িল এবং ভেলক এক ডুম্বর বৃক্ষের নিম্নে স্থাপিত হইল।

রাজা এমুলিয়াস! নরপিশাচ এমুলিয়াস! আজি তোমার কি অপার আনন্দ! তুমি পদোপরি পদ স্থাপনা পূর্ব্বক নব সিংহাসনে উপবেশন করিয়া মনে মনে কতই সুখের কল্পনা করিতেছ, ভাবিতেছ সিলভিয়ার পুত্রদ্বয়কে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া রাজ্যের ভাবী বাধা বিপত্তি এড়াইয়াছ। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্য-বিধ। দেখ, অনাথের নাথ কাঙাল-শরণ পরমেশ্বর কি রূপে নিরাশ্রয় শিশু দুইটিকে আশ্রয় প্রদান করিতেছেন।

তুমি নিশ্চিন্ত হইও না ; আপনার অধঃপতনের জন্য প্রস্তুত হও।

শিশুদ্বয় এই রূপে অরণ্য মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত কাতরতা প্রযুক্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল। দৈবক্রমে সেই পথে এক নব প্রসূতি ব্যাঘ্রী বিচরণ করিতেছিল। বালকদ্বয়ের দেবোপম রূপজ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার পাষাণকল্প পশুহৃদয়েও স্নেহের সঞ্চার হইল। ব্যাঘ্রী তাহাদিগকে আপন বাস গহ্বরে আনয়ন পূর্ব্বক স্বীয় স্তন্য পান দ্বারা পালন করিতে লাগিল।

কিছু দিন গত হইলে, আকালরেন্সিয়া নাম্নী জনৈক কৃষক রমণী কাষ্ঠাহরণে অরণ্যে গিয়াছিল। সহসা বালককণ্ঠনিঃসৃত অস্ফুট ধ্বনি শ্রবণে কৌতূহল-পরবশ হইয়া, ব্যাঘ্রীর আবাস গহ্বরে উপনীত হইল। ব্যাঘ্রী তখন আহারান্বেষণে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। ইত্যবসরে লরেনসিয়া শিশু দুইটীকে গৃহে আনয়ন করিয়া আপনার দ্বাদশ সন্তান মধ্যে অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিল। এস্থলে বলা আবশ্যক, ঐ রমণী ফসটুলাস নামা মেষপালকের পত্নী। ফসটুলস রাজসংসারের মেষ পাল চরাইত।

শিশুদ্বয় রমুলাস ও রিমাস নামে অভিহিত হইয়া দিন দিন শুক্ল পক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাদের অলৌকিক রূপজ্যোতিতে পেলেটাইন শৈল আলোকিত হইল। তাহারা কালক্রমে কৈশোর সীমা অতিক্রম করিয়া, আপনাদের বুদ্ধি, সাহস ও সামর্থ্য প্রভাবে অপরাপর রাখালদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। রাখালগণ তৎকালে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীদলে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে রমুলাসপ্রমুখ দলের নাম কুইন্‌টিলিয়াই এবং রিমাস প্রমুখ দলের নাম ফেবিয়াই। একদা রাজ্যভ্রষ্ট নিউমিটারের মেষরক্ষকগণের সহিত কোনও বিবাদে সংলিপ্ত ছিল বলিয়া, রিমাস দস্যুরূপে বিচারার্থ এল্‌বা নগরে নীত হইল। মাতামহ নিউমিটার যুবকের দেবোপম রূপ লাবণ্য দেখিয়া এত বিমুগ্ধ হইলেন যে তৎপ্রতি কোনও ক্রমে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন না।

ইতিমধ্যে রমুলাস বৃদ্ধ ফসটুলাস প্রমুখাৎ আপনাদের জন্মরহস্য অবগত হইয়া ভ্রাতার উদ্ধারার্থ স্বীয় সহচর বর্গ সমভিব্যাহারে এল্‌বা নগরে উপনীত হইল এবং কতিপয় বিশ্বস্ত ধর্ম্মপরায়ণ রাজকর্ম্মচারীর সাহায্যে পাপাত্মা এমুলিয়সকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মাতামহ নিউমিটারকে পুনরায়, সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল।

অতঃপর ভ্রাতৃদ্বয় একটী নূতন নগর সংস্থাপনের সঙ্কল্প করিল। মাতামহ নিউমিটারের অনুমতি প্রার্থনা করা হইলে, তিনি অনুমোদন করিলেন। কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে সহসা এক বিতর্ক

উপস্থিত হইল। রমুলাস বলিল 'নগরটী পেলেটাইন শৈলোপরি নির্ম্মিত হইয়া রোম নামে অভিহিত হউক।' রিমাস্ বলিল 'কেপিটলাইন শৈলোপরি নির্ম্মিত হইয়া রিমুরিয়া নামে অভিহিত হউক।' অনন্তর স্থিরীকৃত হইল এ প্রশ্ন কোন দৈব চিহ্ন দ্বারা মীমাংসিত হইবে। রমুলাস ও রিমাস স্ব স্ব মনোনীত শৈলে আরোহণ করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। পরদিন প্রত্যূষে রিমাসের মস্তকোপরি উড্ডীয়মান ছয়টী উৎক্রোশ পক্ষী দৃষ্ট হইল। এই সংবাদ রমুলসের নিকট পৌঁছিবা মাত্র দেখা গেল তাঁহার মস্তকোপরি বারটী উৎক্রোশ বিচরণ করিতেছে। পুনরায় এক অভিনব বিতর্কের সূত্রপাত হইল। কেহ বলিল 'রিমাসের মস্তকোপরি সর্ব্বাগ্রে উৎক্রোশ দৃষ্ট হইয়াছে, অতএব রিমাসের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।' কেহ বলিল 'রমুলাসের মস্তকোপরি দ্বিগুণ সংখ্যক দৃষ্ট হইয়াছে অতএব রমুলাসের ইচ্ছা পূর্ণ হউক।' পরিশেষে স্বপক্ষ প্রবল হওয়ায়, রমুলাস পেলেটাইন শৈলের অধিত্যকা দেশে পৃথিবীর রাজধানী রোম নগরীর ভিত্তি স্থাপন করিলেন। রোম সর্ব্ব প্রথমে এক সহস্র মাত্র সামান্য কুটীর লইয়া চতুষ্কোণ আকারে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কথিত আছে রমুলাস নগরীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ জন্য লাঙল দ্বারা স্থান চিহ্নিত করিল। প্রাচীর নির্ম্মিত হইলে ঈর্ষা-পরায়ণ রিমাস বিদ্রূপ পূর্ব্বক লম্ফ প্রদানে উহা উল্লঙ্ঘন করিল। জ্যেষ্ঠ রমুলাস মর্ম্মাহত হইয়া এক খণ্ড কুঠার গ্রহণ পূর্ব্বক কনিষ্ঠের মস্তক ছেদন করিল। ভ্রাতৃসংহার কালে রমুলাস এই বাক্যটী বলিয়াছিলেন 'যে ব্যক্তি রোমের অবমাননা করিবে, তাহার এই দশা হইবে।'

পিপীলিকা।

(২২৩ সংখ্যা ১২০ পৃষ্ঠার পর)

প্রায় সর্ব্ব জাতীয় পিপীলিকাদিগের মধ্যে বহুল পরিমাণে এক একদল সামরিক পিপীলিকা থাকে। ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন জাতীয় পিপীলিকাদিগের মধ্যে সামরিক পিপীলিকা নাই। এই জন্য শত্রু পক্ষ আক্রমণ করিলে ইহারা আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। অনেক যত্নের সঞ্চিত খাদ্যাদি অন্য জাতীয় পিপীলিকারা আসিয়া অনায়াসে হরণ করিয়া লইয়া যায়। পিপীলিকাদিগের যুদ্ধপ্রণালী অত্যন্ত সুন্দর। যদিও যুদ্ধের সময় ইহারা গোলাগুলি ও সঙ্গিন তরবারি ধরে না, তথাপি হস্ত ও

আহতের সংখ্যা অনেক। খুব ছোট ছোট পিপীলিকাদিগের সহিত খুব বড় বড় পিপীলিকার যুদ্ধ প্রায় ঘটে না। এক রঙের ভিন্ন২ সম্প্রদায়ের পিপীলিকাদিগের মধ্যেই যুদ্ধ প্রায় বাধিয়া থাকে। ছোট ছোট পিপীলিকাদিগের মধ্যে যুদ্ধের ঘটা কিছু বেশী। আমাদিগের দেশে যত প্রকার পিপীলিকা আছে, তাহার মধ্যে তাম্র বর্ণের (যাজাল) পিপীলিকারাই অতিশয় যুদ্ধতৎপর। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার আমেজন নদীর তীরে এক প্রকার পিপীলিকা বাস করে, তাহাদের যুদ্ধের প্রণালী ঠিক মনুষ্যের যুদ্ধপ্রণালীর ন্যায়। খাদ্য ও আবাসস্থান লইয়া ইহারা যুদ্ধ করিয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্বে উভয় দলের পিপীলিকারা অপর দলে দূত প্রেরণ করে। এই প্রকার দুই চারিবার দূতদিগের গমনাগমনের পর কিছুক্ষণ আর কিছুই দেখা যায় না। তৎপরে উভয় দলের কেন্দ্র স্থান হইতে দলে২ পিপীলিকা বহির্গত হয় ও পথিমধ্যে উভয় দলের সাক্ষাৎ হয়। অল্প পরিসর স্থান ব্যবধান রাখিয়া উভয় দলের পিপীলিকারা এক স্থানে স্তূপাকার হইতে থাকে। এইরূপে সৈন্য সংগ্রহ হইলে হঠাৎ উভয় দলের পিপীলিকারা মধ্যবর্ত্তী অনাবৃত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় ও ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়া যায়। অপরকে আক্রমণ ও আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য মুখই ইহাদের একমাত্র অস্ত্র। কিছুক্ষণের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয় এবং শেষ হইলে ইহারা নিজ নিজ আবাস ভূমিতে গমন করে। যুদ্ধের পরে যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক হস্তপদবিহীন ও মৃত পিপীলিকা পড়িয়া থাকে। যাহাদিগের জীবনের আশা থাকে, আত্মীয়গণ তাহাদিগকে মুখে করিয়া বাসায় লইয়া যায়। এবং সচরাচর এমনও দেখা যায় যে, একদল অপর দলের কতকগুলিকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়। যদি কোন খাদ্যের জন্য যুদ্ধ বাধে, তাহাহইলে, যুদ্ধের পর জেতাগণ উক্ত খাদ্য মুখে করিয়া বাসায় প্রত্যাগমন করে।

পিপীলিকারা যে শুদ্ধ স্বজাতীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করে, তাহা নহে। পৃথিবীর মধ্যে যত প্রকার জীব আছে, সকলকেই ইহারা আক্রমণ করিয়া থাকে। আমরাও মধ্যে ২ ইহাদিগের দ্বারা ভয়ানকরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকি। যদি কেহ কখন ইহাদের বাসা ভাঙ্গিয়া দেয় কিম্বা অন্য কোন প্রকারে ইহাদিগকে উত্তেজিত করে, তাহা হইলে ইহারা দলে দলে আসিয়া আততায়ীকে আক্রমণ করে এবং তিনি যতই কেন বলশালী ও সহিষ্ণু হউন না, তখনই তাঁহাকে জ্বালাতন হইয়া সে স্থল হইতে পলায়ন করিতে হয়। ইহারা উত্তেজিত হইলেই যে অপরকে আক্রমণ করে এমন নহে; অনেক সময় বিনা উত্তেজনায়ও পশুপক্ষীদিগের উপর ভয়ানক উৎপাত করিয়া থাকে। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে গ্রেণেডা নামক দ্বীপে একবার

ঐ রূপ পিপীলিকার উৎপাত হইয়াছিল, ঐ উৎপাতের বিষয় শ্রবণ করিলে একেবারে বিস্মিত হইতে হয়। হঠাৎ পর্ব্বত হইতে জল প্রপাতের ন্যায় রাশি রাশি পিপীলিকা আসিয়া সমতল ভুমি ছাইয়া ফেলিল। ইন্দুর, খরগস ও সরীসৃপ জাতীয় সকল প্রাণী তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া দেখিতে দেখিতে পিপীলিকাদিগের খাদ্য রূপে পরিণত হইল। যে সমুদয় পক্ষী খাদ্য অন্বেষণে ভূমিতে নামিয়াছিল, তাহারাও ঐ সমুদয় অসংখ্য ক্ষুদ্র শত্রুদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। ছোট ছোট জল স্রোতও তাহাদিগের গতি অবরোধ করিতে পারে নাই। দলে দলে সাহসী পিপীলিকারা ঐ সমুদয় স্রোতে গিয়া পড়িল এবং তাহাদের ভাসমান মৃত দেহের উপর দিয়া পশ্চাৎগামী দল সমূহ অনায়াসে পরপারে উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। ইহাদের সংখ্যা এত বেশী হইয়া পড়িয়াছিল, যে গ্রাম্য পশু পক্ষ্যাদি ইহাদের জালায় অস্থির হইয়া পড়িল। ইহাদিগের ধ্বংসের জন্য স্থানে স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইয়াছিল, কিন্তু পালে পালে পিপীলিকার দল গিয়া তাহাদের নিজের শরীর ভস্মসাৎ করিয়া ঐ অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে লাগিল। অবশেষে উহাদের বিনাশের জন্য গবর্ণমেণ্ট দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না। তৎপরে যখন ভয়ানক ঝড় বৃষ্টিতে উক্ত দ্বীপ প্লাবিত হইয়া গেল, তখন ঐ সমুদয় পিপীলিকা রাশি একেবারে ধ্বংস হইল, এবং দেশের পশু পক্ষী ও নরনারী তাহাদের হাত হইতে নিস্কৃতি পাইল।* এই রূপ বিবরণ পাঠ করিলে হঠাৎ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যে কোন্ স্থানে যে কত অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা আমরা দেখিয়াও দেখি না।

অদ্য স্থানাভাব বশতঃ পিপীলিকার ইতিহাস শেষ করিতে পারিলাম না। ইহাদের খাদ্য ও গৃহ নির্ম্মাণাদির বিষয় লইয়া আর একবার পাঠিকাদিগের সমীপে উপস্থিত হইব। আমি ভরসা করি, যে ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের ইতিবৃত্ত ক্ষুদ্র না হইয়া দীর্ঘ হইল বলিয়া পাঠিকাগণ বোধ হয় অসন্তুষ্ট হইবেন না।

* Chambers's Encyclopædia Vol. I. p.p. 283.

কৃষক-বালা ।

(২২৩ সংখ্যা ১১৮ পৃষ্ঠার পর)

যুবক ও বালিকা ।

বসুধা বদনে সিঁদুর মাখিয়া
আকাশে দিনেশ পড়িল হেলিয়া ।
নোড়ি তৃণ শির,
বৈকালী সমীর,
বহিল কুসুম-সুরভি লইয়া । ১

এহেন সময়ে কে ওই কুমারী ?
কে ওই যুবক পারশে উহারি ?
কুসুম-বাগানে,
অতি সাবধানে,
আলবাল পরে সেচিতেছে বারি । ২

অহো কি বালার রূপ-মধুরিমা ?
মুখ ঢল ঢল, শারদ চাঁদিমা ।
যুবক-বদন,
সুষমা সদন,
সু-ঈষৎ তায় গোঁফের কালিমা । ৩

নয়ন, ললাট আয়ত যুবার ।
বীরতার খনি, শীলতা আধার ;
উরস বিশাল,
গুরু ভুজ নাল,
দেহে যৌবনের নব অধিকার । ৪

কহিলা কুমারী 'দেখো যোগ দাদা,
কোনো ফুল কালো,কোনো ফুল সাদা ;
কেহ বা পাটল,
কপিশ, ধূমল ;
কারু লাল রঙে চোখে লাগে ধাঁদা । ৫

মালতী, গোলাপ, যূঁই, জবা ফুল,
কারু বা বিকাশ, কারু বা মুকুল ;
কাকে, সাধ করি,
মালা গেঁথে পরি,
কারে বা ছিঁড়িয়া কানে পরি দুল । ৬

নানা বিধ ফুল, ফুটিয়া হেথায় ।
খেলিছে লহরী সুশীতল বায় ।
ফুলকুলমণি,
কহ কারে গণি,
কার সম ফুল নাহিক ধরায় ? ৭

শুনিয়া যুবক কহিলা মৃদুল,
"সব চেয়ে ভালো গোলাপের ফুল,
রূপে দিক আলো,
গুণেতেও ভালো ;
কি আছে কুসুম, এর সমতুল ? ৮

গোলাপের গুণ, সুলোকের যশ,
জীবনে মরণে, উভয়ে সরস ।
শুখায় গোলাপ,
নাহি পরিতাপ,
সুসৌরভে তার পুরে দিক দশ ।" ৯

"ছোট বোন তবে এই ভিক্ষা চায়,
দেখিবো গোলাপ কত শোভা পায়,
বিভা করি যবে,
বধূ গেহে লবে,
দুটী ফুল তাঁর পরায়ে খোপায় ।"১০

বলিয়া সরলা হাসিলা যেমনি,
হেঁটমুখ যুবা লাজেতে তখনি।
নিরখি সে হাব,
অহো কত ভাব,
ভাবুকের মনে উথলে অমনি। ১১

চেন কি উহারে, পাঠক পাঠিকা?
সুরবালা-নিভা কে অই বালিকা।
এ যে সে অতুল,
চারুশীলা—ফুল,
কৃষক বালার একই নায়িকা। ১২

'আছিল চারুর তিনটী সাধন,
পিতা আর গাভী, আরো এক জন।'
শুনিয়াছ যেই,
এই যুবা সেই,
নামটী উহার যোগীশমোহন।

দান ও আদান।

গোধূলি গগনে ডুবিল তপন;
ঝলিল তারকা সোণালী বরণ;
সরসে ফুটিল কুমুদিনীগণ;
অভাগী সরোজী মুদিল আঁখি।
হাসিল পূরবে চারু শশধর,
ঝলিল মেদিনী, অচল শিখর;
সোহাগে ফাটিয়া হাসিল সাগর,
সুনীল হৃদয়ে হলুদ মাখি॥ ১

এহেন সময়ে আলোকি কুটীর,
বসি দেবীদাস কৃষক সুধীর;
পাশে চারুশীলা তনয়া দেবীর,
পুরাণ কাহিনী শুনিছে বসি।
মৈথিলী যেমন জনক সকাশে,
অথবা সে উমা হিমাচল পাশে,
উপকথা ছলে শুনিছে আভাসে,
বেদের সুবিধি আমোদে রসি॥ ২

দুয়ারে কাহার (সহসা তখন)
চরণের রব বাজিল সঘন;
পড়সী বাসব, কৃষক সুজন,
পশিল কুটীর হসিত মুখে।
শৈশবের সাথী, যুব সহচর,
পলিত বয়সে সুহৃদ সোদর,
ধরি চিরসখা বাসবের কর,
বসাইলা দেবী ভাসিয়া সুখে॥ ৩

দাঁড়াইয়া চারু সহসা অমনি,
সুধাইলা বাণী অমৃত নিছনী,
"কহ তাত, কেন একেলা আপনি,
কেন যোগ দাদা আসেনি আজি।"
বলিয়া কুমারী হাসিলা বিশদ,
বিকাশি অধর কম কোকনদ;
ধীরি ধীরি ধীরি বাড়াইলা পদ,
সিলিম তামাক আনিতে সাজি। ৪

হাসিয়া বাসব কহিলা দেবীরে,
"মার কি মমতা মায়ের শরীরে;
এক দিন যদি না দেখে যোগীরে
কতই অসুখ বাসয়ে চারু।
'যে যার সে তার' বেদের কথন,
চারুর যে ভাব যোগীর তেমন;
সোদর সোদরা উহারা যেমন,
না'হ পরভাব মনেতে কারু॥" ৫

"হা ভাই বাসব, চারু মা আমার,
ননীর পুতলী, মুরতি মায়ার;

জীবন অধিক যোগ দাদা তার,
যোগীশও তোমার তেমনি ছেলে।
পেলে তার কোনো খাওয়ার জিনিশ,
খাবে না মা চারু না খেলে যোগীশ,
যোগীশ না হলে অমিয়ও বিষ,
বিষও অমিয় যোগীশে পেলে ॥"৬
"তবে দেবিদাস, আর কেন ভাই,
বর বর সুধু খুজিছ সদাই ?
আমিও বাসব, ভাবিতেছি তাই,
যোগীশ চারুতে হউক বিভা।
চপলা যেমন নব জলধরে,
বিকচ নলিনী যেন মধুকরে,
অথবা তটিনী মিশিয়া সাগরে,
নব শোভা দোঁহে ছড়াবে কিবা। ৭
সাক্ষী অমরায় দেব দেবীগণ ?
সাক্ষী আকাশের সুধাংশু তপন ?
আজি দোঁহে যেই করিতেছি পণ,
কোন মতে তার হবে না আন।
চারুশীলা নামে তনয়া আমার,
যুবক যোগীশ বাসব-কুমার,
শুভ পরিণয় হইবে দোঁহার
শুভ যোগে হবে আদান দান ॥ ৮
এ আশীষ যদি করেন দেবতা,
সে সুখের আর রবে না সমতা,
সহকার তরু মাধবীর লতা,
কোমল বাঁধনে মিলিবে দোঁহে।
যোগীশের সুখ, আশা অভিলাষ,
হরিষ, বিষাদ, বাসনা, বিলাস,
চারুর হৃদয়ে পাইবে বিকাশ ;
মোহিবে উভয়ে একই মোহে। ৯
হেথায় কুমারী মরালগমনা,
রাখি ডাবা, নত সলাজনয়না,
ভাবিয়া মরমে কি জানি ভাবনা,
ছুটিয়া পলালো আনত মুখে।
হাসিয়া বাসব, দেবিদাস আর,
কাহিনী অপর তুলিলা আবার,
আবাদ, ফসল, শত সমাচার,
একে একে একে পাড়িলা সুখে ॥১০
সহসায় দেবী চকিত, নীরব,
ক্ষণ পরেঃ—"ওই কি শুনি বাসব,
গভীর নিশীথে বায়সের রব,
সুচারু লক্ষণ— নহেত তেহ।"
"গভীর নিশীথে বায়সের রব,"
সুচারু লক্ষণ নহেত এসব,
কহি মৃদু মৃদু চলিলা বাসব,
ভাবিতে ভাবিতে আপন গেহ ॥

উদ্ভিদ্ জগৎ।

(২২১ সংখ্যা ৪৮ পৃষ্ঠার পর)

আমরা সচরাচর যে সকল উদ্ভিদ দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই সপুষ্পক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে উদ্ভিদ শাস্ত্রের আলোচনা করিতে হইলে উদ্ভিদ সকল এবং তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও গঠনপ্রণালী মনোযোগ পূর্ব্বক পরিদর্শন

ও পরীক্ষা করিতে হইবে। এক্ষণে কোন একটী বিশেষ পরিচিত উদ্ভিদ আমূল উৎপাটন করিয়া তাহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ পরীক্ষা করা আবশ্যক। উদ্ভিদের যে অঙ্গ মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত থাকে, তাহার নাম মূল। মূল উদ্ভিদের পদের কার্য্য সম্পন্ন করে। ইহা দ্বারা উদ্ভিদ পৃথিবীর বক্ষে দণ্ডায়মান থাকে, ইহার অভাব অথচ দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত ভূতলে পতিত হয়। কেবল এই মাত্র মূলের কার্য্য নহে। পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করিয়া উদ্ভিদের প্রাণ রক্ষা করাই ইহার প্রধান কার্য্য। এতদ্ব্যতীত ইহা কখন কখন আকৃষ্ট রস সঞ্চিত রাখিয়া অসময়ে উদ্ভিদের জীবন ধারণের সহায়তা করে এবং কতক পরিমাণে শ্বাসক্রিয়াও সম্পাদন করে। অঙ্কুরোৎপাদনের সময় হইতে মূলের আভাস লক্ষিত হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইলে স্থূল বীজপত্রদ্বয়ের মধ্যে যে সূক্ষ্ম শলাকা দৃষ্ট হয়, তাহারই অধোভাগ মূলে ও ঊর্দ্ধভাগ কাণ্ডে পরিণত হয়। এই প্রধান মূল হইতে যাবতীয় শিকড় বহির্গত হয়, তাহাদিগকে প্রকৃত শিকড় বলা যায়। দ্বিবীজদল উদ্ভিদমাত্রের সমুদায় শিকড়ই প্রকৃত। আম তেঁতুল লেবু প্রভৃতি বৃক্ষের চারা সাবধানে উৎপাটন করিয়া দেখিলেই ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। যে সকল শিকড় বৃক্ষের প্রধান মূল হইতে বহির্গত না হইয়া গোড়া কিম্বা কাণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে অস্থানিক শিকড় বলা যায়। একবীজদল উদ্ভিদমাত্রের সমুদায় শিকড়ই অস্থানিক। তাল নারিকেল বাঁশ প্রভৃতি উদ্ভিদ উৎপাটন করিয়া দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। অস্থানিক শিকড় কখন কখন মৃত্তিকা স্পর্শ না করিয়া শূন্যে অবস্থিতি করে। এইরূপ মূলকে বায়ব্য মূল বলা যায়। কতকগুলি জলজ উদ্ভিদের মূল মৃত্তিকার সহিত কোন সংস্রব না রাখিয়া কেবল জলে ভাসমান থাকে। এরূপ মূলকে জলীয় মূল বলা যায়। কোন কোন উদ্ভিদের মূল দেখিতে মালাগ্রন্থি কিম্বা অঙ্গুরীয়ের ন্যায়. এই জন্য এই প্রকার মূল মালাকৃতি,গ্রন্থ্যাকৃতি অথবা অঙ্গুরীয়াকৃতি নামে অভিহিত। আলু, কচু, পলাণ্ডু প্রভৃতির মূল বাস্তবিক মূল নহে, তাহা কাণ্ডের মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থ অংশ মাত্র। সেই অংশ হইতে যে সকল ছোট ছোট শিকড় বহির্গত হয়, সেই গুলি ইহাদের প্রকৃত মূল। কোন কোন উদ্ভিদের প্রধান মূল নিম্নদেশ হইতে ক্রমশঃ স্থূলাকার হইয়া বর্দ্ধিত হয় অথবা ঊর্দ্ধ ভাগে বর্ত্তুলাকৃতি বা অণ্ডাকৃতি হয়। এই প্রকার মূলে আকৃষ্ট রস সঞ্চিত থাকে এবং পুষ্প প্রসবের সময় ইহা দ্বারা উদ্ভিদের বিশেষ উপকার হয়। এই মূল প্রায় শ্বেতবর্ণ অথবা বর্ণবিহীন।

অঙ্কুরিত বীজের যে অংশ ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়,তাহাকেই উদ্ভিদের কাণ্ড বলা

যায়। ইহা পত্র, পুষ্প ও ফল ধারণ করে। মূল দ্বারা আকৃষ্ট রস ইহার মধ্য দিয়া উদ্ভিদের সমস্ত দেহে সঞ্চারিত হইয়া ইহার পুষ্টিসাধন করে। যে সকল কাণ্ড হইতে শাখা প্রশাখা বহির্গত হয়, তাহাদিগকে স-শাখ কাণ্ড বলা যায়। দ্বিবীজদল উদ্ভিদের কাণ্ড প্রায়ই স-শাখ। অধিকাংশ একবীজদল উদ্ভিদের কাণ্ড হইতে শাখা প্রশাখা বহির্গত হয় না, তাহার উপরি ভাগে কেবল পত্র পুষ্প ফল উৎপন্ন হয়। এরূপ কাণ্ডকে অশাখ কাণ্ড বলা যায়। কাণ্ড দুইভাগে বিভক্ত। যে স্থান হইতে পত্র উৎপন্ন হয়, তাহা কাণ্ডের গ্রন্থি এবং কাণ্ডের যে অংশ দুই গ্রন্থির মধ্যস্থিত, তাহা গ্রন্থি-মধ্য। ইক্ষু কিম্বা বাঁশে গ্রন্থি ও গ্রন্থি-মধ্য সকল পরিষ্কার রূপে দেখা যায়। অনেক উদ্ভিদে গ্রন্থিমধ্য অপেক্ষা গ্রন্থি কিঞ্চিৎ স্ফীত। ঘাস, বাঁশ প্রভৃতি উদ্ভিদের গ্রন্থিমধ্য শূন্যগর্ভ।

আলোক-গৃহাধিপতির কন্যা।

কোন স্থানে একটি আলোক-গৃহ ছিল। আলোক-গৃহ কাহাকে বলে পাঠিকা-দিগের অনেকে অবশ্যই জানেন। সমুদ্রের উপকূলে কোন কোন স্থানে এক প্রকার অতি উচ্চ গৃহ নির্ম্মিত হয়। এই সকল গৃহ এক এক জন কর্ম্মচারীর কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে, এবং নাবিকদিগের সাহায্যার্থে রাত্রিকাল তাহার মধ্যে আলোক প্রজ্বলিত করা হয়। নাবিকগণ দূর হইতে এই আলোক দেখিতে পাইয়া অনেক সময়ে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পায়। কোন স্থানে এইরূপ একটি গৃহ ছিল। গৃহাধিপতির একটি বয়স্থা কন্যা ছিলেন। তিনি তাঁহাকে লইয়া সপরিবারে সেই আলোক-গৃহ-মধ্যে বাস করিতেন।

একদা রজনীতে প্রকৃতি অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। সহসা ভয়ানক ঝড় উঠিল, আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইল, ও দিঙ্‌মণ্ডল একটি অন্ধকারস্তূপের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সেই ঝড় ও মেঘান্ধকার দেখিয়া উন্মত্ত সমুদ্র পিশাচের ন্যায় মাতিয়া উঠিল। মেঘের গর্জ্জন, ভীমপরাক্রম পবনের গর্জ্জন ও উন্মত্ত জলরাশির গর্জ্জন, এই তিন মহাগর্জ্জনে প্রকৃতির যেন মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইয়াছে বোধ হইতে লাগিল। আলোক-গৃহাধিপতি দৃঢ়নির্ম্মিত গৃহমধ্যে থাকিয়া সপরিবারে সেই ভয়ানক রজনী এক প্রকার নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিলেন; কিন্তু যে সকল হতভাগ্য ব্যক্তি তৎকালে সমুদ্রবক্ষে ভাসিতে ছিল, না জানি তাহাদের অদৃষ্টে কি ঘটিল! ঈশ্বর তাহাদের কাহাকে কি

অবস্থায় রাখিলেন, হায় তাহা কে বলিতে পারে !

ক্রমশঃ প্রভাত হইয়া আসিল, কিন্তু তথাপি সে দুর্য্যোগ থামিল না। প্রভাতের আলোকে চারিদিক্ আলোকিত হইল, তথাপি সেই ভীষণ ঝটিকা, বৃষ্টি, ও তরঙ্গের আস্ফালন চলিয়াছে। এই সময়ে আলোক-গৃহাধিপতি ও তাঁহার কন্যা দেখিলেন যে কিঞ্চিৎ দূরে সমুদ্রগর্ভস্থ একটি পাহাড়ের উপরে কতক গুলি হতভাগ্য ব্যক্তি সেই ঘোর বিপদে পড়িয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছে। গত রজনীর দুর্যোগে তাহাদের জাহাজ খানি বেগে পাহাড়ের উপরে আসিয়া পড়ায় তাহার অধিকাংশ চূর্ণ হইয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। অবশিষ্টাংশ পাহাড়ের গায় বাঁধিয়া রহিয়াছে। আরোহীদিগের অধিকাংশও সমুদ্রের উদরসাৎ হইয়াছে, কেবল আটটি কি দশটি প্রাণী মৃতপ্রায় অবস্থায় এখনও জীবিত থাকিয়া জাহাজের ভগ্নাংশ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া আলোক-গৃহাধিপতির কন্যার হৃদয় কাতর হইল। এতগুলি লোক তাঁহাদের এত নিকটে থাকিয়া সাহায্যাভাবে মরিয়া যাইবে, ইহা তাঁহার কোমল অথচ বীরোচিত প্রাণে সহিল না। তিনি বিস্ফারিত লোচনে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'পিতঃ ইহাদের রক্ষার কি উপায় হইবে?' কিন্তু কে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে যায়? তখনও মুসল ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে, পবন হুঙ্কার করিতেছে, উত্তাল তরঙ্গায়িত সমুদ্র গর্জ্জন করিতেছে। কিন্তু বীর রমণীর হৃদয় সে ভয়ে ভীত হইবার নহে। তিনি সেই বিপন্ন ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বার বার পিতাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গুণগ্রাহী পিতা কন্যার সংকল্পের মহত্ব বুঝিতে পারিলেন। তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কন্যার সহিত আলোকগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, ও একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া সেই ভীষণ সমুদ্রের হস্তে আপনার ও হৃদয়সর্ব্বস্ব কন্যা রত্নের জীবন সমর্পণ করিলেন। আমরা যে পুস্তক হইতে এই গল্পটি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে ইহার একখানি ছবি দেখিয়াছি। নৌকা খানি এত ক্ষুদ্র যে তুফানের সময়ে তাহাতে আরোহণ করিয়া একটা সামান্য নদীর উপর দিয়া যাইতেও সাহস হয় না। আলোক-গৃহাধিপতি ও তাঁহার বীর কন্যারত্ন সেই নৌকাখানি বাহিতে বাহিতে অকুতোভয়ে চলিয়াছেন। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ বৃষ্টিতে ভিজিয়া যাইতেছে; এক এক বার সফেন তরঙ্গ তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে; ও নৌকাখানি ঠিক্ মোচার খোলার মত উঠিতেছে, নামিতেছে, ও মুহুর্মুহু উলটি পালটি খাইতেছে। কিন্তু তথাপি তাঁহারা ভীত নহেন। সে দিন পরের মঙ্গলের জন্য পিতা ও কন্যা দুই জনেই

প্রাণ পণ করিয়াছিলেন—ভয় দেখাইয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারে জগতে এমন কে আছে? এইরূপ অসমসাহসিকতার সহিত তাঁহারা, একবার নহে, বার বার গতায়াত করিতে লাগিলেন, কারণ নৌকাখানি এত ক্ষুদ্র যে তাহাতে একবারে সকলকে লইয়া আসা অসম্ভব। ঈশ্বর তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল করিয়া তাঁহাদের বীরত্বের পুরস্কার করিলেন। আলোক-গৃহাধিপতির কন্যার উদ্যম ও অসমসাহসিকতায় বিপন্ন ব্যক্তিগণ আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হ'তে রক্ষা পাইল। তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হউক। তিনি যে বিস্ময়কর বীরত্ব দেখাইলেন, তাহাই প্রকৃত বীরত্বের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হউক।

বঙ্গমহিলা সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব।

বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব উপলক্ষে গত ৪ঠা আগষ্ট সিটী কলেজ গৃহটী শাখা পল্লব,পুষ্পগুচ্ছে ও আলোকমালায় সুসজ্জিত এবং সভ্য ও দর্শক মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। হার্ম্মোনিয়ম সহকারে কয়েকটী সুন্দর সঙ্গীত, প্রার্থনা, রিপোর্ট পাঠ, কবিতা আবৃত্তি এবং বক্তৃতাদি হয়। বক্তৃতার পর একটী ক্ষুদ্র অভিনয় হইয়া জলযোগ সহকারে সভার কার্য্য সমাপন হয়। সভাপতি কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী যে বক্তৃতা করেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

আজ বড় আনন্দের দিন। গৃহটী যেমন সুসজ্জিত,সমাগত বন্ধু বান্ধবদিগের উৎসাহপূর্ণ ভাব তেমনি প্রীতিপ্রদ। যে দিকে দেখিতেছি, প্রাণ পুলকিত হইতেছে। যে জন্য সকলে আজ মিলিত হইয়াছি, তাহা ভাবিলে আরও আনন্দ অনুভব করি—আজ বঙ্গমহিলা সমাজের পঞ্চম সাম্বৎসরিক উৎসব। নানা প্রকার বিঘ্ন বাধা উত্তীর্ণ হইয়া আজ এই সভা পঞ্চম বর্ষে উপনীত হইল। আমাদিগের নারীসমাজ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। উপযুক্ত রূপে যাওয়া আসা না থাকিলে ঘনিষ্ঠতা জন্মায় না, ঘনিষ্ঠতা না থাকিলে সে ভালবাসা সে সদ্ভাব অসম্ভব, যাহা অন্যের জন্য ভাবিতে শিখায়, অপরের অভাবে হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তৎপ্রতিকারে সযত্ন করে। বঙ্গনারী সমাজের এতদূর হীনাবস্থা, কেন না আমরা পরস্পরকে দেখিতে পাই না—কাহার কি অবস্থা, কাহার কি ভাব, জানিতে পারি না। মূলে অবরোধ-প্রথা আমাদিগের উন্নতির অন্তরায় হইয়া সকল সৎকার্য্যের বাধা দিতেছে। কিন্তু ইহাও আমাদের সান্ত্বনার বিষয় যে বর্ত্তমান এক সম্প্রদায় কিয়ৎ পরিমাণে এই অবরোধ-প্রণালীর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া যথাসাধ্য উন্নতি

সাধনে সচেষ্ট হইয়াছেন। বর্ত্তমান বঙ্গীয় সমাজে যে কিছু শ্রীবৃদ্ধি লক্ষিত হয়, ব্রাহ্মগণের যত্নেই তাহা সংসাধিত। এই ক্ষুদ্র বঙ্গমহিলা সমাজও সেই ব্রাহ্মগণ কর্ত্তৃক স্থাপিত। ব্রাহ্মসমাজে কুলকন্যারা সময় সময় সমবেত হইয়া সদালাপ করিবেন; আধ্যাত্মিক, মানসিক, নৈতিক সামাজিক উন্নতি দ্বারা পরস্পরের শুভানুধ্যানে রত হইতে সক্ষম হইবেন; মহিলাগণের মধ্যে সদ্ভাব বাড়িবে, সেই ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইবে যদ্দ্বারা ভগিনী ভগিনীর সম্বন্ধে আর উদাসীন থাকিবে না—এই সকল সাধু সংকল্প লইয়া এই নারীসমাজ সংস্থাপিত। এই সমাজ দ্বারা নারীগণ যদি উন্নতির পথে এক পদও অগ্রসর হইয়া থাকেন, আমরা কৃতার্থ হইব। ক্ষুদ্র শিশু অনেক বার পড়িয়া অনেক চেষ্টার পর তবে হাঁটিতে শিখে, বঙ্গের নারী-সমাজও উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে নিতান্ত দুর্ব্বল, একদিনে আমরা তাঁহাদের নিকট অধিক প্রত্যাশা করিতে পারি না। যে অধ্যবসায় থাকিলে মানব শত বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে অগ্রসর হয়, যে উদ্যম উৎসাহের অগ্নি একবার হৃদয়ে প্রজ্জলিত হইলে আর নির্ব্বাপিত করা যায় না, যে প্রতিজ্ঞার বল দুর্ব্বল রমণীকেও বীরোচিত সাহসে সুসজ্জিত করে, সেই দেব ভাবের উজ্জল চিত্র আমাদের দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশ এখনও দর্শন করে নাই সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা নিরাশ হইব? না। ক্ষুদ্র শিশুর ক্ষীণ দেহ যদি একদিন অপরিমিত বলে বলীয়ান্ হইয়া শত শত কার্য্যে অগ্রসর হয়, তাহার সেই অপরিস্ফুট বুদ্ধি কালে বিজ্ঞানের গূঢ় ভাব সকল অনায়াসে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, তবে কি বঙ্গনারী স্বীয় অবস্থা বুঝিয়া আপন কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইবে না?? আসিবে সে দিন আসিবে। তবে বিলম্ব কেন? এক দিকে শিক্ষার অভাব, অপর দিকে পরস্পরের প্রতি পরস্পরে উদাসীন, প্রকৃত পক্ষে ধরিলে (হিন্দুসমাজের কথাই নাই) ব্রাহ্মসমাজের রমণীগণও শিক্ষিত বলা যায় না, তবে দুই চারি জন যাহা দেখা যায় তাঁহাদেরও সেরূপ কিছু বিশেষ ভাব নাই, যদ্দ্বারা অন্যে শিক্ষালাভ করিতে পারে। পাশ্চাত্য সভ্যতা নূতন বলিয়াই হউক আর তাহার চাক্‌চিক্যের প্রলোভনেই হউক, শিক্ষিত রমণীমণ্ডলীর আকর্ষণ সেই দিকে, সুতরাং স্বকীয় সমাজের মঙ্গল চেষ্টায় যে শৈথিল্য আসিবে তাহা বড় আশ্চর্য্য নয়। জাতীয় চরিত্র গঠন করিতে হইলে অগ্রে স্বীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। জাতিগত সদ্‌গুণ গুলি সম্মুখে রাখিয়া স্বজাতির মধ্যে যাওয়া আসা করিতে হইবে, তাহাদের সঙ্গে মিশিতে হইবে। পাশ্চাত্য জ্ঞান ভাণ্ডারে শত শত উজ্জল মণি নিরন্তর শোভা পাইতেছে; পাশ্চাত্য শত শত সাধুর দেবজীবন মানবের অক্ষয়

কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে; অসাধারণ অধ্যবসায়, অনন্ত উৎসাহ, জীবন্ত ধর্ম্মভাব, অপার্থিব ত্যাগস্বীকার, যাহা পাশ্চাত্য গৌরবের কারণ হইয়া অদ্যাপি সহস্র নরনারীকে সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে আকৃষ্ট করিতেছে, বলুন দেখি শিক্ষি?া বন্ধু! বিদুষী ভগিনি! তাহার কোন্‌টী লইয়া অশিক্ষিতা ভগিনীগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন? বড় বৌ দেশী কামারের গঠিত ফুলঝুমকা, বাউটী, কণ্ঠমালায় সজ্জিত হইয়া ঢাকাই সাড়ী পরিয়া আপনাকে প্রকৃত সজ্জিত মনে করিল, আর আপনি না হয় হামিল্টনের বাড়ীর ইয়ার রীং, ক্রচ, ব্রেসেলেট দ্বারা সুশোভিত হইয়া মুর কোম্পানির দোকানের মূল্যবান রিবন বসান গজের সাড়ী দ্বারা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিলেন। এ দুয়ের মূলগত ভিন্নতা আছে কি না সন্দেহ। বৌ অশিক্ষিত, সে পাল্‌কী বন্ধ করিয়া যাইবে, আর আমি সুশিক্ষিতা সুতরাং খোলাগাড়ীতে যাইব। এই কি সভ্যতার চরম ফল, ইহা দ্বারাই কি দেশের মঙ্গল সাধিত হইবে? তাহা-হইলে আজ দুঃখ কিসের? আজ বঙ্গীয় নারীসমাজ উন্নত সভ্য শ্রেণীভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইত। ভগিনি! বিরক্ত হইও না, যখন সমাজের বিষয় ভাবি, মনে বড় ব্যথা পাই। হীন দুর্ব্বল অসভ্য সমাজ বাহিরের চাক্‌চিক্যে উন্নতির পথে অগ্রসর হয় না। চরিত্রের সাধু দৃষ্টান্তে পতিত সমাজ উত্থিত হয়। সৎপ্রতিজ্ঞার সুফল চঞ্চলমতি ক্ষীণ-বুদ্ধি মানবের হৃদয়কেও বলীয়ান করে। ধর্ম্মজীবনের দৃঢ়তা পুণ্যপথভ্রষ্ট কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্তরেও পবিত্র আলোক প্রদানে সক্ষম। তাই বলি বন্ধু এই সকলে সজ্জিত হইয়া সমাজে আগমন কর, আর বাহিরের অন্তরায় বাধা দিতে পারিবে না। আপনাদের অল্পজ্ঞানের ক্ষীণ দীপ্তিও ক্রমে উজ্জ্বল প্রভা বিকীর্ণ করিবে। যে দেশের প্রাচীন ইতিহাস সীতা ও সাবিত্রীর ন্যায় সাধ্বীদিগের জীবন রাখিয়া যাইতে পারে সে দেশে কি আদর্শের অভাব? ঐ দুই রমণীয় দেবজীবন অমূল্য রত্নের খনি, যতই তাহাতে ডুবিতে পারিবে, ততই নূতন নূতন ভাব নব নব সৌন্দর্য্য দেখিবে। আর্য্যরমণী-কুলরত্ন এই দুই নারীর আদর্শ সমক্ষে রাখিয়া পশ্চাত্য ভগিনীর কার্য্য-কুশলতা ও সেই সেবাপরায়ণতার ভাব গ্রহণ কর, দুয়ের সম্মিলনে আরও সৌন্দর্য্য বাড়িবে। ধর্ম্মের মাধুর্য্য, পবিত্রতার স্নিগ্ধজ্যোতি—রমণী এ দুয়ে শোভিত হইলে আর কিছুরই অভাব হইবে না।

ভগিনি! এসো কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। যে উদ্দেশে এই সমাজ স্থাপিত, তাহা পূর্ণ কর। এক জনের বল কিছুই নহে, কিন্তু সকলে মিলিত হইলে মানুষের ক্ষমতা অপরিমিত। তাই বলি যদি সমাজ গঠন করিতে হয়, নারীজীবন উন্নত করিতে হয়, পরস্পরে মিলিত হইতে হইবে। বাহিরের সভ্যতা শিখিতে বিলম্ব

হয় না। যাহা অর্থসাপেক্ষ তাহা হওয়া সহজ। মানসিক ভাব সমূহের পূর্ণ-বিকাশই সভ্যতা, হৃদ্গত সদ্ভাব সকলের সম্যক্ স্ফুরণই মানবের চরম উদ্দেশ্য, এই কথা মনে করিয়া যিনি কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, মঙ্গলদাতা তাঁহার সহায়।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে রাজকোটে একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ৪০,০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

২। বারিষ্টার বাবু লালমোহন ঘোষ বিলাতে যাওয়াতে একটী বড় কাজ হইয়াছে। তাঁহার উদ্যোগে এক বৃহৎ সভা হয়, মহাত্মা ব্রাইট সাহেব তাহার সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং অনেকগুলি সদাশয় ইংরাজ ও লালমোহন বাবু বক্তৃতা করেন। সকলে একবাক্যে লর্ড রিপণের শাসনপ্রণালীর পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন।

৩। সিংহলে একটী দেশীয়া রমণী বিবাহ সম্বন্ধীয় রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কয়েকখানি পত্র ও উত্তর—শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায় কর্ত্তৃক প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ মূল্য ।০ আনা মাত্র। ইহার প্রথম সংস্করণে পুস্তক সম্বন্ধে আমাদের মত প্রকাশ করিয়াছি। সেবারে কেবল স্বামীর পত্র ছিল, এবারে তাহার সহিত স্ত্রীর উত্তর গুলি থাকাতে যে পুস্তক খানির আকর্ষণ আরও অধিক হইয়াছে বলা বাহুল্য। ইহাতে স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিবিধ সদুপদেশ আছে, বাঙ্গালা নবেলের চরিত্রের দৃষ্টান্ত কিছু বাড়াবাড়ি হইয়াছে, তাহা এরূপ পুস্তকে না থাকিলে ভাল হইত।

২। Christ Versus Krishna অর্থাৎ খৃষ্ট বনাম কৃষ্ণ—বি এ সেকস এম ডি বি এম এস প্রণীত। খৃষ্টচরিত্রের অনুকরণেই কৃষ্ণের গল্প রচিত হইয়াছে, এইটী সপ্রমাণ করিবার জন্য সাহেব অনেক বিদ্যাবুদ্ধি ও পরিশ্রম ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার যুক্তিবল আমাদিগের বোধগম্য হইল না। বিদেশীয় ব্যক্তিরা অন্য দেশের ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও রীতি নীতি সমালোচনা দ্বারা আপনাদিগের সর্ব্বজ্ঞতা দেখাইতে গিয়া যে কত গুরুতর ভ্রমে পতিত হন এবং একদেশদর্শিতার পরিচয় দেন, এই পুস্তকখানি তাহার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২২৫ সংখ্যা। } আশ্বিন ১২৯০—অক্টোবর ১৮৮৩। { ৩য় কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কলিকাতা অন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী মেলা আগামী ৪ঠা ডিসেম্বর মঙ্গলবার বেলা ১১টার সময় রাজপ্রতিনিধি মহাত্মা লর্ড রিপণ কর্ত্তৃক খোলা হইবে। ১লা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই নিয়মে টিকিট বিক্রয় হইবে :——

প্রথম দিন নির্দ্দিষ্ট আসন ১০, অপর স্থান ৫, টাকা।

বুধবার প্রাতে ও রাত্রে ১, টাকা।

অন্যদিন প্রাতে ।৹, সন্ধ্যায় ৷৹ আনা।

১২ বৎসরের কম বয়সের পক্ষে অর্দ্ধমূল্য।

মেলাব্যাপী কালের (Season) টিকিট;

পুরুষের পক্ষে ২৫, মহিলার ১৫ টাকা।

দেশীয় স্ত্রীলোকের জন্য স্বতন্ত্র দিন ঠিক্ করা হইয়াছে এবং সে দিন অপরের প্রবেশ নিষেধ থাকিবে, এরূপ ব্যবস্থা বড় ভাল হইয়াছে।

গত ২৫ এ আগষ্ট পার্লেমেণ্ট মহা-সভা বন্ধ উপলক্ষে মহারাণীর বক্তৃতা লর্ড চান্সেলর কর্ত্তৃক পঠিত হয়। তাহার সার এই :—বৈদেশিক রাজ্য সকলের সহিত সদ্ভাব আছে; মিসর শাসনের সুব্যবস্থা হইতেছে; ফরাসিদের সঙ্গে মাদাগাস্কার বিষয় লইয়া লেখা লেখি চলিতেছে, বন্ধুভাবে ইহার মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা; জুলুভূমিতে শান্তি স্থাপিত হয় নাই; কৃষিবাণিজ্যের সংবাদ মঙ্গল; আয়র্লণ্ডের অবস্থা সন্তোষকর।

একজন মার্কিন রমণী আনন্দ যোশী বাই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—আমেরিকার সুশিক্ষা লাভ করিয়াও একজন ১৮

বৎসরের যুবতী এরূপ ধীরতা ও স্থির প্রতিজ্ঞা প্রদর্শনে অক্ষম। দেশ পরিত্যাগের পর তিনি অনেক শিখিয়াছেন। আমাদের সংবাদপত্র সকল নূতন সংবাদপ্রিয়, একজন ব্রাহ্মণপত্নী চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থ আমেরিকায় আসিয়াছেন, ইহা লইয়া কতখানা করিতেছে। যোশীবাই স্থিরপ্রকৃতি না হইলে ইহাতে তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া যাইত।

গার্টন ও নিউহাম কলেজের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া বিলাতে স্ত্রীলোকদিগের উচ্চশিক্ষার জন্য নূতন নূতন উপায় হইতেছে। বর্লিংটন হাউস বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৪৫টী বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে, তন্মধ্যে অনেকে প্রথম শ্রেণীস্থ হইয়াছে। এই কলেজের অধ্যাপকগণ প্রধানতঃ লণ্ডন বা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী স্ত্রীলোক। ইহার উন্নতির জন্য কুমারী ডভিস ব্রাউন লক্ষাধিক মুদ্রা দিয়াছেন। তথায় এক একটী বালিকা ৩৫ পাউণ্ড হিসাবে দিয়া ৩ বৎসর পড়িতে পারেন। কয়েকটী ছাত্রীবৃত্তিও নির্দ্দিষ্ট আছে।

কলিকাতা ও মান্দ্রাজে স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা হইল; ইহাতে বোম্বাই নীরব থাকিতে পারেন না। তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভা সেনেট সভাকে এইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তনের অনুরোধ করিয়াছেন। একটী সৎদৃষ্টান্ত কত শুভকর!

ভারতীয় চিকিৎসাবৃত্তি ফণ্ডে উদারহৃদয়া কুমারী নাইটিঙ্গেল তিন গিনি দান করিয়াছেন। ইনি স্বদেশের ন্যায় ভারতের মঙ্গলও কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেন।

এ দেশের অনেক স্ত্রীলোক বিবাহ এবং ঘর সংসার না করিয়া কি করিবেন ভাবিয়া পান না। কুমারী কেনেলী নাম্নী এক ইংরাজ যুবতী ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মিসরের রুগ্ন স্ত্রীলোকদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে আসিতেছেন, কারণ ইহাঁরা পরপুরুষের মুখ দর্শন করেন না। ইউরোপীয় কত কুমারী এইরূপ পবিত্র কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করেন।

নেপল্‌স নগর হইতে ১০ মাইল দূরে ইসিয়া নামক দ্বীপে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া তত্রত্য একটী নগর এককালে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই নগরটী সমুদ্রতীরে গ্রীষ্মকালে ভূস্বর্গতুল্য—উর্দ্ধে আকাশ নিম্নে সাগরবক্ষ স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল। ইহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া প্রায় ২০০০ বিদেশীয় ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত লোক ভ্রমণার্থে আসিয়াছিলেন। রাত্রিকালে নানাস্থানে গানবাদ্য অভিনয় আমোদ হইতেছে, এমন সময় ভূমিতল

সমুদ্রের মত ঢেউ খেলিতে লাগিল, গৃহ সকল ভূমিসাৎ ও চূর্ণ হইয়া সহস্র ২ লোককে জীয়ন্তে কবরগর্ভস্থ করিল। এপর্য্যন্ত ৪০০০ লোকের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, কত লোক রুগ্ন ও ভগ্নদেহ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। দুঃস্থ ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ চারিদিক্ হইতে চাঁদা উঠিতেছে। অষ্ট্রিয়ার মহারাণী ১০ হাজার ফ্রাঙ্ক মুদ্রা এবং আরও অনেকে অনেক টাকা দিয়াছেন। দয়াশীলা ধর্ম্মপ্রাণা স্ত্রীলোকেরা দলে দলে আসিয়া সেবা কার্য্যে রত হইয়াছেন। এমন বিপৎপাত অনেককাল কোথায়ও ঘটে নাই। বিসুবিয়স পর্ব্বত কয়েক বৎসর হইতে পুনরায় অগ্নি উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাই এই নৈসর্গিক দুর্ঘটনার কারণ বলিয়া অনুভূত হয়।

পুনা নগরে প্রতিবর্ষে শিল্প প্রদর্শনী হইয়া থাকে। এ বৎসর বোম্বাইয়ের গবর্ণর প্রদর্শনস্থলে উপস্থিত থাকিয়া স্ত্রীলোকদিগের শিল্পকার্য্য দেখিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন এবং আগামী বর্ষে তাঁহারা অধিক শিল্পনৈপুণ্য দেখাইতে পারিবেন বলিয়া আশা করিয়াছেন।

ভিয়েনা নগর অনেকগুলি উদ্ভাবনের জন্য প্রসিদ্ধ—১৮৩৩ সালে তথায় বিলাতী দেশালাই এবং ১৮৩৭ সালে নূতন বাতীর সৃষ্টি হয়; বাষ্পীয় আলোকও এখানে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। সম্প্রতি এই নগরে উৎকৃষ্ট বিদ্যুতীয় আলোক প্রদর্শন হইয়া গিয়াছে।

প্রাচীন গ্রিসে অলিম্পিক প্রভৃতি যেমন ক্রীড়া হইত, ওয়েল্সে সেইরূপ ক্রীড়ার সহিত বার্ষিক মেলা হয়। এ বৎসর এই মেলায় ডাক্তার রিচার্ডসন এক বক্তৃতা করিয়া স্ত্রীলোকদিগের দেহতত্ত্ব শিক্ষার আবশ্যকতা প্রদর্শন করেন। তিনি বলেন গিল ক্রাইষ্ট স্কুলে শত শত পুরুষ ও স্ত্রীলোক এ বিষয়ে পরীক্ষা দিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে স্ত্রীলোকেরা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। কার্ডিফে এক বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হইবে, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষারও সুবিধা হইবে।

বর্ত্তমান সুয়েজ খা[illegible] ও [illegible]দ এবং ভূমধ্যস্থ সাগর একত্র যোগ করিয়া একটী খাল খননের প্রস্তাব হইয়াছে।

প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক মহাত্মা লুথারের ৩০০ বার্ষিক জন্মোৎসব আগামী ১০ ই নবেম্বর হইবে, তজ্জন্য জর্ম্মণি ইংলণ্ড ও অন্যান্য প্রটেষ্টাণ্ট রাজ্যে বৃহৎ আয়োজন হইতেছে।

আমেরিকায় সকলই নূতন কাণ্ড। সম্প্রতি তথায় বরকন্যা পুরোহিত প্রভৃতি বেলুনে চড়িয়া আকাশমার্গে এক বিবাহ সম্পন্ন করিয়াছেন।

স্বাধীনতার জন্য যাহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহারা একদিন ইহা লাভ করিবেই করিবে। মণ্টিনিগ্রোবাসিগণ তুরুস্কের সহিত ৩০০ বৎসর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে স্বাধীন হইয়াছে। সম্প্রতি তাহাদিগের রাজা তুরুস্ক সুলতানের সহিত বন্ধুভাবে সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

ইংলণ্ডীয় চর্চ্চ কনগ্রেস এক এক বৎসর এক এক স্থানে হইয়া থাকে। এ বৎসর ঐই সভা রিডিঙ নগরে হইবে এবং তাহাতে স্ত্রীলোকের কার্য্য, স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের দুরবস্থা, মিতব্যয়িতা, ভগিনী-সম্প্রদায় ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব পাঠ করা হইবে।

মধ্যভারত রেলওয়ে ছোট নাগপুর দিয়া বোম্বাই যাইবে স্থির হইয়াছে। ইহা সম্পন্ন হইলে বোম্বাই যাইতে ১৪ ঘণ্টা কম সময় লাগিবে এবং মধ্য ভারতবর্ষের বাণিজ্যের বিস্তর উন্নতি হইবে।

ভারতীতে 'সুসংস্কার ও কুসংস্কার' নামে জ্ঞানদা নন্দিনী দেবীর যে প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়, কোন স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক তাহার একটী প্রতিবাদও উহাতে মুদ্রিত হইয়াছে। এরূপ চিন্তাশীল সুযুক্তিসম্পন্ন প্রবন্ধ স্ত্রীলেখনী হইতে বহির্গত হওয়া অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। মাননীয়া দেবী স্বদেশীয় বিশেষত্ব রক্ষা এবং বিদেশীয় অনুকরণ পরিহার বিষয়ে যেরূপ আন্তরিক ভাব ও ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়, কিন্তু তাহা করিতে গিয়া স্থানে স্থানে ন্যায় ও যুক্তির সীমা যথোচিত রক্ষা করিতে পারেন নাই ইহা দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। স্ত্রীলোকদের যেরূপ নাম লিখিবার বর্ত্তমান প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে যথা হেমলতা বসু, চারুশীলা গঙ্গোপাধ্যায় ইহার পরিবর্ত্তে লেখিকা প্রাচীন প্রথা "দাসী" "দেবী" বজায় রাখিতে চান। প্রতিবাদকারিণী ইহার বেশ উত্তর দিয়াছেন। বামাবোধিনীতে অনেক দিন হইল এ বিষয়ের বিচার আমরা শেষ করিয়াছি এবং আমাদিগের প্রদর্শিত পন্থা সাধারণ্যে গৃহীত হইতে দেখিয়া ইহার উপযোগিতা সম্বন্ধে আমাদিগের আর সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় সংস্কারবিরোধী প্রাচীন তন্ত্রের ন্যায় কোন কোন কৃতবিদ্য ও কৃতবিদ্যাও নূতন রীতি বলিয়া তাহার প্রতি এক এক সময় বিতৃষ্ণা দেখাইয়া থাকেন। আমরা আশা করি তাঁহারা সময়ের প্রয়োজনের সহিত দেশপ্রথার পরিবর্ত্তন প্রকৃত সংস্কারের কার্য্য ও সাধারণের অবলম্বনীয় পন্থা বলিয়া স্বীকার করিবেন। নব্য সম্প্রদায় সময় সময় বিবেচনার ত্রুটিবশতঃ স্বজাতীয় অনেক সুপ্রথা বর্জ্জন ও বিজাতীয় কুপ্রথার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা অস্বীকার করা যায় না, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন নিতান্ত আবশ্যক।

জুলিয়া ডোমিনা।

জুলিয়া একজন সম্ভ্রান্ত ফিনিসীর যাজকের কন্যা, তাঁহার পিতা এমিনা নামক নগরের সূর্য্যদেবের মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন। তিনি স্বভাব-দত্ত মানসিক শক্তি ও শারীরিক সৌন্দর্য্যে ভূষিত ছিলেন, শিক্ষা ও অনুশীলন গুণে সেই শক্তি ও সৌন্দর্য্যের শতগুণ বৃদ্ধি হইয়াছিল। ইতিহাস, নীতি, বিজ্ঞান, ক্ষেত্রতত্ত্ব ও অন্যান্য শাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিতা ছিলেন এবং যাবজ্জীবন সেই সকল বিদ্যার চর্চ্চায় রত ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা দর্শনে তৎকালীন রোমের বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হন।

রোমসম্রাট সিবেরস যখন একজন সেনাপতি, তখন তিনি ইহাঁর পাণিগ্রহণ করেন। ২০ বৎসর পরে সহধর্ম্মিণীকে লইয়া রোমের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই দীর্ঘকাল তিনি জুলিয়ার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্য করিতেন না। এই গুণবতী নারীর পরামর্শ মতে চলিয়া তিনি আপনার সেনাদলের অসীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের আস্পদ হইলেন এবং তাহারা যখন ইলিরিয় প্রদেশে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ করিতে যায়, তখনি তাঁহাকে 'সম্রাট' বলিয়া ঘোষণা করিল। জুলিয়ার পূর্ব্বজীবনে কেহ কেহ দোষ ও কলঙ্ক আরোপ করিয়া থাকেন, কিন্তু রূপবতী ও গুণবতী নারীর শত্রু পক্ষের অভাব নাই, ইহা তাঁহাদিগের দ্বারা কল্পিত ও উদ্‌ঘোষিত হওয়া অসম্ভব নহে। যাহাহউক সকল ইতিহাসবেত্তা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে বয়স্থা হইয়া তিনি যেরূপ প্রতিভা ও সাধু চরিত্রের পরিচয় দেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছে এবং তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া অবনতিশীল সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যাহা কিছু মূল্যবান উপাদান ছিল, পরম যত্নে রক্ষা করিয়াছেন।

সিবেরস সিংহাসনস্থ হইয়া পত্নীর প্রতিভা ও গুণগ্রামের যথোচিত সমাদর করিতেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় সকল কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ অনুসারে চলিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর যখন সন্তানেরা সাম্রাজ্যের অধিকারী হইল, তখন জুলিয়া স্বহস্তে কতক পরিমাণে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সন্তানভাগ্য বড় মন্দ বলিতে হইবে। একটী পাপিষ্ঠ সহোদর অপরটীকে হত্যা করিল এবং নিজে অসদাচারী হইয়া আপনার ও সাম্রাজ্যের অনিষ্ট সাধন করিতে লাগিল। এই গুণধর পুত্রের নাম কারাকেলা। জুলিয়া সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহার চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করিতেন এবং

সাম্রাজ্য মধ্যে অত্যাচার নিবারিত হইয়া যাহাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তজ্জন্য অনেক উপায় অবলম্বন করিতেন। এই জন্য কারাকেলার শাসন কালে সাম্রাজ্যের মধ্যে সুনীতি ও জ্ঞান বিস্তারের অনেকগুলি ব্যবস্থা হয়, এবং সে সকলি জননীর চেষ্টার ফল। হতভাগা সম্রাট্ অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে মাক্রিনস বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তিনি এই বিধবা মহারাণীর প্রতি যথোচিত সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করেন এবং তিনি চিরকাল যেরূপ পণ্ডিতমণ্ডলীকে আশ্রয় দিয়া ও পালন করিয়া সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিয়া আসিয়াছেন, সেই রূপ ভাবে তাঁহাকে রাখিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে রমণীর চরিত্র ও সুপ্রতিষ্ঠিত খ্যাতির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু জুলিয়ার মনের তেজস্বিতা পূর্ব্ববৎ থাকিলেও তাঁহার হৃদয় ভগ্ন হইয়াছে। তিনি তাঁহার এক পুত্রের মৃত্যুতে যত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, আর এক পুত্রের জীবিতাবস্থায় ততোধিক; পরে তাহারও অপঘাত মৃত্যুতে আরও আকুল হইলেন। সামান্য যাজকের কন্যা হইয়া তিনি ধরণীশ্বরী রোমের অধীশ্বরী হইয়াছিলেন, কিন্তু দেখিলেন এই উচ্চপদ কেবল তাঁহার পতন ও যাতনা বৃদ্ধির জন্য। তিনি আর লোকালয়ের দৃষ্টি সহ্য করিতে পারিলেন না, পরাধীন জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না, বিজন বাস আশ্রয় করিলেন এবং খৃষ্টীয় ২১৭ সালে দুঃখময় ভারবহ জীবনব্রত উদ্যাপন করিলেন। তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায়িকা আছে—কেহ বলেন তিনি অনাহারে থাকিয়া, কেহ বলেন তিনি বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

সৌন্দর্য্য তত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গোলাপ বা পূর্ণিমার শশধর অসাধারণ সৌন্দর্য্যে জগতের চক্ষু আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় বটে, কিন্তু গোলাপ বা চন্দ্রের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ধর্ম্মবীরদিগের অনন্যোপম উৎসাহ, অমিত চরিত্রের বল, অচলসম অবিচলিত হৃদয়, সকল প্রকার বিপদ ও নির্যাতনের মধ্যে অকুণ্ঠিত প্রদীপ্ত ধর্ম্মভাব এবং প্রিয়তম ঈশ্বরের জন্য জীবন দান কি শত সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ নহে? তাঁহাদের পরদুঃখকাতর হৃদয়, দীনদুখীর দুঃখোপশমে অপরাজিত সহিষ্ণুতা ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, অজ্ঞান ও কুসংস্কার দূরীকরণার্থ প্রাণগত চেষ্টা, অশান্তির পরিবর্ত্তে শান্তি,

অপ্রেমের স্থানে প্রেম সংস্থাপন, জগতের হিতার্থ প্রাণ সমর্পণ কি শত সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ নহে?—দেশহিতৈষীর স্বদেশের দুর্গতি পরিহার নিমিত্ত প্রাণপণ যত্ন, দিবানিশি দেশের হিতকর ও উন্নতিসাধক উপায় উদ্ভাবনে প্রগাঢ় চিন্তা—শয়নে স্বপ্নে জাগ্রতাবস্থায় যে চিন্তার বিরাম নাই, কিসে জাতীয় ধনবৃদ্ধি হইবে কিসে দাসত্বের দৃঢ় শৃঙ্খল ছিন্ন হইয়া বিদেশীয় জাতির অত্যাচার হইতে দেশ উদ্ধার হইবে, কিসে জনসাধারণের গৃহে গৃহে সুখশান্তি বিরাজ করিবে,—ইত্যাকার বিবিধ চিন্তা ও কার্য্যে জীবনক্ষেপ কি শত সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ নহে? গৃহস্থ প্রভাত হইবামাত্র স্ত্রী পুত্র-কন্যাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহদেবতা পরমেশ্বরের উপাসনান্তে দৈনন্দিন কার্য্যক্ষেত্রে পদক্ষেপ করিতেছেন, তাহার স্ত্রী সকল অবস্থায় তাহার সুখ দুঃখ ভাগিনী হইয়া যথার্থ সহধর্ম্মিণী নামের যোগ্যা হইয়াছেন, তাঁহার পুত্র কন্যা বিনীত ও বাধ্য হইয়া পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে, কলহ, বিবাদ, অপ্রেম, অশান্তি তাহার গৃহে স্থান পায় না, সেই গৃহের দৃশ্য কি মনোহর নহে? ইহার ভিতর কি সৌন্দর্য্য নিহিত নাই? ঐ যে মহাত্মা ঈশা ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও নরের ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ জগতে ঘোষণা করিলেন, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য সংস্থাপনের জন্য অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিয়া অবশেষে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াও শত্রুর হিতার্থ জগৎপিতার নিকট সকাতরে প্রার্থনা করিতেছেন "পিতঃ তাহাদিগকে ক্ষমা করুন, কারণ তাহারা কি করিতেছে জানে না।" এই অমানুষী জীবনের দৃশ্য কি সুন্দর নহে?—ঐ যে মহাত্মা শাক্যসিংহ নরনারীর মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবার জন্য রাজপুত্র হইয়াও সকল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত দীনহীন ভিখারীর বেশে পিতার গৃহ হইতে পলায়ন করিলেন, এই মহাত্মার জীবনের দৃশ্য কি মনোহর নহে?—ঐ যে শ্রীচৈতন্য ভক্তিহীন নীরস প্রচণ্ড জ্ঞানাভিমানপূর্ণ বঙ্গে ভক্তিনদী প্রবাহিত করিবার জন্য বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া ও জননী শচীদেবীকে পরিত্যাগ করিয়া, সংসারের যাবতীয় সুখভোগ হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিয়া, লোকের দ্বারে দ্বারে প্রিয় "হরি" নাম ঘোষণা করিয়া বেড়াইলেন, ঘোর পাষণ্ড দুর্বৃত্ত জগাই মাধাইকে বিশ্বজনীন প্রেমদানে উদ্ধার করিলেন, যে জাতিভেদ প্রথা নরনারীর ভ্রাতৃভগিনীভাব দূর করিয়া দেয়, সকল প্রকার জাতীয় উন্নতির পথে কণ্টক নিক্ষেপ করে, ভারতের অশেষ দুর্গতির কারণ সেই জাতিভেদ প্রথা যিনি উন্মূলন করিলেন, "ব্রাহ্মণ শূদ্রে প্রভেদ" এ কথা আর যাঁহার হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত হইল না, যবন হরিদাস ও হিন্দুদিগের অস্পৃশ্য চণ্ডালও যাঁহার প্রেমালিঙ্গন প্রাপ্ত হইল, যিনি মধুর হরিনাম শুনাইয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিলেন, সেই মধুময় জীবনের দৃশ্য

কি মনোহর নহে? কত শত বৎসর অতীত হইল মহাত্মা ঈশা, বুদ্ধ ও চৈতন্য ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, তবে কেন আজ পৃথিবীর লোক তাঁহাদের পবিত্র চরণে ভক্তি উপহার প্রদান করিতেছে? কেন তাহাদের প্রদর্শিত ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতেছে? ইহার কারণ কি এই নহে যে তাঁহাদের চরিত্র সাধারণ লোক চরিত্র হইতে শত সহস্র গুণে সুন্দর ছিল?—প্রাগুক্ত মহাত্মাদিগের চরিত্রের কয়েকটী বিশেষ ভাব আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে তাহাদের চরিত্র কতদূর মহৎ ও সুন্দর ছিল। দেখিবে যে তাহাদের চরিত্র অনুপম। স্বর্গ ও নরকে যে প্রভেদ, আলোক অন্ধকারে যে প্রভেদ, পাপ ও পুণ্যে যে প্রভেদ, আমাদের ও তাঁহাদের চরিত্রগত পার্থক্য তদপেক্ষা অল্প নহে। যে মৃত্যুর নামে আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, প্রাণের বাঁধন ছিঁড়িয়া যায়, কেননা কৃতান্ত আমাদিগকে পার্থিব সকল প্রকার প্রিয়তম পদার্থ হইতে চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন করিবে, তাঁহারা সেই ভয়ানক মৃত্যুকে আপনাদিগের মত ও বিশ্বাস রক্ষা করিবার জন্য প্রিয় বন্ধুরূপে আলিঙ্গন করিয়াছেন! আমাদের শরীরে সামান্য কণ্টক বিদ্ধ হইলে আমরা কতই ক্লেশ অনুভব করি, কিন্তু তাঁহারা কেহ বা তীক্ষ্ণধার লৌহশলাকায় বিদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, কেহ বা জ্বলন্ত চিতাতে আপনাদের শরীরকে ভস্মসাৎ করিয়াছেন, কেহ বা উত্তপ্ত লৌহময় খট্টার উপর শায়িত হইয়া বলিয়াছেন "এক পাশ ভাজা ভাজা হইয়াছে, আর এক পাশ উল্‌টাইয়া দাও" ইত্যাকার লোমহর্ষণ কাণ্ড যাঁহাদের জীবনে ঘটিয়াছে, তাঁহাদের জীবনের মহত্ব ও সৌন্দর্য্য কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? ইতিহাস পাঠ করিয়া কত বিষয় শিক্ষা করিয়াও আবার বিস্মৃত হইতে হয়, কিন্তু এপ্রকার ঘটনা কি কখন বিস্মৃত হইতে পারা যায়? ইংলণ্ডের রাজ্ঞী রক্তপিপাসু মেরীর সময়ে রিডলী ও লাটিমার ঐ যে স্মিথফিল্ডের জ্বলন্ত চিতায় দগ্ধবিদগ্ধ হইতেছেন, আর ঈশ্বরের নিকট বল প্রার্থনা করিতে করিতে এক জন অপরকে বলিতেছেন "ভ্রাতঃ! প্রফুল্ল হও, ভয় নাই, আজ আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে যে আলোক জ্বালিব, তাহা কখনও নির্ব্বাপিত হইবে না।" এই দৃশ্য এই বাক্য কি কেহ বিস্মৃত হইতে পারেন? মহাত্মা সার ফিলিপ সিড্‌নি রণক্ষেত্রে আহত হইয়া পিপাসায় শুষ্কতালু হইয়াছেন, পানপাত্র চুম্বন করিতে উদ্যত, অমনি তাঁহার অপেক্ষা অধিক সাংঘাতিকরূপে আহত মৃতকল্প সৈনিকের দারুণ পিপাসা নিবৃত্তির জন্য যে স্বহস্তস্থিত পান পাত্র অম্লানবদনে তাহাকে দিয়া বলিতেছেন "তোমার অভাব আমার অপেক্ষা অধিক" এই স্বর্গীয় দৃশ্য কি কেহ কখনও ভুলিতে পারেন? কখনই না।

দুই পক্ষেরই ভুল।

(২২৫ সংখ্যা ১৭৪ পৃষ্ঠার পর)

এইরূপে কতিপয় বৎসর অতিবাহিত হইল। মাতা, কন্যা ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিলেন, আর নীরবালা সংমাকে "মা" বলেন না; "ইনি" "উনি" করিয়া কাজ সারেন। যেখানে উভয়ের নিমন্ত্রণ হয়, মা যাইতে চাহিলে কন্যা আর কোন মতে যাইতে চাহেন না। দুই চারিবার এই রূপ দেখিয়া নিরুপায় মাতা মনে স্থির করিলেন নিরুকেই নিমন্ত্রণে পাঠাইবেন, বড় আশা যেমনে পারি কন্যাকে সুখী দেখিলেই হইল। ক্রমে লোকে কথা তুলিল অবিনাশ বাবুর স্ত্রী বড় অহঙ্কারী, কোথায়ও নিমন্ত্রণে যান না। হায়! সংসারে এইরূপ হইয়া থাকে, গোপনে মানুষ কত সৎকার্য্য করে,কিন্তু আমরা তাহার ভাব না বুঝিয়া তাহা লইয়া দশ খানি করি। নিঃস্বার্থ মহৎ ভাবপূর্ণ ত্যাগস্বীকার লোকের হাস্যের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়, সুতরাং নির্দ্দোষ পবিত্রহৃদয়া জননীকে যে মনঃপীড়া পাইতে হইবে তাহা বড় আশ্চর্য্য নয়।

মাতা বুঝিলেন কন্যা কখনও আমায় ভালবাসা দিতে পারিবে না। ক্রমে নিরাশ হইতে লাগিলেন, বিষাদে সেই প্রফুল্ল মুখ মলিন হইল। নীরবালা এখন আর বালিকা নাই, অষ্টাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সেই সুকুমার দেহকান্তি বয়সে আরও পুষ্ট হইয়াছে, সুশ্রী মনোহর, দর্শকের আনন্দদায়ক। সংমাও সুন্দরী, কিন্তু সে অন্য প্রকারের সৌন্দর্য্য। উচ্চ শিক্ষা, প্রকৃতির দৃঢ়তা, সাধ্বী জীবনের যে পবিত্র হৃদয় তৃপ্তিকর লাবণ্য তদ্দ্বারা তিনি সুশোভিত। কিন্তু উভয়েরই চক্ষু মনের বিষাদে দীপ্তিহীন, অবিনাশ বাবুর গৃহ নিরানন্দময়। মাতাকে দেখিলে কন্যা পৃথক ঘরে চলিয়া যান, মাতাও বিমর্ষভাবে দিনযাপন করেন।

একদিন অবিনাশ বাবু জমীদারী দেখিতে অতি প্রত্যুষেই দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন স্থানে গমন করেন। শীঘ্র যাইবার আশায় বগীতে চড়িয়া যান, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিবার কথা। পত্নী আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ অশ্বের পদশব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, অমনি নীরবালা চীৎকার করিয়া উঠিল—ও কি ঘোড়া কোথা হইতে আসিল? ও যে বাবার বগীর ঘোড়া। কন্যার মুখহইতে কথা বাহির হইতে না হইতে রমণী দ্রুতপদে অশ্বশালার দিকে গিয়া দেখেন বগীর ঘোড়া সাজ শুদ্ধ দণ্ডায়মান, তাহার সারাগায়ে কাদা

মাথা, পৃষ্ঠের একদিক দিয়া রক্ত পড়িতেছে, মুখ দিয়া ক্রমাগত ফেণা বাহির হইতেছে। অনতিবিলম্বে দাস দাসী সকলে আসিয়া জুটিল। ভয়ে ভাবনায় পত্নীর মুখ শুষ্ক।

অবিনাশ বাবুর বাড়ী আসিবার সময় পথে ঘোড়া ভয় পাইয়া বগী উলটাইয়া দিয়াছে, ভয়ানক আঘাতে অবিনাশ বাবু পথপার্শ্বে মূর্চ্ছিত, ঘোড়া ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ী আসিয়াছে। অনতিবিলম্বে গৃহস্বামীর দেহ বাটীতে নীত হইল। গ্রামের বড় বড় ডাক্তার আসিলেন, অনেক চেষ্টার পর জ্ঞান হইল বটে, কিন্তু যেরূপ আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহাতে জীবনের আশা অতি অল্পই ছিল। প্রতিদিন দুই তিন জন চিকিৎসক আনাগোনা করেন, কেহই মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করেন না। পত্নী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর পার্শ্বে উপবিষ্ট, এইরূপ ভাবে সপ্তাহ অতীত। নীরবালা বড় একটা সে গৃহে যায় না, কেবল দুই চারিবার সংবাদ লইতে আসে মাত্র। মাতার প্রতি বিরক্তিভাব পিতার প্রতি শৈথিল্য আনয়ন করে, তাঁহার তাহাই ঘটিয়াছিল; কিন্তু তথাপি সে পিতার স্নেহ মমতার কথা বিস্মৃত হওয়া কি সম্ভব? মনের অশান্তিতে পিতার জন্য ভাবিয়া কন্যার কেবল চক্ষের জল পড়ে। সৎমা আসা অবধি সে যে পিতাকে তত ভাল বাসিত না, তাঁহার উপর কত রাগ করিয়া তাঁহার মনে কষ্ট দিয়াছে, পিতা তনয়ার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য কত চেষ্টা করিয়াও তাহার মন পান নাই, অবশেষে মনঃক্ষোভে চলিয়া যাইতেও বাধ্য হইয়াছেন—একে একে সেই সব কথা মনে পড়িল। অকারণে পিতার ক্লেশের কারণ হইয়াছি, আমারই জন্য সৎ মার চক্ষে জল পড়িয়াছে, সুখের সংসারে অশান্তি প্রবেশ করিয়াছে, এইরূপ নানা চিন্তা ও পরিতাপে কন্যার মন এখন অবসন্ন। এবার যদি বাবা সারেন, আমি তাঁহাকে সুখী করিব, মাকেও আর কষ্ট দিব না, এই ইচ্ছা তাঁহার মনে বলবতী হইল। বিপদে পড়িলে মানুষ যে ভবিষ্যতের কল্পনায় নিজ অবস্থা বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করে, নীরবালার তাহাই হইয়াছিল। অনেক ভাবিয়া দেখিল সৎমা তাহার কষ্টের কারণ নয়; পিতা বিবাহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্বীয় তনয়ার সম্বন্ধে সেই পূর্ব্ববাৎসল্য অবিচলিত আছে। সে আগাগোড়া সব ভাবিল, হঠাৎ মনে পড়িল মা আজ প্রায় দুই সপ্তাহ রোগশয্যার পার্শ্বে আসীন, আমি কেন বাবার কাছে বসিয়া মাকে একটু বিশ্রাম করিতে বলি না, এ কাজ ত অনায়াসেই করিতে পারি। চিন্তা ও দুঃখের ন্যায় শিক্ষক জগতে কে আছে? তনয়ার হৃদয় গলিয়া গেল, সে বুঝিল এতদিন সে দুঃখ দুঃখ করিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিত, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তাহার তুলনাই হয় না; সে সব কল্পনা মাত্র, কিন্তু আজ সে যথার্থ দুঃখিনী।

কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিলে, নির্দ্দোষীর মনে ব্যথা দিলে যে পরিতাপে হৃদয় দগ্ধ হয়, আজ নিরুর তাহাই হইয়াছে। সে ধীরে ধীরে পিতার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা জননীর হস্ত ধরিয়া বাহিরে আসিতে সঙ্কেত করিল, এপর্য্যন্ত সামান্য দাসী ছাড়া কেহ নিরুর মাকে খাও শোও এরূপ কোন কথা বলে নাই। সুতরাং তিনি ভাবিলেন কন্যা কোন সংসারের কাজের জন্য তাঁহাকে ডাকিয়াছে। বাহিরে আসিলে নিরু মৃদুস্বরে বলিল "মা তুমি আজ একটু বিশ্রাম কর, আমি বাবার কাছে বসি।" যে ভাবে কন্যার মুখ হইতে এই কথা গুলি উচ্চারিত হইল, তাহাতে মাতার অবসন্ন হৃদয়ে একবারে দুঃখ শোক উথলিয়া উঠিল, অশ্রুজলে বুক ভাসিয়া গেল, তিনি বসিয়া পড়িলেন। নিরু আরো কি বলিল। মাতা কন্যার মুখ চুম্বন করিলেন. বাড়ীর কর্ত্তা মৃত্যু-শয্যায় শায়িত, কন্যা আজ হিংসা দ্বেষ বিস্মৃত হইল, মাতা সংসারের অশান্তি দুরবস্থার ভুলিলেন, সপত্নীতনয়া বলিয়া যে বিরক্তির ভাব ছিল, একটি কথায় সব দূরে গেল। কন্যা মাতাকে আলিঙ্গন করিলেন। মাতার উজ্জ্বল চক্ষুতে কালিমা, সেই হাস্যময়ী আনন্দ-মূর্ত্তি বিষম উদ্বেগের ভারে অন্যমনস্ক; কারণ সংসারের কোন বিষয় আর মনে নাই, কেবল চিন্তা কিসে স্বামীর জীবন রক্ষা হয়। কন্যারও অভিমান অহঙ্কার মৃত্যুভয়ের নিকট পরাজিত। মাতা কন্যার মধ্যে যে অন্তরায় ছিল, পরস্পরের মধ্যে যে মনোমালিন্য ছিল, শোকের পবিত্র অশ্রুতে তাহা ধৌত হইল। বাবাকে আমরা ফিরিয়া পাইব, ঈশ্বর তাঁহাকে সুস্থ করিবেন, অস্ফুটস্বরে এই কয়টী কথা মাতার সান্ত্বনার সহায়তা করিল। কন্যার স্নেহভাব মাতার কুভাব দূর করিল, মাতার অশ্রু কন্যার হৃদয়ের অসদ্ভাব বিদূরিত করিয়া নৈসর্গিক শান্তিতে সুস্থির হইল। মাতা কন্যার প্রার্থনা নিষ্ফল হইল না, ক্রমে গৃহস্বামী সুস্থ হইতে লাগিলেন। আর মাতা কন্যাকে দেখিলে গৃহান্তরে যান না, উভয়ের সদ্ভাবজনিত প্রফুল্ল মুখ অবিনাশ বাবুর শীর্ণ দুর্ব্বল শরীর সবল হইবার প্রধান ঔষধ হইল, সহস্র সুদক্ষ ভিষক যে ঔষধ দানে অক্ষম, আমরা শান্তিপূর্ণ গৃহে পত্নী ভগিনী দুহিতার নিকট তাহাই পাই, তাঁহাদের যত্ন, সহাস্য বদন অজ্ঞাতসারে রোগীর বলবিধানের সহায়তা করে।

অবিনাশ বাবু এখনও সম্পূর্ণ সারেন নাই, প্রায়ই বাটীর ভিতর থাকেন, দুর্ব্বলতাবশতঃ পরিশ্রমে এখনও অসমর্থ। একদিন কৌতূহলী হইয়া পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার ও নিরুর ভাবের পরিবর্ত্তন দেখিতেছি, এতদিন যে সুখ পাই নাই, এখন তোমাদিগকে দেখিয়া সেই সুখ পাইতেছি, ইহার কারণ কি?" পত্নী উত্তরে বলিলেন "স্বামিন্ এতদিন আমাদের কি মতিভ্রম ঘটিয়াছিল

জানি না। নিরুকে দেখিলে আমার কষ্ট হইত এবং সেও আমাকে পরজ্ঞানে শত্রুজ্ঞানে দূরে থাকিতে চাহিত। কিন্তু ঈশ্বর ধন্য, আমরা কষ্টে পড়িয়া উভয়কে চিনিলাম। ভালবাসা ও বিশ্বাস আমাদের উভয় হৃদয়কে মিলিত করিয়াছে।" মাতা ও সন্তানে যে সুমিষ্ট মিলন হয় কে তাহা বিচ্ছিন্ন করিতে পারে? সপত্নীতনয়া সংমার গুণে বশীভূত, আর লোকের কথায় সে চঞ্চল হয় না, কারণ সে বেস বুঝিয়াছে সংমা তাহার শত্রু নহেন, কিন্তু হিতাভিলাষিণী বন্ধু। এই রূপে অবিনাশ বাবুর গৃহে পুনরায় সুখ শান্তি বিরাজিত হইল।

পাঠিকা! আপনাদের মধ্যে অনেকে সংমা, অনেকে সংকন্যা আছেন এবং আপনাদের পাঠের জন্যই এ ক্ষুদ্র প্রস্তাবটি উত্থাপন করা গেল। লোকের কথায়, পাড়া প্রতিবেশীর নিন্দায় কাহারও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আসিলে জ্বালাতন হইয়া উঠেন। অনেক সময় পিশাচমূর্ত্তি স্বার্থপর গৃহিণীও আসেন সত্য, কিন্তু এমনও হয় সংমা সদ্ভাব ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়খানি লইয়া স্বামিগৃহে আসিলেন, কিন্তু হায়! বৎসর না যাইতে সে সব ভাব কোথায় গেল! সপত্নী সন্তানগণ আত্মীয় স্বজনের অনুচিত আদরে, দাস দাসীর প্ররোচনায় প্রথম দিন হইতে শিক্ষা পাইল সংমা আপন হয় না। সুতরাং তাহারা সেই ভাবে বিচার করে। আমরা যতদূর জানি, ও দেখিতে পাই, সন্তানের দোষ দিতে ইচ্ছা হয় না, সংমাকেও তত নিন্দা করি না। কিন্তু আমরা প্রতিবেশী, আমরা আত্মীয় স্বজন, আমরাই প্রকৃত দোষী। "মা নাই বলিয়া অস্বাভাবিক সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া সন্তানের হৃদয়ে অসৎ ভাবের বীজ রোপণ করি। সংমার কার্য্যের দোষ গুণ বিচার করিতে বসিয়া পরিবারের মধ্যে কলহ বিবাদের সূত্রপাত করিয়া দি। ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি "সংমার সংশ্রদ্ধা পান্তাভাতে ঘি, মাথাটি মুড়িয়ে এস তেল কৌটাটী দি।" সংমায়ের নিন্দা করিতে, তাঁর বিপক্ষে দশ কথা বলিতে আমাদের যত উৎসাহ, এমন আর কিসে? প্রতিবেশিগণ! তোমরা কি অকপটহৃদয়ে বলিতে পার যত আগ্রহে" তোমরা উপরিউক্ত কবিতা আওড়াইতে ব্যস্ত, তাহার সিকি আগ্রহেও কখন সংমার প্রতি সন্তানগণকে ভাল ব্যবহার করিতে উৎসাহ দিয়াছ? মানুষ দুর্ব্বল, কতদিন স্থির থাকিতে পারে? সংমাও সেই মনুষ্যজাতি, তোমার দশটা গুণ ও দোষ আছে, সংমাও সে নিয়মের বহির্ভূত নহেন। তবে তাহাকে লইয়া এত আন্দোলন কেন? সে শিক্ষা ⋯স্বজনের যাহারা পরীক্ষার মধ্যে স্থির, বিপদরাশিতে পতিত হইলেও অক্ষুণ্ণ ভাবে কর্ত্তব্য কার্য্যে অগ্রসর?

জননি! এই দেখিলাম তুমি মেয়ে দুরন্ত বলে তাহাকে বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিয়া বাহিরে আসিলে, কিন্তু কথাচ্ছলে

কোন সৎমার কথা উঠিল, অমনি তুমি মুক্তকণ্ঠে বলিলে "মাগো এমন দেখিনে, ছেলেগুলোকে মেরে আধমরা করে, এমন সৎমাও কি আর আছে ?" নিজের ছেলেকে যে তুমি চড় চাপড় কাঠের চেলা প্রহারে ক্ষত বিক্ষত করিলে, তাহাতে কোন কথা নাই, কেহ কিছু বলিলে অম্লানবদনে বল "আমার ছেলে, অন্যের বলিবার কি অধিকার ?" আর সৎমা বেচারা হয়ত শিশুর শাসন জন্য একটু হাত তুলিয়াছেন, অমনি পাড়ায় রাষ্ট্র হইয়া গেল "আ! সৎমা আজ ছেলেটাকে কি করিয়াই মারিয়াছে, সৎমা কি না আর কত হবে!" কেহ নিন্দাচ্ছলে হাসিলে, কেহ দীর্ঘনিশ্বাস দ্বারা মনের অসদ্ভাব দেখাইলে, কেহ বা অব্যক্ত ভাবে চক্ষের চাহনীদ্বারা সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের পরিচয় দিলে।

যদি প্রতিবেশীর মঙ্গল চাও, পাঠিকাগণ অন্যের কুৎসা ও নিন্দা লইয়া আলোচনা পরিত্যাগ কর, সৎমার কার্য্যের দোষ গুণ বিচারে নিরস্ত হও, সপত্নী সন্তানগণের নিকট সৎমা সম্বন্ধীয় কোন অসদ্‌ভাবের কথা তুলিও না; কেন না তাহাতে পরিবারের দুঃখ যন্ত্রণার সীমা থাকে না, সৎমার অশান্তির শেষ নাই এবং মাতৃহীন সন্তান সন্ততি যে স্বার্থপর নীচাশয় হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এ মহৎকার্য্য সাধনে আর কোন আয়াস প্রয়োজন করে না, কেবল রসনেন্দ্রিয়কে একটু বিশ্রাম দিলেই এ কার্য্য সিদ্ধ হয়। তাই আপনাদের জনৈক ভগিনী আজ এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত হইল। যদি পারেন দেখিবেন, এই আমার অনুরোধ। সৎমার জন্য যত না, আপনাদের অসার আমোদ ও গল্পপ্রিয়তার জন্য আপনাদের বন্ধুরা ততোধিক ব্যথিত। সৎমার সঙ্গে আমার যেমন আলাপ, জননীগণ আপনাদের সহিতও আমার তেমনি সখীত্ব, অতএব আপনারা আমাকে সম্প্রদায়বিশেষের পক্ষপাতী মনে না করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই প্রস্তাবটী নিরপেক্ষভাবে পাঠ করেন, আপনাদের নিকট এই মাত্র প্রার্থনা।

তাপ ও তাহার উৎপত্তি।

আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে, সে সময় আমাদিগের যে একটি (Sensation) বিশেষ অনুভূতি হয়, তাহাকে তাপ বলিয়া থাকি এবং যাহাতে ঐরূপ অনুভূতি জন্মাইয়া দেয়, তাহাকেও তাপ বলিয়া থাকি। তাপ শব্দের পরিবর্ত্তে তেজ শব্দ শেষার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই তাপ অথবা তেজ কি? আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতগণ ইহাকে এক ভৌতিক পদার্থ বলিয়া অনুমান করিতেন। ভূমি, জল প্রভৃতি পদার্থ যেরূপ ভৌতিক, ইহাকেও সেইরূপ স্বতন্ত্র একটি পদার্থ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু অধুনাতন বিজ্ঞানের সাহায্যে সে মত খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে এবং প্রমাণিত হইয়াছে যে তেজ কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে. প্রত্যুত জড় পদার্থের একটি বিশেষ ভাব মাত্র। জড় পদার্থের পরমাণু সমূহের কম্পনেই ইহার উৎপত্তি। এ বিষয়ে তাপের সহিত শব্দ ও আলোকের সাদৃশ্য দেখা যায়। বায়ুর পরমাণু সমূহের কম্পনে শব্দের উৎপত্তি হয়, জড় পদার্থের পরমাণু সমূহের কম্পনে তাপের উৎপত্তি হয় এবং এবং ইথর নামক যে স্থিতিস্থাপক ধর্ম্মবিশিষ্ট সূক্ষ্মতম তরল পদার্থ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছে, তাহার পরমাণু সমূহের কম্পনে আলোকের উৎপত্তি হয়। তাপ যে গতিবিশেষের রূপান্তর,তাহার অকাট্য প্রমাণ এই যে গতিবিশেষকে তাপে পরিণত করা যায় এবং তাপকেও গতিতে পরিণত করা যায়।

আমরা পৃথিবীতে যে তাপ পাই, কি কি কারণে তাহার উৎপত্তি হয় এক্ষণে আলোচনা করা যাউক। উত্তাপের তিনটি উৎপত্তিকারণ দেখা যায়:--(১ম)বাহ্য শক্তি প্রয়োগ (Mechanical Source) যথা ঘর্ষণ, আঘাত, এবং চাপ। (২য়) প্রাকৃতিক কারণ (Physical Source) যথা সূর্য্য কিরণ,তাড়িত আণবিক কম্পন, ও জড়ের অবস্থা, পরিবর্ত্তন (৩য়)। রাসায়নিক ক্রিয়া(Chemical Action)অর্থাৎ পদার্থগণের আণবিক পরিবর্ত্তন। বলা বাহুল্য যে যে কারণে তাপের উৎপত্তি, তদ্বিপরীত কারণেই শীতের উৎপত্তি হয়।

১ম। বাহ্যশক্তি প্রয়োগে তাপের উৎপত্তি।

হাতে হাত ঘসিলে হাত গরম হয়; করাতে কাঠ কাটিলে করাত তাতিয়া উঠে, কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি জ্বালা যায়, ইহা অনেকের দেখা আছে। রেলগাড়ী বেগে চলিলে তাহার চাকার তলার ঘর্ষণে এত অধিক তাপের উৎপত্তি হয় যে দুই এক বার তাহা দ্বারা গাড়িতে আগুন লাগিতেও দেখা গিয়াছে। একটা পাত্রে জল বা অন্য কোন তরল পদার্থ রাখিয়া নাড়িলে অথবা পাত্র হইতে পাত্রান্তরে ঢালিলে উহাতে তাপের উৎপত্তি হয়। ঐ তাপ আমরা সহজে অনুভব করিতে পারি না বটে, কিন্তু তাড়িতমান (Galvanometer) যন্ত্রের সাহায্যে ঐ তাপের অস্তিত্ব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। উল্কাপাতের সময় উল্কা পিণ্ড জ্বলিয়া থাকে, বায়ুর সহিত উহার সংঘর্ষই তাহার কারণ।

চাপ এবং আঘাতে তাপের উৎপত্তির অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

তবে চাপে যে উত্তাপ জন্মে, তাহা আমাদিগের স্পর্শেন্দ্রিয়ের সহজ-গ্রাহ্য নহে, উহা উৎকৃষ্ট তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায়। তৈল, জল প্রভৃতি পদার্থের উপর ভার চাপাইলে এই তাপের উৎপত্তি হয় দেখা গিয়াছে। ধাতু নির্ম্মিত স্তম্ভ বা দণ্ডের উপর যখন কোন ভার চাপান যায়, তখন তাহা হইতে উত্তাপ জন্মে এবং যখন ঐ ভার উঠাইয়া লওয়া যায়, তখন শৈত্যের উৎপত্তি হয়। ধাতুময় তারও যখন টানিয়া বাড়ান যায়, তখন উহা শীতলতর অনুভূত হয়।

চকমকিপাথরে লৌহ ঠুকিলে আগুন বাহির হয়; একটা কোন ধাতুতে হাতুড়ির ঘা মারিলে উহা গরম হয়, এইরূপ আঘাতে তাপের উৎপত্তির অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বন্দুকের ক্যাপ, ভুঁই পটকা প্রভৃতি দ্রব্য তাপ উৎপত্তির এই নৈসর্গিক নিয়মানুসারে প্রস্তুত। আঘাতে তাপ জন্মে, সেই তাপে উক্ত দ্রব্যাদির উপকরণ বারুদ জলিয়া উঠে।

২য়। প্রাকৃতিক কারণ।

লোকলোচন সূর্য্য তাপের একটি প্রধান আকর। কিরূপে সূর্য্য-তাপের উৎপত্তি হয়, পণ্ডিতেরা অদ্যাপি উহা সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। সূর্য্য হইতে কত তাপ পাওয়া যায়, কেহ কেহ তাহা পরিমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। একজন ফরাসী পণ্ডিত গণনা করিয়াছেন যে সংবৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে সূর্য্য যে তাপ দান করে, তাহা যদি কেবল বরফ গলাইতে নিয়োজিত করা যায়, তবে উহা সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী ৭০ হস্ত পরিমিত পুরু বরফরাশি গলাইতে সক্ষম হয়। আর একজন পণ্ডিত গণনা করিয়াছেন যে ৬০ বস্তা পাথুরিয়া কয়লা পোড়াইলে যত তাপ জন্মে, লণ্ডনে এক একারের উপর সমস্তদিন গড়ে সেই পরিমাণ সূর্য্যতাপ পতিত হয়।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে তাপ বর্ত্তমান আছে। যদি পৃথিবীতে একটা অতি গভীর কূপ খনন করিয়া তন্মধ্যে নামা যায়, তাহা হইলে ক্রমশঃ উত্তাপের আধিক্য অনুভূত হয়। ৩০০০ ফুট নিম্নে উত্তাপ এত অধিক যে জল ফুটিয়া যায়। ১০।১৫ ক্রোশ নিম্নে পৃথিবীস্থ তাবৎ কঠিন পদার্থই দ্রব হইয়া যায়। উষ্ণ প্রস্রবণ, এবং আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত উভয়ই এই ভূগর্ভস্থ উত্তাপের ফল। এই উত্তাপের কারণ অনেকে অনেকরূপ অনুমান করেন। পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আদৌ পৃথিবী অত্যুষ্ণ তরল পদার্থ ছিল; পরে উহা হইতে তেজ বিকীরিত হওয়াতে উহার উপরিভাগ ক্রমশঃ শীতল এবং কঠিন হইয়া আধুনিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

যখন কোন কঠিন পদার্থ অপর কোন তরল বা বাষ্পীয় পদার্থ শোষণ করিয়া লয়, সে সময় তাপনির্গম হইয়া থাকে। কোন কঠিন পদার্থের অতি সূক্ষ্ম চূর্ণেতে কোন তরল পদার্থ ঢালিলেই এইরূপ

ঘটে। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে এই তাপের উৎপত্তি হয়। ধাতু মৃত্তিকা প্রভৃতি অশারীর (Inorganic) পদার্থে তাপ অতি অল্প পরিমাণে (১ ডিগ্রির $\frac{৪}{১০}$ অংশ) উৎপন্ন হয়, কিন্তু ময়দা, ষ্টাচ, স্পঞ্জ, বৃক্ষের শিকড়, শুষ্ক চর্ম্ম প্রভৃতি শারীর (Organic) পদার্থে অপেক্ষাকৃত অধিক (১ ডিগ্রি হইতে ১০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত) উৎপন্ন হয়।

৩য়। রাসায়নিক ক্রিয়া।

যখন কোন রাসায়নিক যোগ সংঘটিত হয়, তখন তাপের উৎপত্তি হয়। যে সকল রাসায়নিক সংযোগ অতি অল্পে অল্পে ঘটে—যেরূপ লৌহে মরিচা ধরা (বায়ুর মধ্যে যে অম্লজন বাষ্প আছে, তাহার সহিত লৌহের রাসায়নিক যোগে মরিচার উৎপত্তি) তাহাতে আমরা তাপের আধিক্য অনুভব করিতে সক্ষম হই না; কিন্তু যে সকল যোগ অতি সত্বর সম্পন্ন হয়, তাহাতে প্রভূত পরিমাণে উহা উপলব্ধ হয়। খানিকটা জলে একটু সোডিয়ম অথবা পোটাসিয়ম ধাতু ফেলিয়া দিলে দেখিবে জলে আগুণ লাগিয়াছে। সে আগুণের উৎপত্তির কারণ এইরূপঃ—জল অম্লজন এবং জলজন নামক দুই প্রকার বাষ্পের সংযোগে উৎপন্ন। পোটাসিয়ম বা সোডিয়মের সহিত অম্লজন বাষ্প অতি সত্বর মিলিয়া থাকে; এবং এই মিলন হেতু জল বিশ্লেষিত হইয়া জলজন বাষ্প উদ্গত হয়; এই জলজন অতীব দাহ্য গুণবিশিষ্ট; পোটাসিয়ম বা সোডিয়মের সহিত জলান্তর্গত অম্লজনের সংযোগ কালে যে প্রচণ্ড তাপের উৎপত্তি হয়, তাহাতেই জলজন বাষ্প জ্বলিয়া উঠে। জোংড়া চুণে জল দিলে, অথবা মধু ও চুণে ফেনাইলে যে তাপ অনুভূত হয়, তাহা রাসায়নিক যোগসম্ভূত। সচরাচর আমরা যাহাকে "দাহ" বা "জ্বলা" বলি, তাহা এই রাসায়নিক কারণোৎপন্ন তাপের বিকাশ মাত্র। কাষ্ঠ, তৈল, মোম, কয়লা, গ্যাস প্রভৃতি দাহ্য পদার্থের উপাদান অঙ্গার ও জলজন বাষ্প। যখন বায়ুমধ্যস্থ অম্লজনের সহিত এই জলজনের সংযোগ হয়, তখনই তাপ ও সঙ্গে সঙ্গে আলোকের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে সেই দ্রব্য "জ্বলিয়া" থাকে।

জীব শরীরাভ্যন্তরে যে তাপ আছে তাহারও কারণ রাসায়নিক ক্রিয়া। জীবগণ নিশ্বাসের সহিত যে বায়ু টানিয়া লয়, সেই বায়ুস্থ অম্লজনের সহিত শরীরান্তর্গত অঙ্গারকের রাসায়নিক যোগ অনুক্ষণ সংঘটিত হইতেছে। সেই যোগ হেতু উৎপন্ন তাপে জীব শরীর উত্তাপবিশিষ্ট থাকে। এতদ্ভিন্ন "জঠরানল" নামে জীব-শরীরে আর একটী তাপ আছে। জীবের পাকস্থলীতে খাদ্য পড়িলে উহা তদন্তর্গত রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া রাসায়নিক ক্রিয়াতে রূপান্তর প্রাপ্ত ও রক্তমাংসাদিতে পরিণত হয়। এই রাসায়নিক ক্রিয়ায় পাকস্থলীতে যে তাপ জন্মে তাহাই জঠরানল।

কৃষক বালা।

(২২৪ সংখ্যা ১৫৩ পৃষ্ঠার পর)

লাজ ও সংশয়।

আরূঢ় শিরসি পরে দেব দিনমণি,
শিথিল গমন এবে ধাঁধিতে অবনী ;
উতরি আধেক পথ,
যেন সংযমিয়া রথ,
নিজ অধিকার-সীমা হেরেন আপনি ।১
উগারে অনল কণা নিদাঘের বায়,
ঝুপি ঝোড়েপশুপাখী বাঁচাইছে কায় ;
রাখাল না ফুঁকে বেণু,
না চরে গোঠের ধেনু ;
লাঙ্গল ছাড়িয়া গোরু তরুতলে ধায় ।২
মাণিক, গোবিন্দ, বিশু কৃষকের নাম
মুচিছে কোঁচড় খুলি কপালের ঘাম ;
কারু মুখে নাই হাসি ;
ছুটা ছুটী ধেয়ে আসি,
ছায়ায় শীতল কোলে লভিছে বিরাম।৩
অলস অবশ কেউ ক্ষুধায় কাতর,
ছটফট তৃষায় তাপিত কলেবর ;
গাছের গুঁড়ীতে কেহ,
হেলায়ে বিশাল দেহ,
সাধের ভাসান গীতে তুলিছে লহর ।৪
উদর পূরিয়া কেহ করিছে ফলার,
ছোলা, ছাতু, নোনা, ফুটি নানা উপচার ;
সিলিম সাগরে কেউ,
তুলিয়া ধোঁয়ার ঢেউ,
পিয়িছে তামাক সুধা অমৃতের সার ।৫
সহসা এমন কালে হাতে লয়ে থালা,
জনপদ ছাড়ি এক কৃষকের বালা,
মাঠ কোণে দিলা দেখা,
অহো কি রূপের রেখা,
বিকসিল শশি যেন ভেদি মেঘমালা ।৬
ঠাহরিলা দেবিদাস চলনি দেখিয়া,
ফুঁকারিল ধবলিকা সোহাগে ফুলিয়া ;
ওই বুঝি চারু বলি,
যোগীশ আমোদে গলি,
ছুটিল কাঁধের হল ভূতলে ফেলিয়া। ৭
একি অভিনব আজি ? ভাসিয়া উৎসবে
এস বোন বলি যুবা সংভাষিলা যবে,
শুনিয়া সে সংভাষণা,
চমকিলা সুলোচনা,
চমকিতা মৃগী যেন বাঁশরীর রবে ।৮
ভাসিল লাজের আভা বিলোল নয়নে;
কুসুম কোরক মরি মুদিল তপনে ;
যোগীশ আদর করি,
সাধিলা করেতে ধরি ;
তবু না ফুটিল কথা সে বিধু বদনে ।৯
সোদর অধিক ছিল যোগীশ তাহার,
আগেকার যোগদাদা নহে সে কি আর ?
যুবক ভাবিয়া চুর ;
সংশয় করিতে দূর,
জনক বাসব পানে ফিরিলা আবার। ১০
সুধাইলা "একি বাবা ! দেখিলাম আজ
আমায় নিরখি চারু বাসিলেক লাজ ;
হেসে না কহিল বাণী ;

নোমিয়া বদন খানি,
মাটীর পুতুল হেন করিল বিরাজ। ১১
আপন ভগিনী বই জানি না উহায়,
চারুও সোদর হেন বাসিত সদায়;
চারুরে পাইলে সাথে,
চাঁদ যেন পাই হাতে;
চারুও ভাসিত সুখে হেরিলে আমায়।১২
ভাল বাসি আগুলিতে যাইনু তাহাকে,
সেও চারু পরভাব ভাবিল আমাকে;
'যোগ দাদা' ডাকি সুখে,
না চাহিল হাসি মুখে;
কহ পিতঃ যদি এর হেতু কিছু থাকে।"
বলি নীরবিলা যোগী বিকলহৃদয়,
ঈষদ হাসিল পিতা বুঝিয়া আশয়;
দেখিয়া সে কূট হাসি,
সংশয় সাগরে ভাসি,
আকাশ পাতাল কত ভাবিলা তনয়।১৩

সভা ও দূত।

পোহাইল নিশি, উদিল তপন;
একি অভিনব কৃষক নগরে,
নাহি মাঠে বাটে একটীও চাষী,
মহাসভা আজ বাসরের ঘরে।
নিধু, সীধু, ফেলা, মাণিক, মতিয়া,
চেটাই পাতিয়া বসিয়াছে সব;
সাধের ডাবাটী মুখ হতে মুখে,
'হাবোল তাবোল' করিতেছে রব। ১
কহিলা বাসব চাহি চারি ভিতে,
"মন দিয়া তবে শুনহ সবায়,
সমবেত আজি যে দুটী কারণে,
অসময়ে এই কৃষক সভায়।
একটী কারণ, আমোদ তামাসা,
—চারু সনে কালি বিবাহ যোগীর;
অপর, সে বড় বিষম কাহিনী,
ভাবি থর থরি কাঁপিছে শরীর। ২
পটুগাল দেশী বণিক সকলে,
করিল ছাউনী সাগরের পার;
সেনাপতি-নাকি কেবারোল নাম,
দিলা দূতমুখে ঘোষণা তাঁহারঃ—
'তোমাদের যত দেব দেবী গণ,
অলীক সে সব, করি পরিহার,
হও সুদীক্ষিত মোদের ধরমে;
নহিলে বিপদ জানিও সবার।' ৩
ওই দূত বর দাঁড়ায়ে ওখানে;
অতএব যেবা উচিত বিধান,
বিচারি ঝটিতি শুনাও উহারে;
পরিণাম যাহা জানে ভগবান্।
কৃষকের জাতি আমরা সকলে,
অপকার কারু না করি কখন;
ইথে যদি হন বিমুখ বিধাতা,
কপালের দুখ কে করে মোচন।" ৪
বলি নীরবিলা বাসব যেমতি,
রাগে, ভয়ে মুখ না ফুটিল কার;
চাহিলা সকলে দেবিদাস পানে,
অভিমত যেন অপেক্ষি তাহার।

গরজিলা দেবী জলদ আরাবে,
"যায় রসাতলে যাক্ বসুমতি;
পিতা, পিতামহ পূজিলা যে দেবে,
তেয়াগিব তায়? ধিক্ এ যুকতি!" ৫
'ধিক্ এ যুকতি' সহসা অমনি,
শত মুখ হতে উঠিল এ রব;
হেথায় অতীব শীলতার সহ,
চাহি দূতপানে কহিলা বাসবঃ—
"সেনা পতি জিনি কহিও তাঁহারে,
ইথে দোষ কিছু না ভাবেন মনে,
পিতা, পিতামহ পূজিলা যে দেবে,
তেয়াগিতে তায় নারিব জীবনে।" ৬
হাসি দূত তবে কহিলা বাসবে,
"বুঝিনু হেলায় ডুবালে দুকুল;
বুঝিলাম বিধি—যীশু দয়াময়,
তোমাদের পরে নহে অনুকূল।
আমাদের দেশে মহারাজা যিনি,
সেনাপতি বরে করিলা আদেশঃ—
'কথায় না হলে বশীভূত কেহ,
অনল কৃপাণে চলাও সে দেশ'।" ৭
'অনল কৃপাণে চলাও সে দেশ!'
বাসব-হৃদয়ে বাজিল বিষম;
শিহরিল তনু; ভাসিল ললাটে,
ভাবনার রেখা অতি গাঢ়তম।
ঘুচি সে ভাবনা সহসা আবার,
নব ভাব হৃদে হইল উদয়ঃ—
'পিতা, পিতামহ পূজিলা যে দেবে,
তেয়াগিতে তায় পরাণে কি সয়?' ৮
হাসিয়া কহিলা "পূত বেদলিপি,
অধম, অলীক তাও যদি হয়!
কহ দূতবর, জানিব কেমনে,
তোমাদের মত অলীক সে নয়!'
আমরা কৃষক করষি লাঙল,
দোষ গুণ কিছু না বুঝি কখন;
পিতা, পিতামহ যুগ যুগ হতে,
চলিলা যে ভাবে চলিব তেমন। ৯
ইহাতেও যদি সেনাপতি তব,
অবিচার কোনো করেন হেথায়,
কাঙালশরণ ভগবান যিনি,
অনাথ ভাবিয়া হবেন সহায়।
যাও দূতবর, কহিও সে শূরে,
'করিবেন তিনি যে হয় বিহিত;
সনাতন মত করি পরিহার,
যাবনিক মতে হব না দীক্ষিত।" ১০
"হব না দীক্ষিত" কহিলা যোগীশ,
"সেনাপতি যিনি কহগে তাঁহারে,
তেজিব না দেবে, রহে যত দিন,
একটু শোণিত ধমনী মাঝারে।
পড়ে রবি শশী পড়ুক খসিয়া,
ডুবুক ভারত ভারত-সাগরে,
জীবন থাকিতে যাবনিক মত,
লইব না কেহ কৃষক নগরে।" ১১
শুনি রাজদূত কহিলা সরোষে,
"খল সয়তান কাঁধে চাপে যার,
হিত বাণী কভু না শোনে অবোধ,
তোমরাও তাই বুঝিলাম সার।
এসেছি সধিতে দেবতার কাজ,
কথায় না হয় সাধিব সমরে;
বংশী নাদে যদি না পশে আনায়,
বধিব সে মৃগ বিষমাখা সরে।" ১২
"কোথা রবে তোর পূত বেদলিপি,
কি করিবে তোর ভূত ভগবান;

সমন সোসর পটুগীজ সেনা
যবে সে সমরে ধরিবে কৃপাণ?
পোড়াবে অনলে দেবালয় যত,
আছাড়ি ভাঙ্গিবে মাটীর পুতুলে;
যাবনিক মত বুঝিবে তখনি
যবে সে যবন চড়াইবে শূলে।" ১৩

এত কহি চলি গেলা দূতবর,
হেথায় কৃষক আমোদে অধীর;
বাজে ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঝাঝর,
—ঢাক সহ কালি বিবাহ যোগীর।
কেহবা গাইছে, নাচিছে কেহবা,
নাহি কার মনে বিষাদের লেশ;
বিরস বাসব—ভাবিছে শুধু সে,
"অনল কৃপাণে চলাও সে দেশ।" ১৪

উদ্ভিদ্ জগৎ।

(২২৪ সংখ্যা ১৫৫ পৃষ্ঠার পর)

মূল ও কাণ্ডের বিষয় কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে উদ্ভিদের অবশিষ্ট অঙ্গের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। কাণ্ড ও ইহার শাখার পার্শ্বদেশ হইতে যে হরিদ্বর্ণ অঙ্গ সকল বহির্গত হইয়া উদ্ভিদের শোভা পরিবর্দ্ধন করে, তাহাদিগকে পত্র বলা যায়। পত্রসকল উদ্ভিদের প্রধান উপাদানের বিকৃতি এবং পুষ্পের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ সকল পত্রের বিকৃতি। পত্র সকল কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে কাণ্ডের পার্শ্ব হইতে বহির্গত হয়। কোন কোন উদ্ভিদের পত্রসকল কাণ্ডে ও শাখায় ক্রমান্বয়ে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম পত্র যে গ্রন্থিহইতে সমুদ্গত হয়, দ্বিতীয়টী তাহার উপরিস্থিত গ্রন্থির অপর পার্শ্ব হইতে বহির্গত হয়। এইরূপে সমুদয় পত্র ক্রমান্বয়ে কাণ্ডের পার্শ্ব হইতে সমুদ্গত হয় এবং প্রত্যেকে গ্রন্থিতে একটি মাত্র পত্র থাকে। কোন কোন উদ্ভিদের দুইটী করিয়া পত্র এক এক গ্রন্থির ভিন্ন ভিন্ন পার্শ্ব হইতে বহির্গত হয়, কোন কোন উদ্ভিদের এক এক গ্রন্থি হইতে তিন, চারি অথবা তাহার অধিক পত্র ছত্রাকারে সমুদ্গত হয়। সাধারণতঃ এক গ্রন্থি হইতে একের অধিক পত্র সমুদ্গত হয় না। যেখানে এক গ্রন্থি হইতে একের অধিক পত্র বহির্গত হইতে দেখা যায়, সেখানে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে দুইটি বা তাহার অধিক গ্রন্থি পরস্পর একত্র মিলিত হইয়াছে অথবা একটি পত্র দুই বা তাহার অধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া এক গ্রন্থি হইতে স্বতন্ত্র পত্রাকারে বহির্গত হইয়াছে। কার্য্য ও অবস্থান অনুসারে পত্র সকলকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। (১ম) বীজ পত্র অর্থাৎ অঙ্কুরোৎপাদন কালে বীজ যে

এক বা দুই স্থূল পত্রাকারে দৃষ্ট হয়; (২য়) পৌষ্পিক পত্র অর্থাৎ যে পত্র মুকুল প্রভৃতিকে আবৃত করিয়া অবস্থিতি করে। (৩য়) প্রকৃত পত্র অর্থাৎ যে সকল হরিদ্বর্ণ পত্র সচরাচর উদ্ভিদে দৃষ্ট হয়; (৪র্থ) পুষ্পদল অর্থাৎ পুষ্পের পত্রাকার অথবা পত্র বিকৃত অংশ সকল। কাণ্ডের যে স্থান হইতে পত্র বহির্গত হয়, তাহাকে সন্ধি বলা যয়। পত্রের নিম্ন ভাগকে পত্র-বৃন্ত ও উপরিভাগকে পত্র বলা যায়। কোন কোন উদ্ভিদের পত্রদণ্ডের দুই পার্শ্বে দুইটী ক্ষুদ্র পত্র দেখা যায়। ইহাদিগকে উপতৃণ বলা যায়। ইহারা পত্রের বিকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে। রেখাকার হইতে গোলাকার পর্য্যন্ত পত্রের অশেষ প্রকার আকার দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন উদ্ভিদের একটী মাত্র পত্র একটী বৃন্তের উপর অবস্থিতি করে। এরূপ পত্রকে একপত্র বা অমিশ্রপত্র বলা যাইতে পারে। কোন উদ্ভিদের একবৃন্ত একাধিক পত্র ধারণ করে। এরূপ পত্রকে বহু-পত্র বা মিশ্র-পত্র বলা যাইতে পারে। এক পত্র বা অমিশ্র পত্র কখন কখন অবিভক্ত, কখন কখন বিভক্ত দেখা যায়। আম্র কাঁটাল প্রভৃতির পত্র অবিভক্ত অমিশ্র পত্রের উদাহরণ। কাঞ্চন ফুলের পত্র বিভক্ত অমিশ্র পত্রের উদাহরণ। মিশ্র পত্র দুই প্রকারে বৃন্তের পার্শ্বে অবস্থিতি করে:—(১ম) কোন কোন মিশ্র পত্রে পত্রাংশ সকল প্রধান বৃন্তের ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে স্বতন্ত্র বৃন্তের মত বৃন্ত ভাবে সমুদ্গত হয়, যথা তেঁতুল বকফুল প্রভৃতি; (২য়) কোন কোন মিশ্র পত্রের পত্রাংশ সকল বৃন্তের একস্থান হইতে বিস্তৃত হস্তাকারে বহির্গত হয় যথা কলাই, শ্রীফল প্রভৃতি। কোন কোন উদ্ভিদের পত্রের উপরিভাগে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোম দৃষ্ট হয়, যথা কলাই ও কুষ্মাণ্ড। কোন উদ্ভিদের পত্র মাংসল, যথা মনসা। পত্র দ্বারা বৃক্ষের শ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পত্র দ্বারা উদ্ভিদগণ অম্লজন বর্জ্জন ও অঙ্গারক বাষ্প সেবন করে। পত্র দ্বারা উদ্ভিদগণ সূর্য্যালোক ও সূর্য্যতাপ গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়। অনেক প্রাণী কেবল মাত্র পত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করে।

এতক্ষণ উদ্ভিদের যে তিন অঙ্গের বিষয় আলোচনা করা হইল, এই গুলি সচরাচর উদ্ভিদ মাত্রে দৃষ্ট হয়। আর যে দুই অঙ্গ অবশিষ্ট রহিল অর্থাৎ ফুল ও ফল, তাহারা সকল সময়ে দৃষ্ট হয় না। বারান্তরে আমরা তাহাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ধূলা।

আঃ—কি বিপদ!—বড় ধুলা উড়িতেছে—সর্ব্বাঙ্গ যে ধুলায় একেবারে ভরিয়া গেল। এই মাত্র একখানি রিমেল সাবানকে ধ্বংস-পুরে পাঠাইয়া শরীর পরিষ্কার করিলাম, এরই মধ্যে গায়ে আবার যেমন ছিল তেমন হইল; পবনদেবের বড় অন্যায়—আমার শরীর পরিচ্ছন্ন দেখিলে ওঁর বুঝি হিংসা হয়! বোধ হয় ধুলার মত সামান্য পদার্থ জগতে আর কিছুই নাই, কিন্তু এই সামান্যের—এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের এত তেজ—এত জোর যে কখন কখন স্পর্দ্ধা করিয়া আমাদের মাথায় চড়িয়া বসে। তবে, হে গর্ব্বিত মানব-সন্তান, তোমার আর অহঙ্কার করা ভাল দেখায় না, দেখ, যে ধূলি-কণা তোমার পদতলে দলিত হইয়া যাইতেছে, সেই আবার উপহাস করিতে করিতে তোমার মাথায় পর্য্যন্ত উঠিল,—তুমিত তাহাকে নিবারণ করিতে পারিলে না?

বাস্তবিক ধূলা একপ্রকার পৃথিবীর সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া আছে। তুমি এমন স্থল কোথাও খুঁজিয়া পাইবে না যে স্থানে একেবারে ধূলি-শূন্য। যাহাকে যত পরিচ্ছন্ন রাখ না কেন, তাহা মুহূর্ত্ত জন্য ধুলা ছাড়া নহে। সন্ধ্যাকালে উদ্যান মধ্যস্থ সরোবর-সোপানে তুমি, হে বামাবোধিনীর সুন্দরী পাঠিকা বসিয়া আছ—দক্ষিণ দিক্ হইতে মন্দ মন্দ প্রবাহে বসন্তের সমীরণ ফুটন্ত কুসুম-সৌরভ হরণ করিয়া—সরসীর স্বচ্ছ শীতল জলে স্নান করিয়া ক্ষণে ক্ষণে তোমার দেহ-লতা সাদরে আলিঙ্গন করিয়া যাইতেছে—আর তুমি সশরীরে স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতেছ—ভাবিতেছ সেই বায়ু ধুলি-শূন্য। সর্ব্বব্যাপী ধুলি-কণা সকল তাহাতেও মিশিয়া আছে। বায়ু পরিপাটীরূপে ছাঁকিয়া লওয়া যাইতে পারে, ইহা শুনিতে আপাততঃ বিস্ময়কর বটে, কিন্তু অচিন্ত্যশক্তিময় বিজ্ঞানের প্রসাদে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। সুবিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ আচার্য্য টিণ্ডল অনেকগুলি চোঙ্গার মধ্যে দ্রাবকাদি পদার্থ ঢালিয়া তাহার ভিতর দিয়া বায়ু ছাঁকিয়া লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সেই বায়ু ধূলায় পূর্ণ। এইরূপ ধূলিকণা সকল চর্ম্ম চক্ষের অগোচর—রৌদ্রেও অদৃশ্য, অণুবীক্ষণের সাহায্যেও দেখিতে পাওয়া যায় না—কিন্তু যদি বিদ্যুতের আলোক ঐ ছাঁকা বায়ুর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেখা যায়, তাহাহইলে উহাতে ধুলা চিক্ চিক্ করিতেছে, বেশ দেখিতে পাওয়া যাইবে; কেন না, বিদ্যুতালোক সূর্য্যালোক অপেক্ষাও পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল। আমরা প্রতি নিঃশ্বাসে যে বায়ু

শরীর মধ্যে আকর্ষণ করিয়া থাকি, তাহা ধূলায় পূর্ণ—যাহা কিছু ভোজন করি তাহা ধূলিময়, কারণ, ধূলি-কণা-পূর্ণ বায়ু নিয়ত সকল পদার্থের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে,—যে জল পান করি তাহাও ধূলায় পরিপূর্ণ; বলা বাহুল্য, কলে জল ছাঁকিয়া লওয়া হইতেছে বলিয়া তাহা ধূলি শূন্য নহে; জল সম্পূর্ণরূপ পরিষ্কৃত করিয়া লওয়া আজিও পর্য্যন্ত মনুষ্যের সাধ্যাতীত। উপরে যে অদৃশ্য ধূলি-কণা সকলের কথা বলা হইল, তাহাদের অধিকাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব বা জৈব পদার্থ, অতএব আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে নিঃশ্বাসের সহিত অসংখ্য জীব দেহ মধ্যে গ্রহণ করিতেছি; স্ফটিক-স্বচ্ছ জলের সহিত সহস্র সহস্র উদরস্থ করিতেছি। আমরা এক একটী ক্ষুদ্র দরের রাক্ষস. একথায় কেহ হাসিও না!

এই সমস্ত ধূলি কণা হইতে সংক্রামক পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। মালেরিয়া দ্বারা সংক্রামক পীড়ার বিস্তার হয় এই কথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে; কিন্তু আশ্চর্য্য টিণ্ডল প্রভৃতি খ্যাতনামা ইউরোপীয় পণ্ডিত-গণের মত এই যে, সজীব পীড়াবীজ (germ) হইতে সংক্রামক পীড়া বিস্তার লাভ করে। এই সকল পীড়া-বীজ জলে ও বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায় এবং জীবের দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অসংখ্য জীব প্রসব করে। একটী জীব-শরীর সহস্র সহস্র জীবের আবাসস্থল। কেশে উৎকুণ, উদরে কৃমি, ক্ষতস্থানে কীট প্রভৃতি! শরীরের কোন স্থান উৎ-ক্ষত হইলে তাহা যে সহজে শুখায় না, হয়ত দুর্গন্ধ ও দুরারোগ্য হইয়া দাড়ায়, তাহার কারণ এই সকল ধূলিকণাবৎ পীড়ার বীজ। ক্ষতস্থান কখনই এরূপ আবৃত ও পরিষ্কৃত রাখা যাইতে পারে না যে তাহাতে ধূলা প্রবেশ করিতে পারিবে না। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, ডাক্তারেরা কার্ব্বলিক এসিড জলে মিশ্রিত করিয়া ক্ষতমুখে বর্ষণ করিয়া থাকেন, যেহেতু এরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা ক্ষত মুখস্থ পীড়াবীজ সকল একবারে বিনষ্ট হয়,* তাহাতেই ক্ষত স্থান আরোগ্য হয়।

* সুবিখ্যাত টিণ্ডল সাহেবের "Dust and Disease" এবং বঙ্কিম বাবুর "ধূলা" শীর্ষক সন্দর্ভ অবলম্বনে লিখিত।

গৃহশ্রী সম্পাদন।

কোন মহিলা হইতে প্রাপ্ত।

গৃহের শ্রী সম্পাদন করিতে হইলে সুরুচি ও শ্রমপরায়ণতা এই দুইটী গুণের অত্যন্ত প্রয়োজন। আলস্য-পরায়ণা গৃহিণীর গৃহকার্য্যই উত্তমরূপে সম্পন্ন হইয়া উঠে না, সুতরাং তদ্দ্বারা আর গৃহের সুশৃঙ্খলতা কিরূপে সাধিত হইবে? পরিষ্কার স্বভাব গৃহের শ্রী

সম্পাদনের প্রধান উপকরণ, পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য অভাবে ধন-কুবেরের গৃহও প্রেতনিবাসবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে আর দরিদ্রের পর্ণকুটিরও সুরুচি ও পরিচ্ছন্নতা গুণে মুনি-তপোবন তুল্য রমণীয় হইতে পারে।

মহাভারতে এ বিষয়ের একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। দুর্ব্বাসা মুনি একদা মহারাজ দুর্য্যোধনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন যে সেই দেব-বাঞ্ছিত ইন্দ্রপ্রস্থও পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা অভাবে বিশ্রী হইয়া গিয়াছে। পরে তিনি কুরুরাজ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কাম্যকবনে ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। যুধিষ্ঠির একটি সামান্য কুটীরে ভার্য্যা সহ বাস করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাহা সুপরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন হওয়াতে ইন্দ্রপ্রস্থ অপেক্ষা মনোরম হইয়াছিল। মুনি তদ্দৃষ্টে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন "হে রাজন! তুমি কুটীরে বাস করিয়াও স্বর্গসুখ উপভোগ করিতেছ, তোমার কুটীরের তুলনায় দুর্য্যোধনের ইন্দ্রপ্রস্থও নিতান্ত হীন।" বাস্তবিক পরিষ্কার কুটীর যে বিশৃঙ্খল ও অপরিচ্ছন্ন অট্টালিকা হইতে শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

আমাদের প্রাচীনা গৃহিণীগণের উচ্ছিষ্ট ইত্যাদির প্রতি যেরূপ ঘৃণা আছে, দুঃখের বিষয় গৃহ পরিষ্কার করণ বিষয়ে তদ্রূপ যত্ন নাই। তাঁহারা 'উচ্ছিষ্ট উচ্ছিষ্ট' করিয়া সমস্ত দিন ব্যস্ত, কিন্তু গৃহের পারিপাট্য সাধনে কতটুকু চেষ্টা করেন? শিক্ষিতা মহিলাগণ এখন বিলাতি বিবিদের ভাল মন্দ অনেক দোষ গুণ অনুকরণ করিতে সতত ব্যাকুলা; গৃহপারিপাট্য ও সুপরিচ্ছন্নতা তাহারা বিবিদিগের নিকট যেন যত্নের সহিত শিক্ষা করেন।

ইংরাজ মহিলাদিগের পারিপাট্য-প্রিয়তা এতদূর প্রবল যে একটী বিবি একদিন আমার কতকগুলি শিল্পকার্য্য বাক্স হইতে বাহির করিয়া দেখিতেছিলেন, তাঁহার অনেক স্থানে অতি অল্প কাল মধ্যে যাইবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তথাপি তিনি শিল্পগুলি পূর্ব্ববৎ বাক্সে সজ্জিত করিয়া না রাখিয়া গেলেন না; আমি জানিতাম তাঁহার সময়ের অত্যন্ত অল্পতা, তজ্জন্য পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলাম যে আপনি অমনি রাখিয়া যাউন, আমি ঠিক করিতেছি, কিন্তু আমার কথায় তিনি বিরত হইলেন না, শিল্পগুলি সাজাইয়া তৎপরে টেবিলের বইগুলি পর্য্যন্ত যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া বিদায় হইলেন।

ইংরাজরমণীগণ গৃহ পারিপাট্যে অত্যন্ত সুপটু। সৌন্দর্য্য-প্রিয়তাই ইহার মূল, ইংরাজ মাত্রেই আপন বাস ভবন পরিষ্কার এবং সুপরিপাটী করিয়া রাখে।

আমাদের জাতির এই গুণটীর সম্পূর্ণ অভাব। কিন্তু পূর্ব্বতন আর্য্যগণের

এরূপ ছিল না, কেন না মুনিঋষিদিগের সামান্য তপোবন হইতে রাজাদিগের প্রাসাদ পর্য্যন্ত সকলই পূর্ব্বকালে সুপরিপাটী ও সুপরিচ্ছন্ন ছিল।

দেশের স্বাধীনতা ও সভ্যতার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই লোকের সুরুচিও অন্তর্হিত হয় সন্দেহ নাই, কেন না শোভানুভাবকতা-শক্তি যদি আর্য্যদের না থাকিত, তবে কালিদাস মেঘদূতে অলকাপুরীর ওরূপ বর্ণনা কখনই করিতে পারিতেন না। পুরাণাদিতে এক একটী তপোবনের সুন্দর বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে কাহার অট্টালিকা ছাড়িয়া কুটীরে বাসের বাসনা না হয়? গৃহসামগ্রী উত্তম উত্তম না হইলে যে গৃহ সুপরিপাটী এবং পরিচ্ছন্ন রাখা যায় না এমত নয়; আমাদের দেশ যেরূপ নির্ধন, তাহাতে কিছু মাত্র অর্থ সঞ্চয় না করিয়া কেবল মূল্যবান বিলাতি জিনিসে গৃহ পূর্ণ করা অতিশয় অন্যায়। দেশীয় এবং স্বহস্ত-প্রস্তুত নানা প্রকার অল্পমূল্য শিল্প দ্বারা ঘর সাজাইবার সঙ্কল্প করা ভাল, তাহাতে দুইটী উপকার আছে; (১) দেশীয় শিল্পের উন্নতি সাধন এবং (২) দেশের টাকা দেশে রাখা। বিলাত হইতে চাকচিক্যশালী জিনিষ আনিয়া বিদেশীরা দেশের টাকা প্রচুর পরিমাণে লইয়া যায়, দেশের শিল্পিগণ অর্থাভাবে কষ্ট পায়, এ বড় দুঃখের বিষয়। দেশের শিল্পের আদর করিয়া যাহাতে স্বদেশীয় শিল্পের উন্নতি হয়, ধনিগণের তদ্বিষয়ে দৃষ্টি করা উচিত।

প্রাচীন গৃহিণীগণ নানা প্রকার পুঁতির ঝাড় এবং মাটির সাজ ও সোলার ফুল ইত্যাদি সাধারণ শিল্প স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া গৃহ সাজাইতেন, সেই সমস্ত এক্ষণকার মহিলাগণের রুচিসঙ্গত হইবে না কিন্তু ভাল ভাল শিল্প প্রস্তুত করিয়া গৃহ সজ্জিত করিয়া তাঁহারা সুখী হইতে পারেন। উত্তম উত্তম ছবি এবং ভাল ভাল সূচি-কার্য্য দ্বারা গৃহশ্রী সম্পন্ন হইতে পারে।

গৃহিণী শ্রমশীলা, পরিচ্ছন্ন ও পারিপাট্য-প্রিয়া হইলে গৃহকার্য্যের ব্যবহৃত সামান্য জিনিষ দ্বারাও গৃহ সুন্দর করিতে পারেন। জিনিষ পত্রগুলি যদি সুশৃঙ্খল-রূপে না রাখিয়া সকল ঘরে ছড়াইয়া রাখা যায়, তবে ভারি বিশ্রী দেখায় এবং জিনিষ নষ্ট হইয়া যায়, কার্য্যেরও অনেক অসুবিধা ঘটে।

অনেক গৃহিণীর গৃহে বিশৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়; ছেলে স্নান করিয়া আসিয়া মাতার নিকট পরিধেয় বস্ত্র চাহিল, মা একবার এঘর ওঘর ঘুরিলেন, পরে গৃহকোণে স্তূপাকার বস্ত্র রাশি উলট পালট করিয়া দুবদণ্ডে একখানি বস্ত্র বাহির করিলেন। কর্ত্তা বাহির হইতে ঘরে আসিয়া মুখ ধৌত করিয়া গামছাখানি চাহিলেন, গিন্নি তন্ন২ করিয়া খুজিয়া বহুক্ষণের পর ছোট ছেলেদের শয়নের কাঁথার ভিতর হইতে ভিজা গামছা খানি বাহির করিলেন। এই প্রকার নানা বিশৃঙ্খলতা ও অপরিচ্ছন্নতা অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। যাহার যেরূপ যোটে সেইরূপ

আলনাতে হউক অথবা দড়ি টাঙ্গাইয়া হউক বস্ত্রগুলি এক একখানি করিয়া সাজাইয়া রাখিলে আর এমন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না, দেখিতেও বেশ দেখায়। এক প্রকার গৃহ সামগ্রীতেই কোন গৃহিণীর গৃহ যেন হাসিতেছে বোধ হয়, আর অন্যের গৃহ যেন মলিন মুখে কাঁদিতেছে দৃষ্ট হয়।

পরিচ্ছন্না রমণী পাকান্তে পাক পাত্র গুলি উত্তম রূপে ধৌত করিয়া সুন্দররূপে সাজাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দেন, পাকশালা ধৌত বা লেপন করিয়া রাখেন, দেখিলে নয়নের প্রীতি হয়। অপরিষ্কৃতা আলস্যপরায়ণা কোন মতে পাকটী নামাইয়া অধৌত হাঁড়ি এখানে ওখানে পাড়িয়া কালী ঝুলিতে পাকশাল ভরিয়া অপরিষ্কার অন্নরাশি গ্রাস করিতে বসেন, এইরূপ স্ত্রীলোকের গৃহে দৃষ্টিপাত করিলে চক্ষু কণ্টকিত হয়।

বাসভবনের প্রাঙ্গণে যে স্থান থাকে, তাহা পতিত ফেলিয়া রাখিলে ধূলি কর্দ্দম হইয়া নানাপ্রকারে অপরিষ্কার হয়, কিন্তু দূর্ব্বার চট বনাইয়া দিলে দেখিতে শ্যামল শ্রী এবং ধূলি কর্দ্দম নিবারিত হয়। প্রাঙ্গণের চতুঃপার্শ্বে দাড়িম্ব আতা পেয়ারা পেপেটা প্রভৃতি নানাবিধ ক্ষুদ্র ফলের গাছ রোপণ করিলে প্রাঙ্গণ ছায়াযুক্ত হয় এবং ছেলেরা নূতন২ ফল খাইয়া আনন্দিত হইতে পারে। নিজবাড়ীতে উৎপন্ন করিতে পারিলে ফল ও তরকারী ইত্যাদি যেরূপ উত্তম ও টাটকা পাওয়া যায়, বাজারের জিনিষ কখনই সকল সময় তেমন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাঙ্গণের প্রশস্ততা বিবেচনায় নানাপ্রকার শাক ও সুন্দর পুষ্পবৃক্ষ রোপিত হইতে পারে। এই প্রকার ফল ফুলে সুশোভিত বাটীতে বাস করিলে মনে এক প্রকার অতুল আনন্দ অনুভূত হয় এবং মন পবিত্র ও প্রসন্ন হয়।

বিলাতি মূল্যবান জিনিষ দ্বারা ঘর ভরিলেই যে গৃহশ্রী সাধিত হয় না, আমাদের দেশের অনেক ধনীর গৃহই তাহার সাক্ষী স্বরূপ। জিনিষগুলি ধূলিপূর্ণ এবং যে জিনিষ যেখানে রাখা হইয়াছে, তাহার যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—আর তাহা নাড়া হইবেনা, তাহার নীচে আজন্মের ধূলি সঞ্চিত থাকিবে।

গৃহশ্রী এবং গৃহ পরিষ্কার সম্বন্ধে উপকার পাইতে হইলে যে সকল মহিলা ইংরাজী জানেন না, তাঁহাদের পক্ষে সুশীলার উপাখ্যান, মেজবউ এবং সুরুচির কুটীর পাঠকরা এবং তদনুরূপ আচরণ করা উচিত। ইংরাজিতে গৃহ সাজান বিষয়ে অনেক সুন্দর উপদেশ আছে, যাঁহারা ইংরাজী জানেন, তাঁহারা তৎসমুদায় পাঠ করিলে অনেক উপকার হইতে পারে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে দালান কোটা ও উত্তম উত্তম মূল্যবান গৃহসামগ্রী এবং বহুদাস দাসী না থাকিলে আর গৃহের শ্রী হইতে পারে না; কিন্তু এ সম্পূর্ণ ভ্রম। দরিদ্রের

ধৎসামান্য নিকেতনও ধনীর বাসভবন হইতে সুন্দর দেখিয়া অনেক সময় নয়ন মনে প্রীতি হয়। একদিন এক ধনীর ভবনে গমন করিয়াছিলাম, সে বহুদিনের কথা, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও সেই ছবিটী মনে অঙ্কিত আছে। বৃহৎ অট্টালিকা—কোনস্থানে অঙ্গারের স্তূপ, কোথায় গৃহ-নিক্ষিপ্ত আবর্জ্জনা রাশি পচিয়া পূতিগন্ধ বিস্তার করিতেছে, বড়২ ঘরগুলি মাকড়সার জালে সমাচ্ছাদিত, মূল্যবান সুন্দর ছবি বিশিষ্ট আয়না গুলি মাকড়সার জালে বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছে, খাট পালঙ্ক চেয়ার সোফা সকলি চুনের দাগ, পানের পিচ, ধুলি ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ, দেয়াল গুলি তেলের দাগ ও পানের দাগে ভরা; এখানে কলা গুলি মাটীতে পড়িয়া পচিতেছে, ওখানে চিনির পাত্র গুলি পিপীলিকার আধার হইয়া পড়িয়াছে; দাস দাসী গুলি এ জিনিষ চুরি করিয়া খাইতেছে ও জিনিষ চুরি করিয়া বিক্রয় করিতেছে, এ সংবাদ ঘণ্টায় পাঁচবার পঁহুছিল। গৃহিণীর কোন দিগেই দৃষ্টি নাই, তিনি বসিয়া ছাগলের ন্যায় অনবরত তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছেন, কর্ত্তা অপরিমিত মদ্য পানে অবশ হইয়া পড়িয়া আছেন। দুষ্ট কর্ম্মচারিগণ জমিদারী লুটিয়া খাই-তেছে। এদিগে একটাকার যায়গায় ৫৲ টাকা খরচ হইতেছে, ৫৲ টাকার যায়-গায় ১০৲ টাকা লেখা হইতেছে, কিন্তু কোন জিনিষই ভাল হইতেছে না, দাস দাসী অনেক, কিন্তু কাজ কে করায়? যে যাহার ইচ্ছা মতে বসিয়া আছে।

পচা নর্দ্দমার গন্ধে আমার নাসিকা জ্বলিতে লাগিল, আমি একটু ভাল বায়ু পাইবার আশায় ছাদে গিয়া উঠিলাম, প্রাণ অনেক জুড়াইল। এ দিগ ও দিগ বেড়াইতে বেড়াইতে সেই ধনীর ভবন সন্নিহিত একটী সামান্য গৃহস্থের বাড়ী আমার নয়নে পতিত হইল। আমার চক্ষু সে দিগে এমন আকৃষ্ট হইল যে আমি সেই ক্ষুদ্রবাড়ি খানির পানে অনিমেষ চাহিয়া রহিলাম। সবে বাড়ী খানিতে ৩ খানি একতালা কোটা ও একটী বারান্দা. প্রাঙ্গণটী অতিশয় ক্ষুদ্র এবং ইষ্টকে বান্ধান, পাইখানা সবপাকা এবং এমনই ধৌত যে সিন্দুরের মত রাঙ্গা। প্রাঙ্গণে একটী পেয়ারা গাছ এমনি সু-পরিষ্কৃত যে তাহাতে একটী মরা ডাল বা পত্র নাই, সুন্দর সতেজ গাছটী ফলের ভরে একবারে হেলিয়া পড়িয়াছে, আল-বালের মধ্যে একটী সিমলতা দড়িতে বান্ধিয়া সেই পেয়ারা গাছটীর সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, সিম গুলি থলো থলো হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে; বাড়ী খানি যেন শান্তিপূর্ণ বোধ হইল। অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম একটী লোক দেখিলাম না, কি একটী কথা শুনিলাম না। কৌতূহলী হইয়া সেই ধনীর গৃহিণীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বড় অধিক খবর রাখেন না, কেন না সহর যায়গা—

প্রতিবেশিনীর সঙ্গে বড় পরিচয় নাই। যাহাহউক আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, জানিতে পারিলাম যে বাড়ীখানিতে কেবল দুইটী মাত্র স্ত্রীলোক (মাতাকন্যা) বাস করে, আর পশ্চাৎ দিয়া ধনীর বাড়ী হইতে সেই ক্ষুদ্র বাটীখানিতে যাইবার একটী ছোট দ্বার আছে। আমি আনন্দমনে এই নরকালয়বৎ ধনীর ভবন পরিত্যাগ করিয়া একটী আত্মীয়ের সহিত ঐ ক্ষুদ্র বাড়ীখানিতে বেড়াইতে গেলাম। দেখিলাম মাতা কন্যা দুই জন নীরবে যে যাহার কাজ করিতেছে, আমাকে দেখিয়া তাহারা যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিল। অনেক মিষ্টালাপের পর আমাকে এক ডালা পেয়ারা উপহার দিয়া বিদায় করিল। আমি দেখিলাম যে সেই ক্ষুদ্র বাড়ী খানির সকলই সুশৃঙ্খল, আমার নিতান্ত বাসনা হইল যে উক্ত ধনীর গৃহিণীকে একবার সেই বাড়ি খানিতে লইয়া গিয়া কিছু উপদেশ দেই, কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার ভাণ করিয়া যাইতে অস্বীকৃত হইলেন, সুতরাং আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। এক সময় এরূপ একটী কদর্য্য ধনীর ভবন ও সুপরিচ্ছন্ন সুপরিপাটী গৃহস্থ-নিকেতন আমার চক্ষুতে পতিত হইয়াছিল, তজ্জন্যই আমি তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই। সেই ক্ষুদ্র বাড়ী খানিতে গমন করিয়া আমার দুর্গন্ধপূরিত নাসিকা এবং বিশৃঙ্খলতা-দর্শন-পীড়িত চক্ষু শীতল হইয়াছিল এবং দরিদ্র ও অশিক্ষিত লোকেরও কতদূর শিষ্টাচার এবং সৌজন্য থাকিতে পারে তাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।

আজ পাঠিকা ভগিনীগণের নিকট বিদায় হইলাম, বারান্তরে এবিষয়ে আরও কিছু লিখিবার বাসনা রহিল।

রমণীগণের বেশ ভষা।

১। আত্ম জ্ঞান মোহন মুকুরঃ—
নিয়ত প্রভাতে এই অপূর্ব্ব দর্পণে।
দেখিবে ও মুখশশী বসিয়ে নির্জ্জনে॥
মানস-কলঙ্করাশি হইবে বিম্বিত।
গুণের প্রস্ফুট প্রভা হ'বে প্রকাশিত॥

২। সন্তোষ মুখ ও ললাট ধৌত করণার্থ জলঃ—
সুবাসিত বারি এই মুখ প্রক্ষালনে।
ব্যাভার করিবে নিত্য অতি যতনে।
ললাটের চিন্তা রেখা হইবে মোচিত।
হৃদয়ে হইবে শান্তি সলিল সিঞ্চিত॥

৩। সত্য, সুন্দর ওষ্ঠরঞ্জন তাম্বুল।
মহামূল্য অনুপম এই সুবরণ।
প্রতিদিন ওষ্ঠদ্বয়ে করিবে লেপন॥
ইহাতে হইবে তব ওষ্ঠ সুলোহিত।
বচনে অমিয় ধারা হইবে নিঃসৃত॥

৪। দয়া, উৎকৃষ্ট অঞ্জন।
নয়নের জ্যোতিঃ যদি চাহ লভিবারে॥
সুশীতল এ অঞ্জন দিবে বারে বারে॥
যখনি চাহিবে উহা বহু পরিমাণে।
করিবে তখনি দান দীন দুঃখী জনে॥

৫। পরিচ্ছন্নতা ও পরিশ্রমশীলতা
অত্যাবশ্যক বলয়দ্বয়ঃ—
যে ক'দিন থাক এই মরত ভবনে।
সুন্দর দুগাছি বালা পর সাবধানে॥
ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য করিতে সাধন,
করিবে ইহারা তব কর নিয়োজন॥

৬। পবিত্রতা, কষিত কাঞ্চন নির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ঃ
যতদিন তরে ভবে রহিবে জীবন।
কভু না ত্যজিবে এই অঙ্গুলি ভূষণ॥
বিবেকের বল তবে হইবে বর্দ্ধিত।
পাপের দুর্দ্দম শক্তি হবে প্রশমিত॥

৭। মনোযোগ ও বশ্যতা
অনুপম কর্ণকুণ্ডল দ্বয়ঃ—
সুগঠিত দুটী এই কর্ণ আভরণ।
সযতনে দুই কর্ণে করিবে ধারণ॥
তাহলে পারিবে তুমি করিতে শ্রবণ।
সানন্দ অন্তরে সদা সাধু সুবচন॥

৮। সহিষ্ণুতা স্বর্ণমেখলাঃ—
যতই করিবে ইহা অঙ্গেতে ধারণ।
ততই হইবে তার সুদীপ্তি সাধন॥
অপূর্ব্ব ইহার গুণ বলা নাহি যায়।
ব্যবহারে বৃদ্ধি বই ক্ষয় নাহি পায়॥

৯। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর
অত্যুজ্জ্বল মুক্তামালাঃ—
অমূল্য এ মালা গলে করিবে ধারণ।
রমণী কণ্ঠেতে ইহা অতি সুশোভন॥
জীবনের দুঃখভার যন্ত্রণা বেদন।
হাসি মুখে অনায়াসে করিবে বহন॥

১০। প্রেম হীরক নির্ম্মিত পদকঃ—
জগতে অতুল এই দিব্য আভরণে,
হৃদয় শোভিত কর অতি সযতনে।
ইহার উজ্জ্বল বিভা মোহিবে ভুবন,
করিবে স্বরগ রাজ্য অন্তরে স্থাপন।১০

১১। শিষ্টাচার উজ্জ্বল সিঁথি।
ললাটে শোভিলে এই সিঁথি সমুজ্জ্বল।
করিবে চৌদিকে তার জ্যোতি ঝলমল॥
সুযশঃ সংগীত তব গাহিবে সকলে।
পাইবে সম্মান বহু অবনীমণ্ডলে।

১২। ঈশ্বর প্রীতি মুকুট বা শিরোভূষণ।
যে রমণী শির পরে করেন ধারণ।
যোগীজনচিত্তহারী অমূল্য ভূষণ।
অপরূপ রূপে তার উজলে ভুবন।
ধরাতলে নিত্য খ্যাতি করেন অর্জ্জন।

১৩। সুমতি সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যসাধক
সুগন্ধি জলঃ—
সুগন্ধি সলিল এই করিয়ে গ্রহণ।
সুধীর হস্তেতে মুখে করিবে রক্ষণ॥
অবসাদ মলিনতা হ'বে বিদূরিত।
যৌবন-সুলভ বিভা বদনে বিস্তৃত॥

১৪। পতিপরায়ণতা বারানসী শাড়ী।
সরলতা জরি দেয়া অতি সুচিকণ।
অমরবাঞ্ছিত এই অমূল্য বসন॥
ঢাকিলে সুতনু এই সুচারু বসনে
চির তরে বাস তব অমর ভবনে॥

১৫। প্রার্থনা সুস্বর সাধক মিশ্রণ।
প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা এই সুমিশ্রণ।
প্রতিদিন তিন মাত্রা করিবে সেবন॥
কোকিল-নিন্দিত স্বর লভিবে নিশ্চিত।
পাপী নরনারী যাহে হইবে মোহিত॥

নূতন সংবাদ।

১। আমেরিকায় একটী রমণী ছিলেন, পৃথিবীমধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলাকৃতি-ওজনে ৬ মনের বেশী ছিলেন।

২। পঞ্জাবের অন্তঃপুরস্থ মহিলা ও বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের পরীক্ষা মহিলাগণ দ্বারা সম্পাদত হইবার জন্য তত্রত্য গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা করিয়াছেন।

৩। আনাম দেশে হোয়ানোন নামে এক গাছ আছে, তাহা সেবন করিলে কুকুরে কামড়ান ও কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়। দেশবাসী এক ব্যক্তি ইহা জানিতেন, তিনি খৃষ্টান হইয়া ইহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

৪। বেঙ্গল টেলিফোণ কোম্পানি স্ত্রীলোক কর্ম্মচারী নিয়োগ করিবার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির সহিত স্ত্রীলোকদিগের কর্ম্মকার্য্যের সুবিধা হওয়া আবশ্যক।

৫। আমেরিকান মিসন লক্ষ্ণৌয়ে নিরাশ্রয় স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী গৃহ স্থাপন করিয়া তাহাতে ১৫টী স্ত্রীলোককে আশ্রয় দিয়াছেন। ইহারা সাধারণের নিকট এই জন্য সাহার্য্য চান।

৬। কলিকাতার ডিষ্ট্রিক্ট দাতব্য সভা ৫২ বৎসর কার্য্য করিয়াছেন। গত বৎসর এই সভার সাহার্য্যে ৪৬০২ জন উপকৃত হইয়াছেন। তদ্ভিন্ন আমস্‌-হাউস প্রভৃতিতে অনেকে আশ্রয় পাইয়া প্রতিপালিত হইয়াছেন। ইহার বার্ষিক আয় ৭৮৬৫০৸৶১১ মধ্যে ৭৭,৭৮৩৸৶৫ ব্যয় হইয়া ৮৬৭ ৬ হস্তে স্থিত আছে। এ মহৎ কার্য্যে সাধারণের হস্তাবলম্বন নিতান্ত আবশ্যক। ফণ্ড না থাকাতে অনেক সংখ্যক যোগ্যপাত্রকে নিরাশ হইতে হয়।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ময়মনসিংহ সম্মিলনী সভার প্রথম বার্ষিক কার্য্য বিবরণ—এ জেলা বাসীদিগের নৈতিক মানসিক ও শারীরিক উন্নতি সাধন এই সভার সাধারণ এবং স্ত্রী শিক্ষার উন্নতি সাধন ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য। এই সভার অধীনে ৫৭৯টী পরীক্ষার্থিনীর মধ্যে ৩৮৮টী পরীক্ষা দেন এবং ২৫টী ব্যতীত সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন তন্মধ্যে ২৬৩টী প্রথম বিভাগোত্তীর্ণ। এই সভার তিনটী শাখা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহা হইতে দুইটী বালিকা বিদ্যালয় কিছু কিছু সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে। শিক্ষাসমিতির নিকট সভা এক আবেদন প্রেরণ করেন। ইহার বার্ষিক আয় ৩১৮॥১০ মধ্যে ২৭৭॥৶০ ব্যয় বাদে হস্তে ৪০৸/১০ স্থিত আছে। স্থানীয় আর একটী সভার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং এই সভার প্রথমবর্ষের কার্য্য দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত ও আশান্বিত হইলাম।

২। পতিব্রতা ধর্ম্মশিক্ষা এই পুস্তকে গল্পচ্ছলে কন্যার প্রতি মাতার নানাবিধ সদুপদেশ আছে। স্থানে স্থানে একটু সুরুচির ক্রটি থাকিলেও পুস্তক খানি নীতিগর্ভ ও সুপাঠ্য হইয়াছে।

বামাগণের রচনা।

আমাদের জীবনে শিক্ষার ফল।

আমাদিগের জীবনে শিক্ষার ফল কি নির্দ্ধারিত করিতে হইলে,শিক্ষা কাহাকে বলে ও শিক্ষা কোন্ স্থান হইতে প্রাপ্ত হই, তাহা স্থির করিতে হইবে। যাহা দ্বারা মানবের চরিত্র পবিত্র হয়, হিতাহিত জ্ঞান জন্মে, দুঃখে বিপদে স্থির ও অটল থাকিতে পারা যায়, যাহা দ্বারা এই সকল লাভ হয় তাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে।

এখন আমরা শিক্ষা কোথা হইতে প্রাপ্ত হই তাহা স্থির করিতে হইবে। প্রথমতঃ আমাদিগের প্রধান শিক্ষার স্থল পরিবার ; ২য়তঃ সমাজ ; ৩য়তঃ পুস্তক। ইহার মধ্যে পারিবারিক শিক্ষাই আমাদের চরিত্রে অধিকতর দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হয়। যখন মানব অতি শিশু অবস্থায় থাকে, তখন যে শিক্ষা লাভ করে তাহা তাহাকে চির জীবন চালিত করে। বাল্য শিক্ষা যদি সৎশিক্ষা হয়, তবে তাহা লাভ করিয়া কোন ব্যক্তি কি অসৎ থাকিতে পারে? যদি সে ব্যক্তি কখন পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী হইতে দূরে গিয়া আপনার চরিত্রকে দূষিত করে, জীবনস্রোতকে অসৎ পথে প্রবাহিত করে, আর যদি তাহার পরিবার সৎ হন, যদি সে সৎ শিক্ষার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে কখন না কখন আপনার চরিত্রের বিকৃতি দেখিয়া অনুতাপের অশ্রুতে বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিবে, আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া যাইবে। সে তখন আর আপনার জীবনকে অপবিত্র পথে চালিত করিতে পারিবে না। ইহা হয় কি জন্য? তাহার উত্তর এই, সৎশিক্ষা তাহার অস্থিতে, মাংসেতে শোণিতেতে মিশ্রিত আছে। যদি অসৎ সংসর্গে অসৎ দৃষ্টান্তে তাহা ভস্মাবৃত থাকে, তথাপিও যখনি তাহার হৃদয়ে পিতার সদুপদেশ, মাতার অশ্রু-মাখা পবিত্র আশীর্ব্বাদ, ভগিনীর স্নেহ-মাখা বদন খানি, ভ্রাতার সৎইচ্ছার কথা স্মৃতিপথে উদয় হইবে, তখনি তাহার হৃদয় পাষাণ ও বজ্র সমান হইলেও তাহা বিদীর্ণ হইয়া চক্ষের জলে পরিণত হইবে, আর সে ক্রন্দন করিতে করিতে বলিবে, "হায়, হায় আমি কি পাষণ্ড, আমি কি মূর্খ, হায় হায় আমার হৃদয় কি পাষাণময়! আমি কেন পিতার সৎ পরামর্শ, মাতার আশীর্ব্বাদ, ভগিনীর স্নেহময়ী মূর্ত্তি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম, হায়! হায় হায়! কেন গিয়াছিলাম" এই বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিবে। ইহার কারণ কি? সে বাল্যকালে সৎ শিক্ষা পাইয়াছে, তাহার গুণে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। আমাদের জীবনে পারি-

বারিক শিক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। বাল্যকালে মন কোমল ও সরস থাকে, সেই সময়ে সৎশিক্ষা যদি সে সুন্দর ক্ষেত্রে রোপণ করা যায়, তাহা হইলে কালে তাহা কত সুন্দর ফল ফুলে সুশোভিত হইবে। আর যদি সে ক্ষেত্রে কণ্টক বৃক্ষ রোপণ করা যায় তবে সে বৃক্ষ বর্দ্ধিত হইয়া মানবের জীবন পথ রোধ করিবে। অতএব আমাদের জীবনে পারিবারিক সুশিক্ষার ফল অধিক পরিমাণে ফলিত হওয়া আবশ্যক। ২য়তঃ সমাজ। সমাজ অনেক সময় আমাদের নেতা স্বরূপ হইয়া থাকে। যে সমাজে মানব থাকে, সে সমাজের উপর তাহার জীবনের উন্নতি অবনতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সমাজ অনেক সময় মনুষ্যকে পাপ পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করে। আবার অনেক সময় হৃদয় মনের সাধু ইচ্ছা সৎপ্রবৃত্তি সকলকে প্রস্ফুটিত হইতে দেয় না। সমাজ অনেক সময় পরিবার পরিজন ও মিত্রের অভাব পূর্ণ করে। মনে কর এক জন লোক কোন একটী পাপ কার্য্য করিতে চায়, কিন্তু সমাজের ভয়ে অনেক সময় তাহা করিতে পারে না। এখানে সমাজ যথার্থ বন্ধুর কার্য্য করে। আবার অন্য স্থানে যেখানে একজন লোক ইচ্ছা করিতেছেন কোন একটী সৎ কার্য্য সম্পন্ন করি, কিন্তু হয়ত সে ব্যক্তি যে সমাজে বাস করে, তাহা এমন কুসংস্কারাপন্ন যে তাহার বাধ্য হইয়া সে সৎ প্রবৃত্তিটীকে বিনষ্ট করিতে হয়। কাল ক্রমে সে সমাজে লোকের হৃদয় মনের শক্তি দুর্ব্বল হইয়া আসে। এই রূপে সমাজ শিক্ষক হইয়া আমাদিগকে নানা প্রকার সুশিক্ষা ও কুশিক্ষা দান করে।

তৃতীয়তঃ পুস্তক। পুস্তক আমাদের শিক্ষক। তবে সকলের ভাগ্যে পুস্তকের শিক্ষা ও তাহার সুফল ঘটে না। সৎপুস্তক পাঠে যে শিক্ষা, তাহা অমূল্য। সৎপুস্তক পাঠে হৃদয়ের উচ্চ ও পবিত্র ভাব সকল উত্তেজিত হয় ও প্রস্ফুটিত হয়। কোনই কোন সময়ে পুস্তক নিহিত উচ্চ উচ্চ বাক্য কি দৃষ্টান্ত আমাদিগকে এরূপে উত্তেজিত করে যে আমরা আপনাদিগকে বিস্মৃত হই। সৎপুস্তক পাঠে আমাদের লাভ হয়, আবার যদি তাহার পরিবর্ত্তে মন্দ পুস্তক পাঠ করা যায়, তাহা হইলে আমাদের অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। অতএব দেখা যাইতেছে পুস্তকও আমাদের শিক্ষক। পরিবার, সমাজ ও পুস্তক, আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, এই তিনটী আমাদের শিক্ষক; এই নিমিত্ত যাহাতে সৎপরিবারে বাস করিতে পারি, সৎ ও বিশুদ্ধ সমাজে মিশ্রিত হইতে পারি এবং সৎ পুস্তক সকল পাঠ করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই তিনটী যদি অনুকূল হয়, তাহা হইলে মনুষ্য অক্লেশে চরিত্রের ও জীবনের উন্নতি সাধন করিতে পারেন। যাহাদিগের নিকট এই তিনটী প্রতিকূল তাহাদিগকে অনেক কষ্ট দুঃখে পতিত হইতে হয়।

শ্রীহেমলতা দেবী,
বালিকা সমিতির জনৈক সভ্য।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২২৬ সংখ্যা। } কার্ত্তিক ১২৯০—নবেম্বর ১৮৮৩। { ৩য় কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজ-প্রতিনিধি লর্ড রিপণ সদস্যগণসহ গত ১০ই অক্টোবর সিমলা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কাশ্মীর ও অন্যান্য স্থান দর্শন করিয়া আগামী ১ লা ডিসেম্বর কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবেন।

—

ফরাসীরা সা নামক যে ইংরাজ পাদ্রীকে কয়েদ করিয়াছিলেন, তাহার ক্ষতি পূরণার্থ ৬০ হাজার ফ্রাঙ্কমুদ্রা দিবেন ও যথোচিত ক্ষমা প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহারা মাদাগাস্কারে ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টায় আছেন। কঙ্গোতে শিল্পযন্ত্রাদি বসাইয়া আপনাদিগের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কাম্বোডিয়ার রাজা তাহাদিগের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার সমর্পণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ভয়ে চিন সৈন্যগণ টঙ্কিনের সীমান্ত পরিত্যাগ করিয়াছে। ফরাসীদিগের যেরূপ নবোৎসাহের লক্ষণ দেখা যায়, তাহা সুনিয়মিত না হইলে পৃথিবীতে পুনরায় ঘোর বিপ্লবের সম্ভাবনা।

—

প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার অবকাশে কলিকাতায় দেশীয় খৃষ্টীয়মণ্ডলীর বার্ষিক সমিতি হইয়া থাকে, তাহাতে তাঁহারা আপনাদিগের সম্প্রদায়ের কল্যাণকর বিবিধ প্রস্তাবের আলোচনা করিয়া থাকেন। এ বৎসর অন্যান্য প্রস্তাবের সহিত স্ত্রীজাতির কার্য্য ও কার্য্যক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচনা হয়, শ্রীমতী কাত্যায়নী